ছোটদের

হযরত ওমর (রাঃ)

খান মুহম্মদ কামরুল আহসান

www.nagorikpathagar.org

ছোটদের

হযরত ওমর (রাঃ)

খান মুহম্মদ কামরুল আহসান

আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (দোতলা)
ঢাকা-১১০০

www.nagorikpathagar.org

'সুরভি রাইটার্স সিন্ডিকেট' কর্তৃক পরিমার্জিত

প্রথম প্রকাশ ❑ ঢাকা বইমেলা ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক ❑ আফসারুল হুদা আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ফোন-৭১১৮০৩৫
অক্ষরবিন্যাস ❑ কমপিউটার ল্যান্ড ৩৮/২খ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ ৩০/৫ নয়াবাজার (চৌধুরী মার্কেট) ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ❑ মিজান রহমান

মূল্য ❑ ৫০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আমার প্রয়াত শিক্ষক
করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
প্রাক্তন প্রধান
মুহম্মদ ফারুক-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

www.nagorikpathagar.org

'তিরমিজী' শরীফের হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্ধৃত করে
বলা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন—"আমি ওমর (রাঃ)
থেকে পাপীষ্ঠ জ্বীন ও মানবরূপী শয়তানদেরকেও
পলায়ন করতে দেখেছি।"

www.nagorikpathagar.org

দেশটির নাম আরব।

আরব উপদ্বীপ নামেও পরিচিত অনেকের কাছে। এর আয়তন বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে পনের শ' মাইল। প্রস্থে প্রায় ছয় শ' মাইল। দেশটির পশ্চিমে লোহিত সাগর। পূবে পারস্য উপসাগর। উত্তরে ফিলিস্তিন আর ট্রান্স জর্ডান ও ফোরাত নদী। দক্ষিণে অবস্থিত ভারত মহাসাগর।

এ দেশটি এক সময় ছিল অন্ধকারে ডুবে।

অন্ধকার মানে চুরি-ডাকাতি, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নানা রকম পাপকাজে তখন লিপ্ত ছিল এখানকার মানুষেরা। নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত তারা। গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ সংঘর্ষ লেগেই থাকত বছরের পর বছর— এমনকি বংশ পরম্পরায়। লুটতরাজকে কেউ মনে করত না অপকর্ম। নারীদের ছিল না কোন রকম মান-মর্যাদা। অবলীলাক্রমে একে অন্যের স্ত্রী-কন্যাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। দাসী হিসেবে বিক্রি করে আয় করত বিপুল অর্থ। কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। জুয়ার আসরে লোকেরা থাকত মসগুল। সেখানে অবলীলাক্রমে চলত উলঙ্গ নাচ-গান আর মদ খাওয়া।

আরব দেশের এ যুগকেই ইতিহাসে বলা হয়েছে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'।

সারা আরব দেশ যখন এ রকম পাপকাজে ভরপুর, তখন করুণাময় আল্লাহতালার দয়া হল নিজের বান্দাদের ওপর। ভাবলেন, ভুল পথে এদের আর চলতে দেয়া যায় না। এদের জন্যে হেদায়েতের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

স্থির করলেন, এ সব ভ্রান্ত মানুষকে পাপ পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনা দরকার। সুতরাং, এদের জন্যে একজন নবী বা রাসূল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

www.nagorikpathagar.org

মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘরে মা আমিনার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন একজন শিশু। খুশির আমেজে নেচে উঠল নিখিল বিশ্ব। ইনি আর কেউ নন, পরবর্তী কালে তিনিই হয়েছিলেন ইসলামের মহান প্রবর্তক ও আল্লাহর প্রিয় নবী বা রাসূল—হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। কবির কণ্ঠে সে কথা শোনা যায় এভাবে—

'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ
এল রে দুনিয়ায়,
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস
দেখবি যদি আয় ॥

* * *

নিখিল দরূদ পড়ে লয়ে নাম—
সাল্লাল্লাহু আলাহেস্ সালাম,
জ্বীন-পরী ফেরেশতা সালাম
জানায় নবীর পায় ॥

২

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর একুশতম পূর্ব পুরুষের নাম আদনান। ইনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর। আদনানের পরবর্তী দশম পুরুষের নাম ছিল ফেহের ইবনে মালেক। ইনি ছিলেন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অশেষ সম্মানের পাত্র। সর্বসাধারণের কাছে ইনি 'কুরাইশ' নামেও পরিচিত ছিলেন।

এই 'কুরাইশ' বংশেই খাত্তাবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শিশু ওমর।

কি তার পূর্ব পুরুষদের পরিচয়?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর পেছনের দিকে বংশ তালিকা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, তাঁর পিতা খাত্তাব ছিলেন নুফাইলের পুত্র। নুফাইলের পুরো নাম ছিল নুফাইল ইবনে আল ওয্যা।

www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশ তালিকা

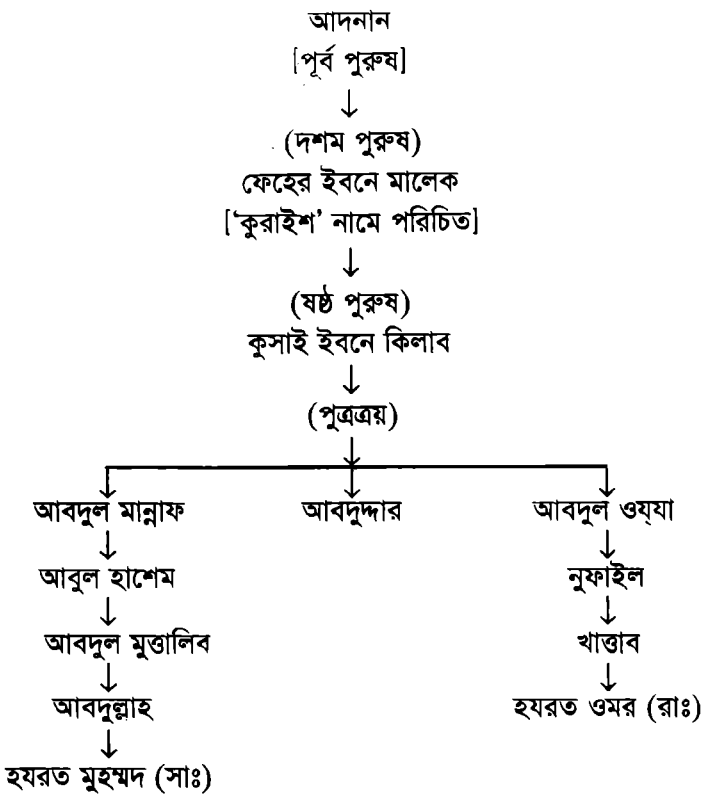

এভাবে হিসেব করলে উর্ধতন অষ্টম পুরুষে গিয়ে আল্লাহর রাসুল মুহম্মদ (সাঃ)-এর বংশ-শাখার সঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশ শাখা গিয়ে মিশে গেছে।

যাইহোক।

ওমর যখন এ পৃথিবীর কোলে নেমে আসেন, তখন নবী করিম মুহম্মদ (সাঃ)-এর বয়স তের বছর। তারপর দিন অতিবাহিত হয়েছে। শিশু ওমর ক্রমে ক্রমে পদার্পণ করেছেন কৈশোরে। একমাত্র 'কুরাইশ' নামের সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য তেমন ঘটনা কিশোর ওমরের জীবনে দেখা যায় না। লেখাপাড়া কিছু শিখেছিলেন। প্রখর ছিল স্মরণশক্তি তাঁর।

একটা প্রচন্ড আকর্ষণ ছিল তাঁর একটা বিষয়ে।

সেটা হল কবিতা।

www.nagorikpathagar.org

কবিতা মুখস্ত করা ছিল কিশোর ওমরের ভীষণ শখ। আর শুধু কি তা-ই? নিজেও কিছু কিছু কবিতা লিখতেন। নিজের লেখা কবিতা মুখস্ত করে শোনাতেন অন্যদেরকে। সবাই বেশ সুনাম করত তাঁর এ জন্যে।

ঃ বাহ্ ওমর, বাহ! ভারি সুন্দর হয়েছে তোমার কবিতা।

আরও দশজনের মুখ থেকে নিজের কবিতার প্রশংসা শুনে তিনি বেশ তৃপ্তি পেতেন।

আরও একটা কাজ এ সময়ে তাঁকে করতে হত।

মক্কার অদূরবর্তী দাজানের মরু-প্রান্তরে উট চরাতে যেতেন তিনি। এটা ছিল সাংসারিক কাজেরই অঙ্গ। 'কুরাইশ' বংশের মত অভিজাত ঘরের কিশোর হলেও এ কাজে তার সংকোচ ছিল না কিছু। কারণ, এ কাজ তখন সবাই করত। এমনকি আল্লাহর নবী মুহম্মদ (সাঃ)-ও ঐ বয়সে সে রকম করে ছিলেন।

কিন্তু এর একটা প্রভাব পড়েছিল তার স্বভাবে-চরিত্রে।

কৈশোরের দিনগুলোতেই ওমর হয়ে উঠেছিলেন রুক্ষ ও কঠোর মেজাজের। মরুভূমির রুক্ষতা ও দুরূহতার পাশাপাশি এ জন্যে অনেকেই পিতা খাত্তাবের আচার-আচরণকেও দায়ী করে থাকেন। খাত্তাব পুত্রকে স্নেহ করত ঠিকই; প্রায়শই বকাঝকা এবং দুর্ব্যবহারও করত।

ওমরের কিশোর বয়সটা মোটামুটিভাবে কেটেছে অনেকটা হেসে-খেলে।

অভাব অনটন সংসারে ছিল না।

খান্দানী বংশের ছেলেদের যা হয়, ওমরের ক্ষেত্রেও হয়েছে ঠিক তাই। খেলাধুলা, কুস্তিগিরী ইত্যাদি কাজে ছিল তার অফুরন্ত সময়। সমবয়সীদের সঙ্গে প্রায়ই কুস্তি লড়তেন। এবং বেশিরভাগ সময়েই হতেন বিজয়ী। এছাড়া তরবারি চালনাতেও যশ পেয়ে গিয়েছিলেন ঐ অল্প বয়সেই।

এর ফলে সাহস, কঠোরতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দয় মনোভঙ্গি ওমরকে পেয়ে বসেছিল—যা ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত সবাইর চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়ত।

অতঃপর এল যৌবনের সোনালী মৌসুমের দিনগুলো।

কুরাইশ বংশের মানুষদের চিরাচরিত পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ওমর বিন খাত্তাবও যথা নিয়মে অবলম্বন করেন একই পেশা। পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে প্রায়ই যাওয়া আসা করেন বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গী হয়ে। অল্পদিনের ভেতরেই সিরিয়া, বসরা, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করে ফেলেন। এতে উন্নতিও হয় অনেকটা তাঁর।

মক্কার কুরাইশ নেতৃবর্গের সাথে ওমর বিন খাত্তাবের নামও যুক্ত হয়।

ওমরের কঠোর ও রাগী স্বভাবের জন্যে অনেকেই তাঁকে সমীহ করে

www.nagorikpathagar.org

চলতে শুরু করে। আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব প্রমুখ বিশিষ্টজনদের সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবকেও হিসেবে গুণতে শুরু করে মক্কাবাসীরা। কুরাইশ দলপতিদের তালিকায় নাম ওঠে তাঁর।

৩

এ সময়কার কথা।

আল্লাহর নবী মুহম্মদ (সাঃ) তখন আল্লাহর তরফ থেকে 'অহী' লাভ করেছেন। স্বয়ং জিব্রাঈল (আঃ) এসে নবীকে জানিয়ে গেছেন—'ইয়া মুহম্মদ। আপনি নিশ্চিত হোন যে, আপনি আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল।' অতঃপর সবাইকে তিনি শোনাতে লাগলেন সত্য ধর্মের কথা।

"সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এ সব তাঁরই সৃষ্টি। আল্লাহ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহর কসম, আপনারা বিশ্বাস করুন আমি আল্লাহর নবী ও রাসূল।"

মক্কার মানুষ তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল ঃ তাহলে কাবা ঘরের লাত, মানাত, উয্যা কে?

রাসুল (সাঃ) উষ্মা প্রকাশ করেন ঃ ওগুলো ফাল্‌তু মাটির ঢেলা মাত্র। দু'একজন ক্ষেপে উঠল—ইয়া মুহম্মদ! আমাদের ভগবানকে আর অপমান করবেন না দয়া করে। এসব কথায় নিশ্চেষ্ট হলেন না রাসুল (সাঃ)। 'ইসলাম' প্রচারের কাজে আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তবে তখন পর্যন্ত গোপনে গোপনে চলছিল ইসলাম প্রচারের কাজ। এভাবে নবীজি (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী তিন বছর অতিক্রান্ত হয়। ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা পৌঁছে গেল চল্লিশে।

এ সময়ে বেশ কিছুদিন অহী আসা বন্ধ থাকে।

আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈলও আসেন না। বড় চিন্তিত হয়ে পড়েন এতে রাসূল (সাঃ)। ভেবে পাননা এর কারণ। একেবারে হতাশ হয়ে ওঠেন।

কী ভাবে তিনি প্রচার করবেন ইসলাম?....

মক্কার মানুষদের কাছে গোপনে গোপনে অনেক তো বলা হল। কই, তেমন সাড়া তো পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকের ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছা থাকলেও মনে মনে কুরাইশ নেতৃবর্গের ভয়-ভীতি রয়েছে দারুণভাবে।

অকস্মাৎ একদিন এলেন আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)।

'ইয়া মুহম্মদ (সাঃ)। আপনি এত হতাশ হয়ে পড়েছেন কেন? আপনি মনে রাখবেন, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি যদি মনে করেন, তাহলে এখন প্রকাশ্যে ইসলাম-এর কথা বলতে পারেন লোকদেরকে। আল্লাহতায়ালার এ রকমই আদেশ।'

www.nagorikpathagar.org

রাসুল (সাঃ) খোদাতায়ালার তরফ থেকে এরূপ আদেশ পেয়ে যারপরনাই খুশি হলেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন বিবি খাদীজা (রাঃ) কে। অতঃপর প্রথমে কুরাইশদের ভেতরই প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মনস্থির করলেন।

একদিন।

রাসূল মুহম্মদ (সাঃ) মক্কার কাছে সাফা পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। মক্কার মানুষেরা মুহম্মদকে এভাবে পাহাড়ের শীর্ষে দেখে খানিকটা বিস্মিত হলেন, কী ব্যাপার? মহানবী (সাঃ) কুরাইশদের আহ্বান জানালেন উদাত্ত কণ্ঠে।

ঃ হে আমার কুরাইশ ভাইয়েরা, আমার কথা শুনুন।

মুহম্মদের উচ্চকণ্ঠ শুনে ধীরে ধীরে কুরাইশরা অনেকেই সমবেত হল। জানতে চাইল—বলুন মুহম্মদ, আপনি কি বলতে চান?

এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আমি যদি এখন বলি যে, এই সাফা পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে শত্রু সেনা মক্কা আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে আছে তবে আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন?

কুরাইশ জনতা প্রায় চিৎকার করেই উত্তর দিল ঃ অবশ্যই। কারণ, আপনি মিথ্যা বলবেন না।আমরা আপনাকে 'আল-আমীন' বলে জানি।....

তখন নবী মুহম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে নসিহত করলেন।

ঃ তাহলে আপনারা এটা বিশ্বাস করুন, আসমান জমীনে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল।

এ কথা শুনে কুরাইশদের অনেকেই রেগেমেগে আগুন।

সমবেত জনমন্ডলীর মধ্যে নবীজির চাচাতো ভাই আবু লাহাবও ছিল। সে-ও অন্যান্য সবাইর সঙ্গে নানা রকম অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল। এতে নবীজী মনক্ষুন্ন হলেন দারুণভাবে।

নবুয়তের ষষ্ঠ বছর চলছে তখন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এ সময় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবা হযরত আরকমের বাড়িতেই বেশি সময় অতিবাহিত করতেন। এখানে বসেই শলা-পরামর্শ, ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা করতেন।

আবু জেহেল এবং ওমর তখন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কুরাইশ নেতা।

নবীজি (সাঃ)-এর নিজ বংশোদ্ভূত হলেও অনেকেই তখন রাসূল (সাঃ)-কে অপদস্ত করতে ছাড়ত না। আবু জেহেল সারা জীবন নবীজিকে অপদস্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। তার রাগ তাই প্রচণ্ড। ওমর সাহসী। তার তরবারির প্রশংসা তখন সারা মক্কায়।

www.nagorikpathagar.org

অথচ, এ দু'জনই ঘোর ইসলাম বিরোধী।

অপরদিকে রাসূল (সাঃ)-এর ইসলামের দাওয়াত পেয়ে কুরাইশ কাফেরদের অনেকেই আকৃষ্ট হতে শুরু করল ইসলামের প্রতি। মুসলমানদের সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল দ্রুত। এমনকি কুরাইশ প্রধানদের পরিবারের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেলেন। অবস্থা তখন রীতিমত বেগতিক। কুরাইশ সর্দাররা বলতে গেলে প্রায় দিশেহারা। ভেবে ভেবে তারা অস্থির, এ অবস্থা কি ভাবে ঠেকানো যায়?

নানা ফন্দি-ফিকিরের কথা ভাবা হল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাফের কুরাইশদের কথা কেউ কানে তুলল না। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ওপর নানা জুলুম-নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে কেউই রাজি হল না। এতে কুরাইশরা আরও ক্ষেপে গেল। অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা দিল আরও বাড়িয়ে।

এবার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

নবীজি মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার কারণে বারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা সাহাবীকে পৈতৃক আবাসভূমি ছেড়ে হাবশা চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ সংবাদ যথারীতি কাফের কুরাইশদের কানে গেল। আবু জেহেল,আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, ওমর বিন খাত্তাব প্রমুখ জ্বলে উঠল তেলে-বেগুনে।

ভাবল ঃ দিনে দিনে দেখছি, খুবই বেয়ারা হয়ে উঠেছে আবু তালিবের ভাতিজা মুহম্মদ! কি করা যায় এখন? লোভ-লালসা, ভয়ভীতি প্রদর্শন-সবই তো করা হল, কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না মুহম্মদকে। আবার এ রকম চলতে দেওয়াও যায় না অচিরেই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ইসলাম কে আর কোন রকমে জব্দ করা যাবে না।

৪

চাচা আবু তালিব মারা গেলেন এ সময়ে।

কুরাইশ সর্দাররা এতদিন আবু তালিবকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। এখন তার অনুপস্থিতি চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে তাদের সামনে।

পরামর্শ সভা বসল।

ঃ এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না কিছুতেই। দুনিয়া থেকে মুহম্মদকে সরিয়ে ফেলতে না পারলে ইসলামকেও ঠেকানো যাবে না।

এ উদ্দেশ্যে আবু জেহেল এবং ওমর উভয়েই গ্রহণ করল কঠোর ভূমিকা।

অন্যদিকে এদের হিদায়েতের জন্য নবীজি (সাঃ)-এর হৃদয়-মন আকুল হয়ে উঠল। ওদের হৃদয় কি পাষাণ-প্রস্তরে তৈরি?

www.nagorikpathagar.org

কতজনই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজের বংশের এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়েও ওদের কি এতটুকু মন গললো না?

তওহীদের দাওয়াত কি এতটুকু স্পর্শ করল না ওদের অন্তরকে?

একদিন তাই রাসূল (সাঃ) আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন।

ঃ 'হে আমার পরোয়ারদেগার। তোমার ইসলামের দাওয়াত তো আমি নিরলসভাবে দিয়ে চলেছি। অনেকে ঐ দাওয়াত গ্রহণও করেছেন। কিন্তু দোর্দন্ড প্রতাপশালী দুই কুরাইশ নেতা আবু জেহেল এবং ওমর তো এখনও ইসলামের ঘোর শত্রু। কি জানি সর্বনাশ ওরা করে বসে! তাই তোমার কাছে আরজি জানাচ্ছি প্রভু, আবু জেহেল এবং ওমর—এ দু'জনের ভেতর যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে তুমি ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করো।'

এ ঘটনার পরের কথা।

নবুয়তের পরবর্তী সপ্তম বছর। কুরাইশ সর্দারদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে।

মুহম্মদকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে। আবু জেহেল ইতোমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, মুহম্মদ (সাঃ)-এর মাথা যে কেটে আনতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে।

শৌর্যে বীর্যে যথেষ্ট খ্যাতিমান ওমর এ কাজ সম্পন্ন করার শপথ ব্যক্ত করল তুমুল করতালির ভেতর।

লোকজন বলাবলি শুরু করল, এবার আর মুহম্মদের নিস্তার নেই। ওমরের মত মহাবীর যখন প্রতিজ্ঞা করেছে তখন অনেকে সেটা বিশ্বাসও করল।

কিন্তু কী আশ্চর্য!....

ওমরের মনেও একটু আধটু করে ইসলামের অমৃতবাণী সে সময় কেমন যেন নেশার মত কাজ শুরু করে দিয়েছিল। একদিন কাবা ঘরে নামাজরত অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর কণ্ঠে সূরা 'আল-হাক্কা'-র পাঠ শুনে ওমরের মন ক্ষণিকের জন্যে দুলে ওঠে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আবু জেহেলের কাছে গেলে আবার সবকিছু আগের মতই হয়ে যায়। ইসলামের বিরোধিতায় আবার সে মত্ত হয়ে ওঠে।

কুরাইশ সর্দারদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেদিন খোলা তরবারি হাতে ছুটে চলেছে ওমর। কে রুখবে তাকে? কার এত সাহস আছে বুকে? পথ চলতে চলতেই হুঙ্কার ছাড়ছে ওমর।

ঃ কোথায় মুহম্মদ? কোথায় সে? আমাকে তার খোঁজ দাও। উয্যার কসম, আজ তার শেষ দিন।

পথে এক লোকের সঙ্গে দেখা।

ঃ এত হুঙ্কার কেন, ওমর?

www.nagorikpathagar.org

রুক্ষ কণ্ঠ ওমরের—শুনতে পাচ্ছ না আমি কি বলছি?

মোলায়েম কণ্ঠ এবার ঐ পথিকের।

ঃ হ্যাঁ, পাচ্ছি। তুমি মুহম্মদ (সাঃ)-কে বধ করতে চলেছ, এই তো?

কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল ওমর—ঠিক ধরেছ। তুমি জান, মুহম্মদ কোথায়?

পথিক এবার শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলল ওমরকে—আমি জানি না। তবে একটা কথা.... ওমর অধৈর্য হয়ে ওঠে।

ঃ কি কথা তাড়াতাড়ি বলো। আমার যে আর তর সইছে না।

এবার অত্যন্ত গম্ভীর গলা পথিকের।

ঃ আগে তোমার নিজের খবর নাও, তারপর মুহম্মদকে হত্যা করো।

থমকে গেল ওমর। মুহূর্তে চমকে উঠল।

ঃ কি বললে?

পথিকের কণ্ঠস্বর আরও শান্ত।

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। তোমার বোন ফাতিমা আর ভগ্নিপতী সাঈদ 'ইসলাম' কবুল করেছে। ওদের কাছে যাও, ওরা মুহম্মদের সন্ধান হয়তো দিতে পারবে।

একটা প্রচণ্ড অন্তর্জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওমর।

কি, এত বড় দুঃসাহস?

ফাতিমা আর সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে? আর আমি এখনো দুনিয়ায় বেঁচে আছি? আজ ওদের এক দিন, কি আমার একদিন।

ক্ষিপ্ত ওমর উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে এবার ছুটল ফাতিমার বাড়ির দিকে।

যতটা সম্ভব দ্রুত গিয়ে উপস্থিত হল। তখন সন্ধ্যেবেলা।

অন্দর বাড়ির দরোজা তখন ভেতর থেকে ছিল বন্ধ। ওমর বার কয়েক কড়া নাড়ল। ডাকল—কে আছিস্ ভেতরে? ফাতিমা, দরোজা খোল—ফাতিমা।

ফাতিমা ও সাঈদ তখন দরোজা বন্ধ করে পবিত্র কোরানের আয়াত পড়ছিল।

বাইরে ভাই ওমরের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে ভয়ে চুপসে গেল ফাতিমা। সাঈদও। এবার কী কাণ্ডই না যেন ঘটে!

রাগান্বিত ওমর আবারও ডাকল—কি হল ফাতিমা? দরোজা খুলছ না কেন? গুন্ গুন্ করে তোমরা কি পড়ছ?

এবারও কোন উত্তর দিল না ফাতিমা।

কোরান পাঠের কথা শুনলে রাগী ভাই ওমর আর আস্ত রাখবে না। অতএব দু'জনে বুদ্ধি করে আয়াতের কাগজটা লুকিয়ে ফেললো।

আবারও কড়া নাড়ার শব্দ হল।

www.nagorikpathagar.org

চিৎকার করে বলে উঠল ওমর—দরোজা খোল বলছি ফাতিমা। নইলে আমি দরোজা ভেঙে ফেলব। ফাতিমা উঠে গিয়ে দরোজা খুলে দিল।

দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকেই সাঈদকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে দিল ওমর। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। রেহাই পেল না সে-ও। ক্রুদ্ধ ওমর চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল—উয্যার কসম, আজ তোমাদের দু'জনকে আমি শেষ করে দেব।

ফাতিমা এবার মুখ খুলল।

ঃ আল্লাহর ইচ্ছে না হলে তেমন সাধ্য আপনার নেই।

রেগেমেগে আগুন ওমর।

ঃ আল্লাহ! আল্লাহ আবার কে?

সাঈদ আস্তে আস্তে উত্তর দিল—ভাইজান, দুনিয়ার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা তিনি 'রাব্বুল আলামীন'।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওমর।

ঃ ওহ্, এই কথা! দেখি তোদের আল্লাহ কী করে আমার হাত থেকে আজ তোদের রক্ষা করে। এই বলে আরেকদফা পেটাতে শুরু করে বোন ফাতিমা ও সাঈদকে। খিস্তি-খেউড় করতে থাকে মুখে।

ঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছ তোমরা, না? এবার মজা দেখাচ্ছি।

ফাতিমার সারা দেহ ততক্ষণে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। পাশে সাঈদ অর্ধ-চেতন। যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাতর গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওমরের বুকে দয়ামায়া নেই। হঠাৎ মুখ ফসকে একটা প্রশ্ন বের হয়ে এল তার।

ঃ আচ্ছা ফাতিমা, আমি বাইরে থেকে শুনছিলাম কি যেন একটা পড়ছিলে তোমরা। কি ওটা?

নরম কণ্ঠ ফাতিমার।

ঃ ওটা কোরানের একটা আয়াত, ভাইজান।

ওমরের মন সহসা কেমন একটু দয়ার্দ্র হয়ে ওঠে।

ঃ আমাকে একটু শোনাও তো দেখি।

ফাতিমা কোরানের সূরা 'তাহা'র অংশটুকু ওমরের সামনে মেলে ধরল। ওমর পাঠ করতে লাগল "একমাত্র আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। কাজেই, তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ পড়ো।"

এ পর্যন্ত পাঠ করে ওমর আর স্থির থাকতে পারল না। তার মনে হঠাৎ এক বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে গেল। অনাস্বাদিতপূর্ব একটা ব্যাকুলতা ওমরের চিত্তকে উথাল-পাথাল করে দিতে থাকল। ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করল—ফাতিমা, শীগ্‌গীর করে বলো মুহম্মদ (সাঃ) কোথায়?

www.nagorikpathagar.org

ওমরের এরূপ প্রশ্ন ফাতিমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

ভাই ওমরকে সে ভাল করেই চেনে ও জানে। হয়তোবা এক্ষুণি গিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হবে। এ রকম কেলেঙ্কারির কথা সে ভাবতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের হাতে....

সাঈদ আশ্বস্ত করে ফাতিমাকে।

ঃ ও রকম ভাবছ কেন, ফাতিমা?

ফাতিমার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন।

ঃ আমার ভীষণ ভয় করছে। ভাইজান যেমন গোঁয়ার, তেমনি সাহসী। তার হাতে যে কোন কিছুই ঘটতে পারে।

সাঈদ সান্ত্বনা দেয় স্ত্রী ফাতিমাকে।

ঃ তা হয়তো পারে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর প্রিয় নবী। তাঁর ভার দুনিয়ার কারও ওপর নেই। স্বয়ং আল্লাহ-ই তাঁকে দেখবেন। তাঁর হুকুম না হলে ওমরের সাধ্য নেই ও রকম দুষ্কর্ম ঘটাবার।

এবার শান্ত হয় ফাতিমা।

ভাই ওমরের প্রশ্নের জবাব দেয়—ভাইজান, আমি জানি না আপনার অন্তরে কি আছে। তবে, এটুকু জানি তাঁর তিল পরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা আপনার নেই।

ওমর শান্ত হয়ে গেল এতক্ষণে। নরম কণ্ঠে এবার বলল—বোন ফাতিমা, তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই। আমার মনটা মুহম্মদ (সাঃ)-কে দেখার জন্যে বড়ই কাঙাল হয়ে উঠেছে। এর কারণও আমি জানি না। আমার মোটেও তর সইছে না। জানা থাকলে বলো, তিনি এখন কোথায় আছেন?

পুরোপুরি না হলেও ফাতিমা ও সাঈদ অনেকটা আশ্বস্ত হল। মানুষের মনের ভাবান্তর হতে কতক্ষণ লাগে! আল্লাহর ইচ্ছে হলে ওমরের হৃদয়েও তাঁর হিদায়েত কায়েম হতে পারে। সাঈদ এবার কথা বলল—ভাইজান, তিনি এখন কোথায় ঠিক আমাদের জানা নেই। তবে এ সময়ে প্রায়ই হযরত আরকম (রাঃ)-এর বাড়িতে থাকেন।

অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় ওমরের কণ্ঠ থেকে।

ঃ সাফার নিচে, তাই না?

ফাতিমা বললেন ঃ জ্বী, ঠিক তাই।

ওমর আর দেরি করল না। যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই খোলা তরবারি হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। ফাতিমা ও সাঈদের বুক তখনো দুরুদুরু করে কাঁপছে।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এল ওমর।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আরকম (রাঃ)-এর বাড়িতে তখন আরও কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে নবীজি (সাঃ) ধর্ম নিয়ে নানা আলোচনায় মশগুল। হঠাৎ সেখানে ওমরের এরূপ মূর্তিতে আবির্ভাব সবাইকে ক্ষণকালের জন্যে চিন্তিত করে তুলল। অনেক সাহাবী রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

নবীজি কিন্তু নিঃশঙ্ক ও নির্ভয়।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী ব্যাপার ওমর? তুমি হঠাৎ এখানে, এই বেশে?

ওমর বিন খাত্তাব আর কোন প্রশ্ন করতে সুযোগই দিলেন না রাসূল (সাঃ)-কে। হাতের খোলা তরবারি তাঁর পায়ের নিচে রাখলেন। কণ্ঠের যত শক্তি আছে সব ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'।

অন্যরা সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ "আল্লাহু আকবর"।

এ সংবাদ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সারা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। ইত্যবসরে হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-ও ইসলামের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুই মহা বীরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনোবল গেল বেড়ে। অন্যদিকে কাফেররা হল দারুণভাবে মর্মাহত।

৫

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলামের পতাকাতলে আগমনে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত খুশি হলেন। আল্লাহ তাঁর মোনাজাত কবুল করায় তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঃ 'হে আমার আল্লাহ। তুমি অতীব মেহেরবান, তোমার দয়ার অন্ত নেই। আমার মোনাজাত কবুল করে তুমি আমাকে যেমন অনুগৃহীত করেছ, তেমনি তোমারই ধর্ম 'ইসলাম' প্রচারের কাজে এটা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।'

বাস্তবেও ঘটেছে সে রকমই।

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের গতি এখন এগিয়ে যেতে থাকে তরতর করে।

একদিন।

রাসূল (সাঃ) অন্যান্য সাহাবাদের নিয়ে নানা আলাপচারিতায় রত।

কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন হযরত ওমর (রাঃ)। তিনিও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে এরপর হযরত ওমর রাসূল (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্ন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল। কা'বা আল্লাহর ঘর। ঠিক কি না?

নবীজি এ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তবু বললেন ঃ অবশ্যই এটা আল্লাহর ঘর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে এ ঘর তৈরি করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু মন থেকে খটকা যায় না রাসূল (সাঃ)-এর।

ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে এ রকম কথাবার্তার তাৎপর্য কি?

কিছুতেই এর কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না মহানবী (সাঃ)। প্রশ্ন করলেন ওমর (রাঃ)-কে।

ঃ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করছ কেন ওমর বিন খাত্তাব?

খুব স্পষ্ট জবাব ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ হে আমার প্রিয় নবী (সাঃ)। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, কা'বা যদি আল্লাহর ঘর হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানেরা কেন সেখানে গোপনে নামাজ-আদায় করে?

নবীজি হযরত ওমর (রাঃ)-এর মুখে এরূপ কথা শুনে চমকে উঠলেন। তবে আনন্দিতও মনে মনে। বললেন ঃ কি করতে চাও তাহলে ওমর (রাঃ)?

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন এবার ওমর ইবনে খাত্তাব।

ঃ আমরা এখন থেকে প্রকাশ্যে কা'বায় নামাজ আদায় করব।

হযরত হামজা (রাঃ)-ও তখন সেখানে এসে উপস্থিত। আলোচনার বিষয়বস্তু শুনলেন।

ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যকে সমর্থনও করলেন তিনি। অন্য সাহাবারাও একমত হলেন। সেই থেকে মুসলমানেরা কা'বা ঘরে প্রকাশ্যে শুরু করল নামাজ আদায় করা। কাফেররা এতে একাধারে ক্ষুব্ধ ও মনমরা হয়ে পড়ল।

এরপর থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার যেমন দ্রুত বাড়তে লাগল, তেমনি বেড়ে যেতে থাকল মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও।

ভাবনায় পড়ে গেলেন নবী মুহম্মদ (সাঃ)।

কী করা যায় এখন?

ইসলামের অনুসারীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে যারপরনাই অস্থির হলেন তিনি।

এমনই এক সময়ে আবির্ভূত হলেন আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)।

ঃ হে আল্লাহর নবী। আপনার প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে একটি নির্দেশ নিয়ে এসেছি।

নবীজি জানতে চাইলেন—কি সে নির্দেশ?

ঃ আপনি আপনার সাহাবাদের থেকে নির্বাচিত কয়েকজনকে হিজরত করার অনুমতি দিতে পারেন।

আল্লাহর এরূপ নির্দেশ পাওয়ার পর নবীজির মনে আর কোন দ্বিধা থাকল না।

পরিস্থিতি অনুমান করে তিনি মুসলমানদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করাই অধিকতর উত্তম ও নিরাপদ মনে করলেন। বিশেষত সেখানকার কিছু

www.nagorikpathagar.org

লোক ইতোমধ্যে ইসলামও গ্রহণ করে ছিলেন। এর দরুণ মদীনায় ইসলামের প্রচার প্রসারও ঘটবে বলে নবীজি মনে করলেন।

নানা দিক চিন্তা-ভাবনা করে মহানবী (সাঃ) মক্কার মুসলমানদের পর্যায়ক্রমে এবং গোপনে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন।

এর যথার্থ একটা কারণও ছিল।

মুসলমানরা সর্বসমক্ষে হিজরত শুরু করলে কাফেররা রুষ্ট হতে পারে। এমনকি বাঁধাও দিতে পারে। কাজেই রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই কাজ শুরু হল। সর্বপ্রথম গেলেন আবু সালামা ইবনে আযহাল (রাঃ)। এরপর হযরত বেলাল (রাঃ)। আরও পরে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-ও এক সময় হিজরত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমিও মদীনায় যেতে চাই। তবে.....

ওমর (রাঃ)-এর অসমাপ্ত বাক্যের সূত্র ধরেই নবীজি জিজ্ঞেস করলেন—তবে কি?

ঃ তবে মক্কার কাফেরদের ভয়ে নয়, মদীনায় ইসলাম প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার জন্যে।

এ রকম উত্তর শুনে খুশি হলেন নবীজি (সাঃ)।

সম্মতিও জানালেন—ঠিক আছে।

হযরত ওমর (রাঃ) এবার উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নবী মুহম্মদ (সাঃ) জানতে চাইলেন—কি ব্যাপার, ওমর? তুমি কি আরও কিছু বলতে চাও?

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ হে আমার রাসূল (সাঃ)। আপনি আমাকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন সে জন্যে আমি আনন্দিত। আল্লাহর শোকর আদায় করছি। তবে আমার একটা আরজি আছে।.....

জিজ্ঞাসূনেত্রে ওমর (রাঃ)-এর দিকে এবার তাকালেন রাসূল (সাঃ)।

ঃ কি সেটা?

এবার আরও শান্ত গলা ওমর বিন খাত্তাবের।

ঃ আমি গোপনে হিজরত করতে চাই না।

রাসূল (সাঃ) হেসে ফেললেন।

ঃ অবশ্যই। তুমি হলে মক্কার বীর শার্দূল, তোমার যেমন ইচ্ছে সে ভাবেই তুমি যাবে।

হিজরতের দিনক্ষণ উপস্থিত।

হযরত ওমর (রাঃ) প্রস্তুতি নিলেন যথারীতি।

www.nagorikpathagar.org

তারপর একখানা তরবারি ঝুলিয়ে নিলেন গলায়। হাতে তীর-ধনুক। সর্বপ্রথম গেলেন কা'বা ঘরে। একান্ত নিশ্চিন্ত মনে ও পরম শান্তভাবে তাওয়াফ করলেন কা'বা ঘর। এরপর ভেতরে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করলেন।

ওমরের এরূপ কাজকর্ম দেখে মক্কার কাফেররা বিস্মিত এবং বাকরুদ্ধ।

ব্যাপার কি?

এর কিছুক্ষণ পরই উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা করলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ কুরাইশ কাফেররা, শোন মন দিয়ে। আমি হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছি একটু পরেই। যদি তোমরা কেউ নিজের জননীকে পুত্রশোকে কাঁদাতে চাও, স্ত্রীদেরকে বিধবা বানাতে চাও কিংবা এতিম বানাতে চাও সন্তান-সন্ততিদেরকে, তাহলে আমার সামনে শুধু সেই ব্যক্তি আসতে পার—আমাকে থামাবার চেষ্টা করে দেখতে পার।

কিন্তু কি আশ্চর্য।....

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এরূপ ঘোষণা অনেকেরই কানে গেল। কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ্য করল না। বাঁধা দেয়া তো দূরে থাক, প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও হল না কারও।

অতঃপর মক্কা থেকে বের হলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

আগের কথা মত সঙ্গী হলেন আশআস ইবনে রাবিআ। দু'জনে একত্রে কুফা পর্যন্ত এলেনও। পরে আশআস আবার মক্কায় ফিরে গেলেন মা-কে নিয়ে আসার জন্যে। সেখানে ধরা পড়েন কুরাইশ-কাফেরদের হাতে। বন্দী অবস্থায় তিনি নিহত হন।

এদিকে হযরত ওমর (রাঃ) অগত্যা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। চলতে চলতে এক সময় মদীনার তিন মাইল দূরবর্তী কোবায় এসে উপস্থিত হন। এখানেই রাফা ইবনে আবদুল মুনজিরের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন অতিথি হিসেবে।

এরও কিছুকাল পরের কথা।

স্বয়ং মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। পথিমধ্যে নবীজি (সাঃ)-ও কোবায় এসে অবস্থান করেন তিন দিন। রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ শুক্রবার নবীজি (সাঃ) এখানে জু'ম্মার নামাজও আদায় করেন। পরে মদীনায় প্রবেশ করেন।

রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে আসার পরে সেখানকার মুহাজির মুসলমান ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় পরস্পরের ভেতর। মুহাজিরদের অনেককেই মদীনার মুসলমানেরা ধর্মভাই হিসেবে গ্রহণ করেন,

www.nagorikpathagar.org

অর্থ-সম্পত্তিও দান করেন। এ ব্যবস্থার সূত্রে মদীনার বনী সলিম গোত্রের নেতা ওতবান ইবনে মালিক হযরত ওমর (রাঃ)-এর ধর্মভাই হয়ে গেলেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন 'কোবা'তেই।

আরও কয়েকজন মুহাজির মুসলমান তাঁর সঙ্গী হলেন সেখানে। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-কে না দেখে তাঁর পক্ষে দিন কাটানো অসম্ভব মনে হতে থাকল। তাই নিয়মিতভাবে তিনি একদিন পরপর মদীনায় গিয়ে নবীজি (সাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে আসতে থাকেন। দিন কেটে যেতে শুরু করে এভাবে।

নবীজি (সাঃ) মদীনায় আসার পর ইসলামকে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠার যেমন প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেন, তেমনি ধর্মীয় নানা বিধি-বিধানও কড়াভাবে প্রয়োগের দিকে মন দিলেন। সাহাবারাও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ, ইসলামের রাষ্ট্র-ভিত্তি স্থাপনে নানাবিধ কার্যকলাপে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না।

মোটকথা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এ সময়ে যে সব নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল তার প্রত্যেকটির ব্যাপারেই যাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ— তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) নিঃসন্দেহে ছিলেন অন্যতম।

৬

মক্কার কুরাইশ সর্দাররা রেগে মেগে আগুন।

নানা ফন্দি-ফিকির করেও মুসলমানদের আটকানো গেল না। একে একে প্রায় সব মুসলমানই হিজরত করে চলে গেছেন মদীনায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ স্বয়ং নবী করিম (সাঃ) পর্যন্ত।

এখন কী করা যায়?

নতুন ভাবনা পেয়ে বসল কুরাইশ কাফেরদের।

মুসলমানেরা যদি মদীনায় শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করা আর সম্ভব হবে না কিছুতেই।

অতএব ধাক্কা দিতে হবে তার আগেই।

কিন্তু কী ভাবে?

মুসলমান শক্তি মদীনায় সুসংহত হওয়ার আগেই মদীনা আক্রমণ করতে হবে।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। সেভাবেই শুরু হল প্রস্তুতি।

এ সংবাদ এসে পৌঁছল মদীনায়।

নবী (সাঃ) বিশিষ্ট সাহাবাদের ডাকলেন। বসলো পরামর্শ সভা।

মদীনায় আসার পর তখনো পর্যন্ত মুসলমানেরা ছিল অনেকটা অসংগঠিত। সংখ্যার দিক থেকেও নগণ্য। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন

www.nagorikpathagar.org

নবীজি (সাঃ)-এর। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর দৃপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল—না। মক্কার কুরাইশ কাফেররা এ যুদ্ধ যখন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, তখন আমরাও তার মোকাবেলা করব।

নবীজি (সাঃ) এরূপ দৃঢ় মনোভাবের খুবই প্রশংসা করলেন।

ঃ ওমর বিন খাত্তাব ঠিকই বলেছে। আমরা এ যুদ্ধ চাইনি, কিন্তু মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শত্রুরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। মদীনা যদি তারা আক্রমণ করে, তাহলে আমাদেরকে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে। কারণ, এখন থেকে সবাইকে জেনে রাখতে হবে যে 'ইসলাম' শুধু প্রচার সর্বস্ব ধর্ম নয়—এর রাজনৈতিক ভিত্তিকেও সুদৃঢ় করা চাই। মদীনার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ইসামের ধর্মীয় বিধানের অপরিহার্য অঙ্গ।

সুতরাং, কুরাইশদের বিরুদ্ধে মদীনার মুসলমানদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিও চলতে থাকল।

এল হিজরী দ্বিতীয় সাল।

মক্কার কুরাইশরা প্রায় এক হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দিল মদীনা অভিমুখে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন শ' তের জন। স্বয়ং নবী করিম (সাঃ) সেনাধ্যক্ষ। তাঁর ডান হাত হিসেবে রয়েছেন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)। অন্যান্য বীর সাহাবারাও আছেন সঙ্গে।

মদীনা থেকে রওয়ানা দিল মুসলিম বাহিনী।

ইতোমধ্যে কুরাইশ সৈন্যদল বদরের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে। মদীনা থেকে মাত্র ছয় মঞ্জিল দূরে এই বদর প্রান্তরে তার মুখোমুখি হল মুসলিম সেনাবাহিনী।

বিশাল শত্রুবাহিনী দেখে অনেকেই চিন্তিত হলেন।

আল্লাহর নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পরম দয়ালু খোদাতায়ালার দরবারে হাত ওঠালেন।

ঃ 'ওগো দয়াময়। তোমার করুণার শেষ নেই। আজ আমি তোমার নামে মাত্র অল্পসংখ্যক মুসলমানদের নিয়ে এখানে এসেছি। তুমি যদি এঁদের রক্ষা না করো, তবে এ দুনিয়ায় তোমার ধর্ম প্রচার ও প্রসারের আর কে থাকবে?'

মোনাজাত শেষ করলেন নবীজি (সাঃ)।

এরপরই শুরু হল যুদ্ধ।

হযরত ওমর (রাঃ) নেমে পড়লেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। দেখলেন, অনেক বে-দ্বীন আত্মীয়স্বজন তাঁরই সামনে। স্বয়ং মামা আশআস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাহ উপস্থিত কুরাইশ বাহিনীর নেতা হিসেবে। কিন্তু কিছুতেই মন টললো না তাঁর।

www.nagorikpathagar.org

মহাবিক্রমে চালিয়ে গেলেন যুদ্ধ। মামা আশআস নিহত হল স্বয়ং ওমর (রাঃ)-এর হাতে। অন্যান্য অনেক আত্মীয় কাফের হল তাঁরই হাতে জখম।

শুধু কি তাই?....

বদর যুদ্ধে কাফের কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের পর বন্দীদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নিয়ে আলোচনার জন্য বসলো পরামর্শ সভা।

এখানেও কঠোর ও দৃঢ় মনোভাব দেখালেন হযরত ওমর (রাঃ)।

হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রস্তাব করলেন ঃ বন্দীরা বিধর্মী বটে, কিন্তু প্রায় সবাই আমাদের আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং কিছু মুক্তিপণের বিনিময়ে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে খারাপ হয় না।

রাসূল (সাঃ) এবার জানতে চাইলেন হযরত ওমরের মন্তব্য।

ঃ তোমার কিছু অভিমত আছে কি, ওমর?

ওমর উঠে দাঁড়ালেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতামত খন্ডন করে বললেন—আমি মাননীয় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে একমত নই। কারণ এখানে যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হল বদর যুদ্ধের বন্দী সত্তরজন কাফেরদের ভবিষ্যত সম্পর্কে। তাই না?

উপস্থিত সাহাবারা সমস্বরে বলে উঠলেন—অবশ্যই।

এবার দৃঢ় কণ্ঠ হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ সুতরাং বিষয়টা ইসলাম এবং কাফের ও মুশরিকদের। এখানে আগের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের কথা উঠতেই পারে না। বরং কোন রকম সহানুভূতি না দেখিয়ে তাদের হত্যা করে ফেলা উচিত।

শেষ পর্যন্ত নবীজি (সাঃ) অবশ্য নরম পথই গ্রহণ করলেন।

তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাহাবীদের বোঝালেন। ইসলাম ধর্মে সহনশীলতার স্থান সম্পর্কে নসিহত করলেন। মুক্তিপণ আদায় করে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার পক্ষে দিলেন নিজের মতামত।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভিমত থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং ইসলামের প্রতি কতটা গভীর ছিল তার অনুরাগ ও ভক্তি।

৭

বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল মক্কার কুরাইশ-কাফেররা।

কিন্তু রাগ দূর হল না।

এর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তখন প্রতিটি কাফেরের চিত্তে আগুনের মত জ্বলতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

মক্কায় আবার বেজে ওঠে রণ-দামামা।

তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যায়।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই বিশাল বাহিনী মদীনার কাছে এসে উপস্থিত হয়। আবু সুফিয়ান পুরো সেনাদলকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগের নেতৃত্ব দান করে আকরামা ইবনে আবু জেহেলের ওপর। অন্য ভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় খালিদ বিন ওয়ালিদকে (এ সময় পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)।

যথা সময়ে এ সংবাদ পেলেন নবী (সাঃ)।

আবারও বসলো পরামর্শ সভা। আবারও সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা।

নাহ্, কাফের কুরাইশদের কোন ছাড় দেয়া যাবে না। হবেও না।

সুতরাং, সাত শ' মুসলিম সৈন্য নিয়ে রাসূল (সাঃ) মদীনা থেকে বের হয়ে পড়েন।

'ওহুদ' পাহাড়ের পাদদেশে মুখোমুখি হল দুই শত্রু বাহিনী।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই মুসলিম সেনাদল দারুণভাবে যুদ্ধ শুরু করে দেন। শত্রু-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘটনা ঘটে গেল। যুদ্ধ যখন মুসলমানদের অনুকূলে, ঠিক তখনি শত্রুদের পরিত্যক্ত মালামাল লুণ্ঠনের দিকে মন দিল কিছু মুসলমানেরা। এই সুযোগ গ্রহণ করে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে শত্রু-বাহিনী। গুজব রটিয়ে দেয় নবী মুহম্মদ (সাঃ) শহীদ হয়ে গিয়েছেন।

এর ফলে, মুসলিম সেনাদলের ভেতর আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ সময়কার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমগ্র রণ ক্ষেত্রে নবী (সাঃ)-এর শাহাদত বরণের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। যুদ্ধ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় কেউ কেউ। এ সংবাদ শুনে হযরত ওমর (রাঃ) আরও অন্যান্য কয়েকজন সেনাপতি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

নবী করিম (সাঃ)-এর কাছ থেকে ওঁরা সে সময় অনেকটাই দূরে অবস্থান করছিলেন।

কাজেই আসল ব্যাপারটা ঠিক বোঝা সম্ভব ছিল না। খবরের সত্যাসত্য বিবেচনারও সময় ছিল না তখন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ নিজে নিজেই ভাবলেন।

তারপর হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত আনাস ইবনে নজর (রাঃ)-এর সঙ্গে আলাপ করলেন এ বিষয়ে। অতঃপর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'হে মুসলমান সৈনিক ভাইয়েরা। আমরা জানিনা রাসূল (সাঃ)-এর শাহাদত বরণের ঘটনা কতখানি সত্যি। যদি সত্যিও হয়, তাহলেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'

www.nagorikpathagar.org

এরূপ দৃপ্ত ঘোষণা শুনে মুসলমান সৈনিকেরা সাহস ফিরে পেল।

নতুন উদ্যমে শুরু হল যুদ্ধ।

এ সময়েই জানা গেল, রাসূল (সাঃ)-এর শাহাদত বরণের ঘটনাটি মিথ্যা। নবী করিম (সাঃ) জীবিত আছেন। সংবাদ পেয়েই হযরত ওমর (রাঃ) অন্য আরও কয়েকজন বীর সাহাবাকে নিয়ে ছুটে এলেন। নবীজি (সাঃ)-এর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন।

এ সময়কার ঘটনা।

খালিদ বিন ওয়ালিদ কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ছুটে এল নবীজির দিকে। উদ্দেশ্য অসৎ—নবীজিকে হত্যা করা। হযরত ওমর (রাঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নিজে খালিদ ও তার সহকারীদের রণাঙ্গনের অনেকখানি ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। ওহুদের যুদ্ধে তার এ বীরত্ব, সাহসিকতা আর যুদ্ধ কৌশল ছিল বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্বয়ং রাসূল (সাঃ) পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে হযরত ওমরের ভূমিকার প্রশংসা করেন। ফলে দু'য়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে।

যদিও এ কথা সত্যি যে, প্রত্যেক উম্মতের সঙ্গেই নবীজি (সাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল আত্মীয়ের মত; তথাপি হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর বিশেষ একটা দুর্বলতা হয়তো ছিল। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে একদা যে মোনাজাত করেছিলেন রাসূল (সাঃ), এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম কবুলের বিষয়টাকে রাসূল (সাঃ) কখনো খাটো করে দেখেন নি।

হযরত ওমর (রাঃ)—যতদিন নবী করিম (সাঃ) বেঁচেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ছিলেন তাঁর প্রধান সাহাবী ও ভক্ত। নবীগত প্রাণ বলতে যা বোঝায়, হযরত ওমর ছিলেন তা-ই।

নবীজির ইন্তেকাল-সময়ের একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর বাতাসের আগে আগে সারা মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। বেদনায় ভারাক্রান্ত হল মদীনার বায়ুমন্ডল। কান্নায় ভেঙে পড়ল আকাশের মেঘমালা। হু-হু করে ক্রন্দন ধ্বনি উঠল উষ্ণ মরু প্রান্তরে। গাছ-পালা, লতা-গুল্ম আন্দোলিত হল বেদনার মূর্ছনায়। দলে দলে সাহাবীরা ছুটে এলেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) রুখে দাঁড়ালেন।

ঃ না, আমি বিশ্বাস করি না। নবীজি (সাঃ) মরতে পারেন না।

হাতে তাঁর উন্মুক্ত তরবারি। চোখ রক্তবর্ণ। প্রচণ্ড উগ্রতা তখন তার সমস্ত দেহ জুড়ে। কর্কশ তাঁর কণ্ঠস্বর।

ঃ আর কেউ যদি রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের কথা উচ্চারণ করে তা হলে তার জন্যে রইল আমার এ তলোয়ার।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এরূপ অগ্নিমূর্তি দেখে সবাই স্তম্ভিত।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মদীনার বাইরে ছিলেন।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। এসেই গেলেন কন্যা আয়েশার ঘরে। দেখলেন সাদা চাদরে আচ্ছাদিত মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র দেহখানা। একবার চাদর সরিয়ে দেখলেন নিজে। বুঝতে পারলেন, সব শেষ। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। লোকজন ছুটে এল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে।

কি খবর?

তক্ষুণি কোন উত্তর দিলেন না তিনি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) গেলেন 'মসজিদে নববী'তে। সেখানে ক্রন্দনরত হাজার মানুষের জটলা। হযরত ওমর (রাঃ) তখনও অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জানেন ভাল করেই ওমরকে। তাঁকে তাই এড়িয়ে মসজিদের অন্য এক কোণায় গিয়ে নিজের স্বভাবসুলভ নম্র অথচ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন—'হে মুসলমান ভাইয়েরা, দুঃসংবাদ হলেও বিষয়টা সত্যি।'

অতঃপর আস্তে আস্তে শান্ত হলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক প্রথম থেকে ছিল না হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

কিন্তু সে সম্পর্ক হয়ে গেল হিজরী তৃতীয় সালে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা তখন বিধবা। এ সময়ে নবী করিম (সাঃ) বিবি হাফসা (রাঃ)-এর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এ ভাবে উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গেল শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক।

৮

এল ষষ্ঠ হিজরী।

মহানবী (সাঃ) অনেকদিন ধরেই আল্লাহর ঘর কা'বা দর্শন থেকে দূরে থাকায় মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েন। সাহাবারাও অনেকদিন ধরে নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে থেকে কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলেন। এ সব চিন্তা ভাবনা করে রাসূল (সাঃ) এ বছর 'উমরা' সম্পন্ন করার মনস্থ করলেন। ভাবলেন, এ মওসুমে যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ সে কারণে অনেকটা নিরুপদ্রবেই হয়তো উমরা পালন সম্ভব হবে।

নবীজি (সাঃ) তাই সাহাবাদের বললেন—সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র কেউ নেবেন না। কারণ, আমরা শুধু হজ্জ করতেই মক্কা যেতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

সে ভাবেই আনসার ও মুহাজিরসহ চৌদ্দ শ' সংগী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু পরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শে আত্মরক্ষার জন্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র মদীনা থেকে নিয়ে আসা হল।

হজ্জ্ব কাফেলা এসে পৌছল 'উসফান' নামক জায়গায়।

রাসূল (সাঃ) সংবাদ পেলেন, কাফেররা হজ্জ্ব মাসের নীতি লংঘন করে মুসলমানদেরকে মক্কায় ঢুকতে বাধা দেবে। মুনঃক্ষুন্ন হলেন তিনি।

কিন্তু কী আর করা!

চেষ্টা করতে লাগলেন যুদ্ধ এড়াতে।

প্রথমেই একটা কৌশল অবলম্বন করলেন নবীজি (সাঃ)।

যে পথে মুসলমানরা এগুচ্ছিলেন মক্কার দিকে, সে পথ থেকে ঘুরে গিয়ে অন্য পথে যাত্রা শুরু করল মুসলিম কাফেলা। কিছুদূর এসে 'হুদায়বিয়া' নামক জায়গায় এলে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন রাসূল (সাঃ)।

কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধির কথা ভাবলেন।

তবু, সবাইর পরামর্শ নেয়ার জন্য প্রধান প্রধান সাহাবাদের ডাকলেন। ব্যক্ত করলেন নিজের কথা। জানতে চাইলেন অন্যদের মতামত।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন—আমরা হজ্জ্ব পালন করতে এসেছি। কুরাইশ-কাফেররা যদি এতে বাধা দেয় তাহলে আমাদের তা প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নবীজি এরপর জানতে চাইলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতামত।

এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই ক্ষিপ্ত ছিলেন তিনি।

এখন কথা বলার সুযোগ পেয়ে বললেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা মক্কায় যেতে চাই 'উমরা' করতে যুদ্ধ করতে নয়। কিন্তু কাফেররা যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাহলে আমরাও প্রস্তুত আছি।'

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতামত এমনই একটু কঠোর হবে, নবীজি (সাঃ) তা জানতেন। তাই মৃদু হেসে এর জবাব দিলেন—এ কথা ঠিক যে আমরা শুধুই হজ্জ্ব করতে এসেছি। কিন্তু তাই বলে এই নিষিদ্ধ মাসে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটাও আমি সমীচীন মনে করি না। আল্লাহতায়ালাও তা চান না।

উপস্থিত সাহাবারা রাসূল (সাঃ)-এর মনোভাব টের পেয়ে গেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তাঁর নিজের ওপরেই ছেড়ে দিলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া হল ও-পক্ষকে।

প্রথমে সরাসরি তারা নাকচ করে দিল প্রস্তাব। তথাপি মহানবী প্রচেষ্টা বন্ধ করলেন না। বেশ কিছুদিন যাবত উভয় পক্ষের মধ্যে দূত বিনিময় চলতে থাকে। পরিশেষে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর (রাঃ) ঐ সন্ধি-চুক্তির একটি অংশ সম্পর্কে ঘোর আপত্তি জানালেন। এমনিতেই তাঁর রাগী মেজাজ। তবু যতটা সম্ভব শান্ত স্বরেই আরজ করলেন।

ঃ হে আমার রাসূল (সাঃ), আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নবী নন?

এরূপ প্রশ্ন শুনে নবীজি (সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর ক্ষিপ্ততা টের পেলেন। তবু নরম-কোমল কণ্ঠেই উত্তর দিলেন—অবশ্যই। আমি আল্লাহর নবী, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন।

ঃ আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই?

এবারও মহানবী কোমলতর কণ্ঠে জবাব দিলেন—অবশ্যই।

স্বাধীনচেতা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কণ্ঠে একটু ঝাঁঝ এবার।

ঃ তাহলে এটা কেমন শর্ত হল যে, যুদ্ধ-বিরতির দশ বছরে কোন কুরাইশ দল ত্যাগ করে গেলে তাকে মুসলমানেরা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। আর মুসলমানেরা কুরাইশ-কাফেরদের হাতে পড়ে গেলে ফেরৎ দেয়া বা না দেয়া কুরাইশদের ইচ্ছাধীন থাকবে?

আল্লাহর নবী মুহম্মদ (সাঃ) খানিকটা হাসলেন।

ঃ আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ যদি এর ভেতর কোন মঙ্গল নিহিত করে থাকেন, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারি না। পারি কি?

সাহাবারা সবাই বলে উঠলেন—না, আল্লাহর ইচ্ছাই সব।

এরপরও খুশি হলেন না হযরত ওমর (রাঃ)।

তাঁর জিদ তখনো পুরোমাত্রায় চেপে বসেছে। তিনি পুনরায় নবীজি (সাঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন—হুজুর! আপনি কি বলেন নি যে, শীগ্‌গীরই আমরা আল্লাহর ঘর কা'বায় গিয়ে পৌঁছব এবং তাওয়াফ করব?

হযরত ওমরের দিকে হৃষ্টচিত্তে এবার তাকালেন মহানবী (সাঃ)।

ঃ অবশ্যই বলেছি। কিন্তু এটা কি বলেছি, কখন কোন্ সময়ে আমরা তা করব?

এ কথা শুনে খানিকটা নীরব থাকলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ তা বলেননি ঠিকই।

এবার রাসূল (সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভুল ভাঙিয়ে দিলেন।

ঃ জেনে রাখুন, আমরা আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে নিশ্চয়ই আল্লাহর ঘরে পৌঁছব এবং তাওয়াফ করব। মনে রাখবেন, আল্লাহ এ সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর (রাঃ) লজ্জিত হলেন এবং নীরব থাকলেন। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে তাঁর ইসলাম-প্রীতির উজ্জ্বল নমুনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে রইল।

'হুদায়বিয়া'র সন্ধির পরবর্তী ঘটনা।

এর ফলে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের মেলামেশার পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়েছে। ফলে ইসলামের আদর্শে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেছেন। দ্রুত প্রসার লাভ করেছে ইসলাম যা আগের দশ বছরেও সম্ভব হয়নি।

আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর অন্তর্নিহিত ইচ্ছার এভাবেই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এ সময়কারই ঘটনা।

আল্লাহর 'অহী' এসে পৌঁছল, যে পর্যন্ত না কোন বেদ্বীন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে সে পর্যন্ত কোন মুসলমান পুরুষ তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

কী করবেন এখন হযরত ওমর (রাঃ)?

তাঁর ঘরে তখনো দু'জন বেদ্বীন স্ত্রী রয়েছেন। সুতরাং, আর দেরি করলেন না। তালাক দিয়ে দিলেন দু'জনকেই। সাবিত ইবনে আদিল আফলার কন্যা আমিলকে বিয়ে করলেন তখন।

৯

দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে গেল এক বছর।

'হুদায়বিয়া'-র সন্ধি শর্ত মোতাবেক এবার দশ হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন মক্কা অভিমুখে। কিছুদূর যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) অগ্রগামী দূত হিসেবে মক্কার দিকে যেতে থাকেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল—কি খবর ভাই আব্বাস? এত লোকজন নিয়ে হঠাৎ মক্কার দিকে?

হযরত আব্বাস (রাঃ) এর কোন জবাব দিলেন না।

শুধু বললেন—দেখ আবু সুফিয়ান, তোমার যা জানার তা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকেই জেনে নিও। তবে তুমি যদি তাঁর কাছে আত্মসর্ম্পণ কর, তাহলে তাঁর কাছে তোমার জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করব। এছাড়া তোমার কিন্তু নিস্তার নেই।

এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান রাজি হয়ে গেল।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা দিল আবু সুফিয়ান। পথে দেখা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে। আবু সুফিয়ানকে দেখে তো মহাক্ষ্যাপা।

www.nagorikpathagar.org

কি, এত বড় শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন হযরত আব্বাস (রাঃ)? নিশ্চয়ই তিনি ওর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চলেছেন নবীজি (সাঃ)-এর কাছে। কিন্তু না, তা হতে দেয়া যাবে না। ইসলামের এত বড় শত্রুকে কিছুতেই ছেড়ে দেয়া যায় না হাতের মুঠোয় পেয়ে!

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ওপর নাখোশ এ জন্য হযরত ওমর (রাঃ)।

কোন রকম বাক্যালাপ না করে তিনি সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হলেন নবীজি (সাঃ)-এর কাছে।

ঃ হুজুর! আবু সুফিয়ান আসছে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সঙ্গে।

নবীজি জানতে চাইলেন—তো আসুক না, কি হয়েছে তাতে?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মেজাজ তখন সপ্তমে।

তথাপি যতটা সম্ভব কোমল কণ্ঠে আরজ জানালেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ। আবু সুফিয়ানের মত শত্রু আমাদের হাতের মুঠোয়। ওকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আর সে ভার আপনি আমার ওপর অর্পণ করুন।

মহানবী (সাঃ) কোন উত্তর দিলেন না।

এ সময়ে আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আব্বাস (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা খুলে বললেন নবীজি (সাঃ)-কে।

রাসূল (সাঃ) জানালেন—হুদায়বিয়ার সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ করে মক্কায় মুসলমানদের সাহায্যকারী 'খুযাঈ' গোত্রের লোকদের ওপর কুরাইশদের নিপীড়নের কারণেই মক্কা অভিমুখে মুসলমানদের আসতে হয়েছে। তবে আবু সুফিয়ান যখন কথা দিচ্ছে, তখন আমিও তাকে ক্ষমা করলাম।

অতঃপর বিনা রক্তপাতে নবীজি (সাঃ) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে পর্বতের ওপর গিয়ে উঠলেন এবং মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা ঘোষণা করলেন।

ঃ যারা অস্ত্র ত্যাগ করে কা'বা কিংবা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাদের কোন ভয় নেই।

এ ঘোষণা দ্রুত মক্কা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। বিপুল মুসলমান বাহিনীর ভয়ে কুরাইশরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে কা'বা এবং আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয়।

দলে দলে লোক ছুটে আসতে থাকে।

রাসূল (সাঃ)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে 'বাইয়াত' গ্রহণ করতে শুরু করে তারা। এ সময়ে মক্কার মহিলারাও দলে দলে এসে ভিড় করে। রাসূল (সাঃ)-এর হাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে ইসলাম গ্রহণ করতে। নবীজি তখন হযরত ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন—

www.nagorikpathagar.org

ঃ হে আমার প্রিয় ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), এ কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব আপনার ওপর থাকল। তবে বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করা অনুচিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, এ হচ্ছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওপর নবীজি (সাঃ)-এর গভীর আস্থারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ রকম আস্থাভাজন হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম ও রাসূলের প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত আরও অনেকবার রেখেছেন নবীজির জীবদ্দশায়।

হিজরী নবম সালের ঘটনা।

রোম সম্রাট তখন দোর্দন্ড প্রতাপশালী। মদীনার ওপর তার শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে। অথচ, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সে বছর দারুণ অভাব-কষ্ট মদীনাবাসীদের।

কিন্তু করার তো কিছু নেই।...

রাসূল (সাঃ) মনস্থ করলেন, রোম-সম্রাটের আক্রমণ প্রতিহত করতেই হবে।

নবীজি (সাঃ) চিন্তায় আকুল।

দারুণ অর্থাভাব তখন। কী ভাবে তিনি সামলাবেন যুদ্ধের বিপুল ব্যয়? কাজেই প্রধান প্রধান সাহাবাদের ডাকলেন। পরামর্শ চাইলেন।

ঃ কী করা যায় এখন?

সবাই মত দিলেন, মুসলমানেরা যে যতটা পারেন আর্থিক সাহায্য দেবেন।

সেমতে, রাসূল (সাঃ) সবাইর কাছে সাধ্যানুপাতে সাহায্যের আবেদন জানালেন।

যে যা পারলেন, তা নিয়েই এসে হাজির হচ্ছেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে।

হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করছেন তা-ই মহানবী (সাঃ)।

এবার এলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

সঙ্গে বিপুল ধনরাশি। নবী (সাঃ) প্রথমে একটু চিন্তা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—হে ওমর (রাঃ)! আপনার ঘরে পরিবার পরিজনের জন্যে কি রেখে এসেছেন কিছু?

সলজ্জ ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি খুবই লজ্জিত যে, এর বেশি কিছু ইসলামের খিদমতে দিতে পারলাম না।

বিস্মিত হলেন নবীজি (সাঃ)!

ঃ মানে?

পুনরায় লজ্জাবনত হয়ে উত্তর দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

ঃ আমার পরিবারবর্গের জন্যে ধন-সম্পত্তির অর্ধেক রেখে আসতে হল, এ জন্যে আমি যারপরনাই লজ্জা অনুভব করছি। আমাকে মার্জনা করবেন দয়া করে।

১০

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের নেতৃত্ব নিয়ে সাময়িক কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।

কে হবেন ইসলামী জগতের নেতা?

কিংবা খলীফাতুল মুসলেমীন?

এ নিয়ে সাহাবাদের ভেতর নানা মতামত দেখা দিল।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর স্মরণাপন্ন হওয়ার।

কারণ, তিনি একাধারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের ভেতর সর্বপ্রথম মুসলমান। তার ওপর, তিনি ছিলেন নবী করিম (সাঃ)-এর বাল্যবন্ধু। নবীজি (সাঃ) নিজেও বলেছেন, 'একমাত্র আবু বকর (রাঃ)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর নবীর সমস্ত কথাই বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতেন।'

সাহাবারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে প্রস্তাব করলেন—'হে আবু বকর (রাঃ)। আমরা জানি ও মানি যে আপনি রাসূলুল্লাহর অতি কাছের মানুষ ছিলেন। কাজেই এখন নবীজি (সাঃ)-এর অবর্তমানে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনার মতামত আমরা শুনতে চাই।'

উত্তরে খানিকটা চুপ করে থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন—'আপনারা কি আমার মতামত জানতে এসেছেন?'

সমস্বরে উপস্থিত সাহাবারা জানালেন—হ্যাঁ।

ঃ তাহলে বলি, এ ব্যাপারে আপনারা হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) কিংবা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যে কাউকে মনোনীত করতে পারেন।

অতঃপর সাহাবারা গেলেন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর কাছে।

তিনি সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন—হযরত আবু বকর (রাঃ) বেঁচে থাকতে এটা কখনো হতেই পারে না।

এরপর সবাই গেলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে মতামত নিতে।

হযরত ওমর (রাঃ) সব কথা শুনলেন। এরপর সাহাবাদের কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

ঃ আচ্ছা, আপনাদের কি জানা আছে যে নবীজি (সাঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মসজিদে নববীতে আসতে অসমর্থ হন তখন নামাজের ইমামতী করার দায়িত্ব কার ওপর ছিল?

www.nagorikpathagar.org

সাহাবারা জানালেন—এতো সবাইরই জানা। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ওপর।

এবার মৃদু হাসলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ ঐ আদেশ কে দিয়েছিলেন?

সমস্বরে উত্তর দিলেন সাহাবারা—স্বয়ং আল্লাহর নবী (সাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর সাহাবাদের বুঝিয়ে দিলেন সব কথা।

ঃ আপনারা সবাই জ্ঞানী, আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এটুকুই বলতে চাইছি যে, নবী করিম (সাঃ) যেদিন নাজামের ইমামতী করার জন্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মনোনীত করেছেন, সেদিন থেকেই তাঁকে মুসলিম জগতের নেতাও মনোনীত করার ইঙ্গিত রেখে গেছেন।

বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

মুসলমানদের নেতৃত্ব নিয়ে যে সংকটের সূচনা হতে চলেছিল তা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই যে কৃতিত্ব ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা জগতের কোন ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

যাইহোক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর দৃঢ় মনোবলের কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কেই শেষ অব্দি খলীফা নির্বাচিত করা হল। তিনিও অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর খিলাফতকাল মাত্র দু'বছর তিন মাস স্থায়ী ছিল। এ সময়ে খিলাফতের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হযরত ওমর (রাঃ) আমিরুল মু'মেনীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন সক্রিয়ভাবে। খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হল পরস্পরের যোগাযোগ ও সাহচর্য।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতিটি কাজে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ এবং মতামতের গুরুত্ব ছিল একান্ত অপরিসীম।

একদিনের ঘটনা।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাপড়ের ব্যবসা নিজেই চালাতেন। কাপড়ের গাঠুরি নিজে মাথায় নিয়ে বাজারে যেতেন। সেগুলো বিক্রিও করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগলো না। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ খলীফাতুল মুসলেমীন। আপনি এভাবে কাপড়ের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে খিলাফতের কাজ কিভাবে চলে?

খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) চিন্তিত হলেন কিছুটা।

www.nagorikpathagar.org

কি জবাব দেবেন তিনি?

আসলেও তো ব্যাপারটা ঠিক।

যাহোক, ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলেন—কি করব ভাই ওমর (রাঃ)। নিজের সংসারটাকে তো দেখতে হয়?

হযরত ওমর (রাঃ) আর কথা বাড়ালেন না।

এর কয়েকদিন পরের কথা।

হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয় নিয়ে প্রধান প্রধান সাহাবীদের সঙ্গে কথা বললেন।

ঃ একটা প্রস্তাব নিয়ে কথা বলতে আপনাদেরকে ডেকেছি।

সবাই জানতে চাইলেন—কি সেটা?

উত্তর দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সংসারের একটা খরচ আছে। এ জন্যে তাঁকে নিজের ব্যবসা চালাতে হয়। খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজও সময় মত করতে হয়। এ দিকটা বিবেচনা করে খলীফার জন্যে দৈনিক কিছু একটা ভাতা দেয়া প্রয়োজন। আপনারা কি বলেন?

সাহাবারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখলেন।

যুক্তি আছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথায়। তারা স্বীকার করলেন। অবশেষে বাইতুল মাল থেকে খলীফার জন্য নির্দিষ্ট ভাতার ব্যবস্থা হল। ওদিকে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কিছুই টের পাননি। হযরত ওমর (রাঃ)-ই গেলেন সংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে।

ঃ কি ব্যাপার হযরত ওমর (রাঃ), হঠাৎ এ সময়ে?

হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)—এলাম একটা দুঃসংবাদ নিয়ে!

এবার বিস্ময়ের পালা খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর।

কি এমন দুঃসংবাদ?

আর যদি দুঃসংবাদই হয়ে থাকে, তবে ওমরের মুখখানাতে এত হাসিহাসি ভাবটাই বা কেন?

কিছু অনুমান করতে পারলেন না খলীফাতুল মুসলেমীন। তাই বললেন—রহস্য বাদ দিয়ে আসল ব্যাপারটা কি বলা যায় না?

বেশ কড়া কণ্ঠস্বর হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ এখন থেকে আর আপনি ব্যবসা করতে পারবেন না।

অবাক বিস্ময়ে তাকালেন খলীফা।

ঃ মানে? ব্যবসা না করলে আমার সংসার চলবে কি করে?

হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

ঃ সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

জানতে চাইলেন খলীফাতুল মুসলেমীন—কি রকম?

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সবিস্তারে সব কথা খুলে বললেন। খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি কতখানি হৃদয়ের টান ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর, এ ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসলে, হযরত ওমর (রাঃ) হয়ে উঠেছিলেন খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর প্রধান উপদেষ্টা।

খলীফা প্রায় প্রতিটি কাজে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শের যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। এমনকি, তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেকে অনেকখানি অসহায়ও বোধকরি মনে করতেন।

এ রকম একটা ঘটনার কথা জানা যায় সিরিয়া অভিযানকালে।

খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর অসমাপ্ত সিরিয়া সীমান্ত অভিযানের কাজ সমাধা করার পরিকল্পনা করলেন। নবীজি (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কেই সেনাপতি নিযুক্ত করে শুরু করলেন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ।

নবীজি (সাঃ) থাকতেই যে আপত্তি উঠেছিল, এবারও সেই আপত্তি উঠল।

ক্রীতদাস হবেন সেনাপতি?

কেউ কেউ জানালেন—এ আদেশ মান্য করা সম্ভব নয়।

খলীফা বোঝালেন সবাইকে।

ঃ এটা আমার আদেশ নয়। নবীজি (সাঃ)-এরই ইচ্ছে। সবারই এ কথা জানা আছে যে, স্বয়ং রাসূলে খোদা (সাঃ) জর্ফে উসামা (রাঃ)-এর হাতে সেনাপাতি হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন ঝাণ্ডা।

তারপরও কিছু কিছু আপত্তি থাকল।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ইতোমধ্যেই জর্ফে পৌঁছে গিয়ে সেনাবাহিনীতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। জায়গা নিয়েছেন হযরত ওসমান (রাঃ)-ও।

আমিরুল মুমেনীন খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত হল সেনাবাহিনী।

খলীফা ছুটে গেলেন জর্ফে। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করলেন। কড়া সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলেন সেনাপতিকে। ধীর পদক্ষেপে তখন চলতে শুরু করেছে সেনাদল।

www.nagorikpathagar.org

ঘোড়ার পিঠে আস্তে আস্তে এগুচ্ছেন সেনাপতি হযরত উসামা (রাঃ)।

সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছেন স্বয়ং খলীফা।

হঠাৎ হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সামনে আসতেই থামলেন। কুশল বিনিময় করলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই বলে বিদায় নিলেন—'হে আমিরুল মুমেনীন, আল্লাহ্ আপনার সহায় থাকুন।'

উত্তরে মৃদু হাসলেন খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)।

ঃ তাতো অবশ্যই। আল্লাহ ছাড়া মুসলমানদের আর কে বেশি সহায়? কিন্তু তারপরও কথা থাকে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন—কি কথা?

আবারও হাসলেন খলীফা।

ঃ আপনারা তো চললেন আল্লাহর নামে। দোআ করি, আপনারা জয়যুক্ত হন। কিন্তু আমাকে এখানে একটু পরামর্শ দেয়ার জন্যে তো কেউ থাকল না।

এবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন হযরত ওসমান (রাঃ)।

ব্যাপারটা তো ঠিক তাই।

এ বিষয়ে তিনি তো কখনো ভাবেন নি। তাহলে এখন কি করা যায়?

স্বয়ং খলীফাই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কাছে প্রস্তাব করলেন।

ঃ 'আপনার অনুমতি পেলে হযরত ওমর (রাঃ)-কে আমি ফিরে পেতে চাই। সে আমার পাশে থাকলে আপদে-বিপদে আমি তাঁর পরামর্শ নিতে পারব।'

হযরত ওমর (রাঃ)-কে সেনাদল থেকে মুক্তি দেয়া হল। তিনি থেকে গেলেন খলীফার পাশে, মদীনায়।

প্রকৃতপক্ষে, খলীফাতুল মুসলেমীন তাঁর খিলাফতকালে নানা কাজকর্মে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ ও সাহচর্য লাভ করে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তার পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও খিলাফত পরিচালনার জন্যে কেবল হযরত ওমর (রাঃ)-এরই রয়েছে সর্বাধিক যোগ্যতা।

তিনি তাই নিজের অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসার আগেই নির্বাচিত করে যান তাঁর উত্তরসূরীকে। তবে তা কার্যকরী হয়েছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুহূর্ত থেকে।

১১

এবার খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ল হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওপর।

চিন্তিত হলেন মনে মনে, এ গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন কি তিনি?

কি এখন তাঁর করণীয়?

www.nagorikpathagar.org

প্রথমেই সমস্যায় পড়ে গেলেন একটা।

ইসলাম গ্রহণের আগেও যেমন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরবর্তীকালেও হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করেই জীবিকার্জন করতেন। এটা তাঁর পৈতৃক পেশাও ছিল।

কিন্তু সংকট দেখা দিল খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পরে।

নানা কাজের চাপ এসে পড়ল এবার তাঁর ওপর। সময় দিতে হচ্ছে এ জন্যে অনেক বেশি। এর ফাঁকে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া হয়ে উঠল দুরূহ কাজ।

কি করবেন এখন তিনি?

ব্যবসা-বাণিজ্য না দেখলে পরিবার-পরিজনইবা কি করে চলবে?

নানাদিক ভেবে দেখলেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

কোন পথই খোলা দেখতে পেলেন না। সুতরাং খোলাখুলি বিষয়টা নিয়ে সাহাবাদের সঙ্গে কথা বলার মনস্থ করলেন। একদিন প্রধান প্রধান সাহাবীদের ডাকলেন।

ঃ আপনারা সবাই জানেন, আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। এর আয় থেকেই আমার পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখি যে, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা আমার পক্ষে দুরূহ। অন্যদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিলে খিলাফতের কাজে গাফেলতী হয়।

মাথা নেড়ে উপস্থিত সবাই সায় দিলেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন।

তারপর জানতে চাইলেন—এখন বলুন, আমার কি করা উচিত?

সাহাবারা অতঃপর একান্ত বৈঠকে বসে খলীফার পরিবারবর্গ যাতে মধ্যমাবস্থায় চলতে পারে সেই পরিমাণ একটা ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

পরে খলীফাকে অঙ্কটা জানানো হল।

যদিও ঐ পরিমাণটা হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরিবারের জন্যে ছিল খুবই সামান্য, তবুও তিনি এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি করলেন না। বাইতুল মালের তহবিল থেকে তা গ্রহণ করে কোন রকমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। এতেই তুষ্ট রইলেন।

কিন্তু বাইরে থেকে বেশ কিছু সাহাবী টের পেলেন যে, এতে খলীফার যারপরনাই কষ্ট হচ্ছে।

কি করা যায় এখন?

একদিন বৈঠকে বসলেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী।

উপস্থিত হলেন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত জোবায়ের, হযরত তালহা ও হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ। নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে তাঁরা একমত হলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্ধারিত ভাতা তার পারিবারিক খরচ নির্বাহের জন্যে উপযুক্ত হয়নি। এর পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সম্মিলিত এ সিদ্ধান্তের কথা খলীফাকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তও হল।

কিন্তু ঐ কাজটা কে করবে?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্বভাব-প্রকৃতির কথা সবারই জানা। তাই বিষয়টি কেউ-ই খলীফার কাছে জানাতে সাহসী হলেন না।

অবশেষে তাঁরা ছুটলেন রাসূলে করিম (সাঃ)-এর বিবি, হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে।

অনুরোধ জানালেন তাঁকে—এ কাজটা আপনাকেই করতে হবে। কিন্তু একটা শর্তে। বিবি হাফসা (রাঃ) জানতে চাইলেন—শর্ত? কি শর্ত?

সাহাবীরা তখন মুখ খুললেন।

ঃ আপনি তো জানেন আপনার আব্বাজানকে। যে রকম রাগী মানুষ, আমরা তো সাহসই পাচ্ছি না। তাই বলছিলাম ....

একটু হাসলেন বিবি হাফসা (রাঃ)।

ঃ কি বলছিলেন?

সমস্বরে বলে উঠলেন সবাই—আপনি আমাদের কারও নাম বলবেন না। শুধু বলবেন, সাহাবীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খলীফার ভাতা বাড়াবার। এ উপকারটুকু করুন।

শেষ পর্যন্ত সাহাবীদের পীড়াপীড়িতে বিবি হাফসা (রাঃ) সম্মত হলেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেনও সাহাবীদের সিদ্ধান্তের কথা। দারুণ ক্ষিপ্ত হলেন খলীফা এ কথা শুনে।

বারবার কন্যাকে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন—বলো তো মা, কে বা কারা এ ব্যাপারে তোমাকে বলেছে! তাঁদেরকে আমার উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া দরকার।

যাই হোক।

শেষ অব্দি খলিফার ভাতা আর বাড়লো না।

যাঁর নামে সেকালের প্রতাপশালী রাজা-বাদশা আর সম্রাটেরা থরথর করে কেঁপে উঠত, সেই তিনি সাধারণ দীনহীন বেশেই সহজ-সরল জীবন যাপন করতে থাকেন।

১২

মুসলিম বিশ্বের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কেমন ছিলেন লোক হিসেবে?

www.nagorikpathagar.org

কি রকম ছিল তাঁর চরিত্র?

ব্যক্তিত্বই বা ছিল কেমন?

দেখতে ছিলেন কেমন তিনি?

এ সম্পর্কে জানা যায় ঃ "হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পরিণত বয়সেও লোকের কাছে ছিলেন ভীতির কারণ। রাগী স্বভাবের মানুষ হিসেবে সমধিক খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁর ক্রোধও ছিল অত্যন্ত বেশি। কিশোর বয়সে দাজনানের মরু প্রান্তরে উটের রাখালী করতে করতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মেজাজ হয়ে উঠেছিল রুক্ষ ও কঠোর। যৌবনে হযরত ওমর (রাঃ)-এর শরীর একদিকে ছিল ছিপছিপে, অন্যদিকে আকৃতির দিক থেকে বেশ লম্বা। এতটাই লম্বা ছিলেন তিনি যে, হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের ভেতরেও তাঁর মাথা সবাইর ওপর দিয়ে দেখা যেত।

তাঁর গায়ের রঙ ছিল লালাভ গৌর।

তবে দেহ ছিল অত্যন্ত মসৃণ। চেহারা দেখতে যথেষ্ট সুন্দরই ছিল।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর চোখ। বলা যেত অনন্য সাধারণ। যে কেউ দেখলে মনে হত, সারাক্ষণ বুঝি ঐ চোখ দুটি থেকে কেবলি অগ্নি ঝরে। তাই অনেকেই তাঁর চোখের দিকে ভয়ে তাকাতে সাহস পেত না।"

প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমর (রাঃ) ঐ চোখ দুটির সাথেই তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির মিল ছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। তাঁর রাগী ও কঠোর স্বভাবের সমালোচনা করেন।

কিন্তু আসলেও কি তাই?...

এ ব্যাপারে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন গুরুতর অসুস্থ। তিনি নিজে অনুভব করতে পারছিলেন যে, ইহকালের দিনগুলো তাঁর শেষ হয়ে আসছে। শীগগীরই তাঁকে বিদায় নিতে হবে এ নশ্বর ধরাধাম থেকে। তিনি তাই ভাবছিলেন, তাঁর অবর্তমানে ইসলামী দুনিয়ায় যাতে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় সে জন্যে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাবেন।

ক্লান্ত চিন্তিত খলীফা গণ্যমান্য সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন।

সবাই আমিরুল মু'মেনীনের শারীরিক অবস্থা দেখে এ সময়ে চিন্তিত না হওয়ার পরামর্শ দেন।

ঃ হে আমিরুল মু'মেনীন। আপনি এখন খুবই অসুস্থ, ও-সব চিন্তা বাদ দিন।

রুগ্ন, মৃত্যু শয্যায় শায়িত খলীফা কোন কথাই শুনতে চাইলেন না।

ঃ হে আমার প্রিয় সাহাবীবর্গ, আপনারা যা ভাবছেন ব্যাপারটা অত হাল্কা নয়। আমি চাই না, আমার অবর্তমানে মুসলমানেরা কোন সমস্যায় পড়ুক।

www.nagorikpathagar.org

কাজেই, আমার দিন যখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসছে তখন খলীফা নির্বাচন আগেভাগে করে রাখাটাই উত্তম কাজ।

সাহাবারা এ অবস্থায় স্বয়ং খলীফার মতামত চাইলেন।

ঃ আপনার কোন অভিপ্রায়?

কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচনের কথা জানিয়ে মতামত জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ এ ব্যাপারে আপনারা কি বলেন?

কেউ কেউ জানাল—হযরত ওমর (রাঃ) যোগ্য ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। তবে.....

খলীফা বিস্ফারিত চোখে তাকালেন এবার।

ঃ তবে কি?

মৃদু গুঞ্জন উঠল। শোনা গেল নানা অভিমত।

বর্ষীয়ান সাহাবারা হযরত তালহা (রাঃ) বলেই ফেললেন—হযরত ওমর (রাঃ) যথেষ্ট রাগী স্বভাবের মানুষ।

অন্যেরা অনেকেই সায় দিলেন।

ঃ তাঁর আচার- আচরণ যা কঠোর তাতে শাসন কাজ চালাতে না আবার বিঘ্ন ঘটে, আমরা সে আশংকাই করছি।

খলীফা আবু বকর স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। বোঝালেন সবাইকে।

ঃ দেখুন, হযরত ওমর (রাঃ)-কে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আপনারা যা ভাবছেন তিনি সে রকমটা নন্। বরং .....

সাহাবারা জানতে চাইলেন—বরং কি, বলুন হে আমিরুল মু'মেনীন।

উত্তর দিলেন খলীফা।

ঃ আমি নিজে নরম প্রকৃতির মানুষ। ওমর (রাঃ) তা জানেন। তাই যখন আমি কোন কিছুকে নরম ভেবে করতে গেছি, তখন তিনি দৃঢ় কঠোর হয়েছেন। আপনারা তাঁর ঐ রূপটাই দেখেছেন। আরও একটা রূপ তাঁর স্বভাবে আছে, সেটা হয়তো আপনাদের নজরে আসেনি।

উপস্থিত সাহাবাবর্গ এবার অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন সমস্বরে—কি সেটা?

ম্লান হাসি খলীফাতুল মুসলেমীনের দুই ঠোঁটের ফাঁকে।

ঃ সেটা হচ্ছে এই যে, আমি যখন রাগান্বিত হয়েছি কোন ব্যাপারে তখন হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে সব সময়ই কোমল হওয়ার পরামর্শ দিতেন।

এই বলে খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ওমর (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সাহাবারা তাঁর ইচ্ছে পুরণের

www.nagorikpathagar.org

অঙ্গীকার করে এ নির্দেশ মেনে নিলেন। এরপর খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা মনোনীত করে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে দিয়ে তা ফরমান আকারে লিখিয়ে জারি করলেন।

প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) জীবিতাবস্থাতেই ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করে গেলেন। এ সময়ে হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে কিছু জরুরি পরামর্শ এবং উপদেশও দিয়ে যান খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

অতঃপর কিছুক্ষণের ভেতরেই ইহলোক ত্যাগ করে তিনি চলে যান মহান আল্লাহর সন্নিধানে (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

১৩

মদীনায় যখন এ ঘটনা ঘটে, তখন সিরিয়ায় ইয়ারমুক যুদ্ধ চলছিল।

খলীফার ফরমান নিয়ে দূত এসে পৌঁছলো ইয়ারমুক-এ। সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তখন বীর বিক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত। শত্রুসেনাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। অন্য একাংশে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন সেনাপতি আবু ওবায়দা (রাঃ)।

খলীফার ফরমান খুলে পাঠ করার অবকাশ পর্যন্ত নেই তখন।

অথচ ঐ ফরমানের ভেতর দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রথমত, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকাল ও তাঁর জায়গায় দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনোনয়ন। দ্বিতীয়ত, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের পদচ্যুতির নির্দেশ।

অতঃপর এক অবসরে খলীফার ফরমান পড়লেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)।

এতে লেখা রয়েছে ঃ "খালিদ, আজ থেকে তুমি সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত হলে। তোমার জায়গায় আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। তোমাকে তাঁর অধীনে সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেয়া গেল।"

ফরমান পত্র পাঠ করে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলেন মহাবীর খালিদ (রাঃ)।

কী করবেন এখন তিনি?

তাঁর কি করা উচিত এ সময়ে?

নিজে নিজেই ভাবলেন, এখন যুদ্ধের যা অবস্থা তাতে বলা যায় না এ যুদ্ধে জয়ের মালা পরবে কোন্ পক্ষ? আসলে যুদ্ধের ভাগ্য এখনো একেবারেই অনিশ্চিত।

www.nagorikpathagar.org

এমন অবস্থায় প্রথম খলীফার ইন্তেকাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর তরফ থেকে খালিদের বরখাস্তের সংবাদ সাধারণ সৈনিকদের ভেতর প্রচণ্ড হতাশা ও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে মুসলমানদের যুদ্ধ জয়ের আশা হয়ে যেতে পারে তিরোহিত।

ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারেন না খালিদ ইবনে ওয়ালীদ।

কী এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তাকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করা হল?

এর কারণ জানা নেই তার।

তবে এ কথা তো সারা বিশ্ব জানে যে, যখন যে যুদ্ধে গেছেন খালিদ সে যুদ্ধ তিনি জিতেছেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ও যশ দেশ-বিদেশে এতটাই ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, শত্রু-দেশের যে কোন শাসক ও সেনাপতিরা খালিদ (রাঃ)-এর নাম শুনেই হয়ে পড়ত চিন্তিত। রণক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি বিপক্ষীয়দের অন্তরে সঞ্চার করত ভীতির। কেঁপে উঠত তাদের হৃদয়।

তারপরও খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর এরূপ ইচ্ছে হল কেন?

না, এ প্রশ্ন মনে আনতে চাননা মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)।

কিন্তু তিনি না চাইলে কি হবে? সাধারণ সৈনিকেরা যদি এ সংবাদ পেয়ে যায় তাহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। দেখা দিতে পারে অসন্তোষ। মুসলমানদের জন্যে তার ফল হতে পারে উল্টো। তাই, এ সংবাদ এখনি প্রকাশ করা যাবে না।

সুতরাং, আর দেরি করলেন না বীর-শার্দূল খালিদ (রাঃ)।

ছুটে গেলেন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর কাছে। খলীফার ফরমান-পত্র হস্তান্তর করলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হতভম্ব হয়ে গেলেন।

এটা কী হল?

কেমন করে সম্ভব এটা?

মৃদু আপত্তি তুললেন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)—খালিদ, কেমন করে হয় এটা?

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বিনম্র কণ্ঠ।

ঃ মাননীয় সেনাপতি, মনে রাখবেন এটা এখন খালীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর ফরমান। এতে অবিশ্বাসের যেমন কিছু নেই, তেমনি অগ্রাহ্য করারও প্রশ্ন আসে না। আমি মাননীয় খলীফার আদেশ শিরোধার্য করে আপনাকে সেনাপতি হিসেবে মেনে নিলাম। কিন্তু একটা কথা।....

সেনাপতি আবু ওবায়দা (রাঃ) শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কি কথা?

বীর চূড়ামণি খালিদ অতিশয় নম্র স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন।

www.nagorikpathagar.org

ঃ আপনি এখন সেনাপতি। আপনাকে পরামর্শ দেয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু বলছি। এই ফরমান-পত্রের কথাটা এখনি প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কারণ, সাধারণ সৈন্যদের মাঝে জানাজানি হয়ে গেলে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আবু ওবায়দা (রাঃ)।

এরপর পুনরায় বললেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ—আল্লাহ না করুন, যদি সে রকম কিছু ঘটে তাহলে এই ভয়ংকর যুদ্ধে জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে হয়ে পড়বে দুষ্কর।

অতএব সিদ্ধান্ত হল, খলীফার ফরমানের বিষয়টা খালিদ আর আবু ওবায়দা ছাড়া তৃতীয় কেউ জানবে না। যুদ্ধ যেমন চলছে, ঠিক তেমনি চলতে থাকবে। সেনাপতিরূপে মেনে নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ হযরত আবু ওবায়দার অধীনে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

রণক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকেরা কিছুই টের পেল না।

শেষ পর্যন্ত, মুসলিম বাহিনীর বিজয় হল সুনিশ্চিত আর রোমান সেনা বাহিনী পরাজয় বরণ করল শোচনীয়ভাবে।

যুদ্ধ শেষ।

মুসলমান সৈনিকেরা ফিরে এল তাঁবুতে। ক্লান্ত, অবসন্ন অনেকেই।

এর মধ্যেই খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর পদচ্যুতির কথা জানাজানি হয়ে গেল।

অনেকেই ছুটে এল মহাবীর খালিদের কাছে।

তারা জানতে চাইল—খলীফার এমন সিদ্ধান্তের কারণ কি?

হাসি মুখেই জবাব দিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ।

ঃ সেটা কি আমার জানার কথা? হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খলীফা মনোনীত হয়েছেন হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি যে রকম চাইবেন, খিলাফত তো সে ভাবেই চলবে। তাই না?

কিছুটা নীরবতা নেমে আসে।

এরপরও কেউ কেউ জানতে চায়—এতবড় একটা অপমানকর সিদ্ধান্ত জানার পরেও শত্রুদের ওপর আপনার আক্রমণের তীব্রতা তো এতটুকু হ্রাস পেল না। তার কারণ কি? কিভাবে পারলেন সেটা আপনি? এ ক্ষেত্রে মানুষের মনে ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ, অভিমান জাগ্রত হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। আপনি কি এ রকম কিছুই অনুভব করলেন না?

মহাবীর খালিদ দৃঢ়চেতা মানুষ। যেমন তাঁর বাহুর শক্তি, তেমনি আল্লাহর প্রতি ঈমানের শক্তি রয়েছে তাঁর হৃদয়ে অন্তরে।

www.nagorikpathagar.org

দৃপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন তিনি—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আমি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করি আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইসলামের পক্ষে। ইয়ারমুকেও আমি যুদ্ধ করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, খলীফা ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে নয়। আর এ যুদ্ধ ছিল আমার ইসলামের পক্ষে—হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে নয়। তবে.....

উপস্থিত সবাই জানতে চাইলেন—তবে কি?

দৃঢ়কণ্ঠ এবারও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর।

ঃ তবে খলীফা হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আমি ঐটুকু করেছি মাত্র।

এমন উত্তর পেয়ে সবাই খুশি হল। হৃষ্টচিত্তে যে-যার তাঁবুতে ফিরে গেল। এ ব্যাপারে আর তাই কোন উচ্চবাচ্য হল না।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

মহাবীর খালিদ যাঁর কথা শুনলে শত্রুরা ত্রাসে কাঁপে, হঠাৎ কেন তাঁকে এভাবে বরখাস্ত করা হল?' কেউ কেউ মনে করেন, এর পেছনে যথার্থ কারণ রয়েছে। প্রথমত, খালিদ (রাঃ) উপর্যুপরি যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্বে শক্তি মদ-মত্ত হয়ে উঠতে পারেন। এর দরুণ এক সময় খিলাফতকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে হয়তো ইতস্তত করতেন না তিনি। তাঁকে বরখাস্ত করে এখানেই তাঁকে থামিয়ে দেয়া হল। দ্বিতীয়ত, তাঁর বীরত্বপনায় একের পর এক যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলমানরা আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে এমন ধারণা পোষণ করতে পারে যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কেবলি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়টারও সুরাহা করা হল এর মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় আর একটি মতামত এই যে, স্বয়ং খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর কৃতিত্ব ও শৌর্য-বীর্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে খানিকটা ঈর্ষান্বিত থাকতে পারেন। মহাবীর খালিদের বরখাস্তের ব্যাপারটা তারই পরিণতি মাত্র।

কিন্তু এ ধারণা নিছকই অমূলক।

কারণ, এ ঘটনার পরও কখনোই খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর হৃদ্যতার ক্ষেত্রে কোন চিড় ধরেনি।

মূল ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত।

প্রথমত, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বাহ্নে হযরত ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে কিছু পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে বীর-শার্দূল খালিদকে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। কারণ, সেখানকার সম্পর্কে খালিদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকায় শাসনকাজে সহায়তা হতে পারে বলে প্রথম খলীফার বিশ্বাস জন্মেছিল।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত, খলীফা ওমর (রাঃ) সব সময়ই মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন মানুষ যাতে অন্ধ মোহে পড়ে তাঁর ব্যক্তিপূজা করতে না পারে এবং তার ফলে খালিদের মত বড় মাপের একজন মানুষের চরিত্রে কোন রকম স্খলন না ঘটে, সে জন্যে আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

তবে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বরখাস্তের পেছনে কারণ যাই থাক, এরূপ একটা কাজ করতে গিয়ে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) যে অকুতোভয় সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কবি তাই যথার্থ উচ্চারণ করেছেন—

"সিপাহসালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।"

১৪

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলই তাঁর জীবনের স্বর্ণময় অধ্যায়।

এর একদিকে যেমন রয়েছে রাজ্য বিস্তার, তেমনি অন্যদিকে আছে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খলীফা ওমর (রাঃ) এবার সেনাপতি আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন দামেস্ক অভিযানের। এ রকম নির্দেশ পেয়ে দেরি করলেন না মুসলিম সেনাপতি। সেনাদলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে চারদিক থেকে দামেস্ক মহানগরী অবরোধ করে ফেললেন।

বেকায়দায় পড়ে গেল শত্রু বাহিনী।

প্রায় সতের দিন পর্যন্ত চললো এই অবরোধ। শেষ পর্যন্ত শত্রু সৈন্যরা আর টিকতে পারলো না। নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল।

যথা সময়ে দামেস্ক বিজয়ের বার্তা পেলেন খলীফা।

অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এ সংবাদ পেয়ে। আল্লাহর দরবারে জানালেন অশেষ কৃতজ্ঞতা।

অতঃপর সেনাপতি আবু ওবায়দা মনস্থ করলেন বাইতুল মোকাদ্দস অভিযানের। এ ব্যাপারে শলা -পরামর্শ করলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর সঙ্গে। সায় দিলেন তিনি।

সেনাপতি আবু ওবায়দা ইসলামের রীতি-নীতি মান্য করে যথাবিহিত দাওয়াত পাঠালেন বাইতুল মোকাদ্দাসের অধিবাসীদেরকে।

ঃ আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। কারণ, 'ইসলাম' আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সেনাপতির আমন্ত্রণের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ তারা করল না। সুতরাং সেনাপতি আবু ওবায়দা তাঁর সৈন্যদের জেরুজালেম দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দিলেন।

বেশ কিছুদিন কাটল এভাবে।

জেরুজালেম দুর্গ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। সেখানকার অধিবাসীদের দুর্গতির শেষ নেই। শেষ অব্দি তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করতে বাধ্য হল। তবে জুড়ে দিল একটা শর্ত।

কি সেই শর্ত?

তেমন কিছু কঠিন নয়, তবে অভাবনীয়।

মুসলমানদের খলীফাকে স্বয়ং জেরুজালেম এসে স্বাক্ষর করতে হবে সন্ধিপত্রে।

বিপাকে পড়লেন মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)।

কি করবেন এখন তিনি?

খলীফার অনুমতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। খলীফার কাছে তাই দূত পাঠানো হল।

দূতের মারফত সব সংবাদ অবগত হলেন খলীফা ওমর (রাঃ)।

প্রধান প্রধান সাহাবাদের নিয়ে বসল পরামর্শ সভা। বিষয়টা নিয়ে নানামুখী আলোচনা হল। পরে জেরুজালেম যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

ষোড়শ হিজরী সাল।

রজব মাস চলছে তখন। হযরত আলী (রাঃ)-কে খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) রওয়ানা দিলেন জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাসের অভিমুখে।

অভূতপূর্ব এ যাত্রা।

ইসলাম জগতের দোর্দন্ড প্রতাপশালী খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। সারা দুনিয়া তাঁর নামে কম্পিত হয়। ইসলামী খিলাফত তখন সুদৃঢ় অবস্থানে। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর তিনি।

রাজধানী মদীনা ছেড়ে যাত্রা এবার শুরু। কবির ভাষায়—

"তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ চাহি—
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি,
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহুদিন মাস ধরি।
দূর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা বলেছে শত্রু শেষে—
ওমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।

www.nagorikpathagar.org

হায় রে, আধেক ধরার মালিক আমির-উল-মুমেনিন,
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে।". . .

সঙ্গে লাটবহর কিছু নেই। নেই কোন সৈন্য-সামন্ত। দেহরক্ষীর কোন বন্দোবস্ত নেই। সঙ্গে একটি মাত্র উট আর একজন ভৃত্য। উটটিও বেশ দুর্বল ও কৃশ। দু'জন আরোহীর ভার সইতেও রীতিমত কষ্ট হচ্ছে উট্টির। উত্তপ্ত মরু-প্রান্তরে উটের রশি ধরে এগিয়ে চলেছে ভৃত্য। উটের পিঠে বসে আছেন ছিন্ন বসন পরিহিত মুসলিম-বিশ্বের সম্রাট—হযরত ওমর (রাঃ)।

বেশ কিছু পথ এভাবে অতিক্রান্ত হল।

প্রখর সূর্যতাপে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশিতে যেন খই ফোটে। পথ চলতে যেমন কষ্ট হচ্ছে উটটির, তেমনি সংগী ভৃত্যেরও।

মনে ভাবান্তর ঘটল খলীফার।

কেঁদে উঠল তাঁর অন্তর। এ কেমন কথা? মুসলমান প্রজাসাধারণ তো তাঁকে কেবল তাঁদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন মাত্র। নিজের সুখ-ভোগের অধিকার কি আছে তাঁর? ভৃত্যের সেবা তিনি গ্রহণ করছেন, সে-ও তো মানুষ। মানুষ হিসেবে তাঁর কি কোন অধিকার নেই? খলীফা হলেও তিনি তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

ভৃত্যকে তাই বললেন খলীফা—

"ভাই
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উঠে—
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।"

এই বলে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে পথ অতিক্রম করতে শুরু করেন।

মদীনা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত সারা পথ খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এবং তাঁর ভৃত্য দু'জনে পালা বদলে উটের পিঠে চড়ে এগুতে থাকলেন।

জেরুজালেমের কাছাকাছিতে চলে এলেন খলীফা।

আর খানিকটা বাদেই জেরুজালেমের প্রবেশ পথ। এখানে এসে জড়ো হয়েছে জেরুজালেমের খ্রীষ্টান অধিবাসীরা। মুসলমানদের প্রতাপান্বিত খলীফার সাড়ম্বর আগমন নিজেদের চোখে দেখার জন্যে প্রবল তাদের আগ্রহ।

কিন্তু অদৃষ্টের কি লিখন।

শহরে প্রবেশ করার সময় উটের রশি ধরার পালা ছিল স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ)-এর। উটের পিঠে তখন উপবিষ্ট তাঁরই ভৃত্য।

www.nagorikpathagar.org

জেরুজালেমের লোকেরা ভাবল, উটের পিঠে যিনি বসা তিনি নিশ্চয়ই আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)। সুতরাং তাকেই অভিবাদন জানাতে উদ্যত হল তারা।

খলীফা ওমর (রাঃ) তো হেঁটেই আসছেন।

ব্যাপার কি?

সেনাপতি আবু ওবায়দা ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) উভয়েই অবাক। কিংকর্তব্য বিমূঢ়। তথাপি ঝটপট সামরিক কায়দায় জানালেন সালাম। জেরুজালেমের লোকেরা এবার চিনতে পারল, যিনি হেঁটে আসছেন তিনিই স্বয়ং খলীফা। উটের পীঠে যে, সে তাঁরই ভৃত্য মাত্র।

প্রবল প্রতাপশালী ইসলামী দুনিয়ার খলীফাকে এমন বেশে দেখতে পেয়ে জেরুজালেমবাসী খ্রীস্টানরা তো হতবাক! এ কেমন কথা?

ছিন্ন বসন, তালিযুক্ত জামা পরিধান করে খলীফাতুল মুসলেমীন এসে পৌঁছলেন জেরুজালেম নগরীতে। অভূতপূর্ব এ দৃশ্য। রাজ্যের যিনি অধীশ্বর, তিনি এসেছেন হেঁটে উটের রশি ধরে; আর ভৃত্য চড়ে আসছেন উটের পিঠে! ইসলামী সাম্যবাদ আর অবিশ্বাস্য ভ্রাতৃত্বের অপরূপ দৃশ্য দেখে খ্রীষ্টানরা বিস্ময়ে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। কবি এ দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কিনা,
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি, বিশ্ববীণা!
জানি না সেদিন ফেরেশতা তব করেছেকিনা স্তব
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয়, জয় হে মানব।"

খ্রীষ্টান নেতারা এই মহাপুরুষ খলীফাকে অত্যন্ত তাযীমের সঙ্গে শহরে নিয়ে গেলেন। প্রস্তুত হল সন্ধি-পত্র। মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এতে স্বাক্ষর করলেন। অতঃপর মসজিদুল আকসায় দু'রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলেন খলীফা।

এভাবে জেরুজালেম এল ইসলামের পতাকাতলে।

১৫

খলীফা এরপর দৃষ্টি দিলেন মিশরের দিকে।

এ দেশটি তখন ছিল রোমানদের অধিকারভুক্ত। ঐ সময় রোমানরা পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যগুলোতে নানা রকম ষড়যন্ত্র ও উস্কানীমূলক কার্যকলাপে প্রায়ই লিপ্ত থাকত। এ নিয়ে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন খলীফা।

সপ্তদশ হিজরী সাল।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মিশর অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে নিয়োগ করলেন মিশর-অভিযানের সেনাপতি। তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হল কুড়ি হাজার মুসলিম সেনা।

খলীফার নির্দেশ মোতাবেক অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)।

মোটামুটি বেশ কিছু এলাকা দখলও করে নিলেন অনায়াসে। কিন্তু 'ফিসসাত' দুর্গে এসে বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হলেন। তবুও দুর্গ অবরোধ করে অবস্থান নিলেন নিজেদের। খলীফার কাছে আরও সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানালেন। এমতাবস্থায়, খলীফা আরও সৈন্যসহ হযরত জোবায়ের (রাঃ)-কে সেখানে পাঠালেন।

এখন দু'জন সেনাপতির অধীনে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার।

এরপরও প্রায় সাত মাস কাল 'ফিসসাত' দুর্গ অবরুদ্ধ থাকল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? হযরত জোবায়ের (রাঃ) বীর বিক্রমে হামলা চালালেন দুর্গের ওপর। পতন ঘটল দুর্গের।

মুসলমান সেনাবাহিনীর এখন লক্ষ্য ইস্কান্দারিয়া নগরী।

সেদিকেই রওয়ানা হলেন তারা। পথিমধ্যে কিবতী ও রোমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো মুসলমানদের ওপর। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গেই তা প্রতিহত করা হল। অধিকাংশ কিবতী ও রোমানরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। এর ফলে মুসলমানদের নৈতিক শক্তি গেল আরও বেড়ে।

অতঃপর অনায়াসেই ইস্কান্দারিয়ার পতন মুসলিমবাহিনীর কাছে।

প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্য দিয়ে মিশর অধিকারে চলে এল মুসলমানদের। এর আগেই ইরাক-ইরান মুসলমান সাম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ বলতে গেলে এক বিশাল এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম দুনিয়া। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের খলীফা হয়েও তিনি কিন্তু মোটেও বিলাস ব্যসনে দিন কাটাননি। রাষ্ট্র ও মানুষের মঙ্গল চিন্তায় নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখতেন। সুশাসনের দিকে দিয়েছিলেন সুদৃষ্টি।

হযরত ওমর এ ব্যাপারে পরিচয় দিয়েছিলেন যথেষ্ট প্রজ্ঞার।

ভাল করেই জানতেন তিনি—নিজে একা সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ আর প্রজাহিতৈষী হলেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। রাজ্যের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করতে হলে প্রয়োজন তাঁর অধীনস্থ সব শাসনকর্তা যেন ঐরূপ গুণে গুণান্বিত হন। এ জন্যে কোন প্রদেশের শাসনকর্তাকে নিয়োগ দানের সময় তাঁর স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর নিজে সন্তুষ্ট হলে প্রদান করতেন নিয়োগপত্র। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে প্রত্যেক শাসনকর্তাকে নিয়োগপত্র গ্রহণ কালে এই মর্মে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করতে হত ঃ—

(১) খুব বিলাস বহুল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা চলবে না।

(২) কিছুতেই বাসগৃহের দরোজা বন্ধ রাখা যাবে না।

(৩) চালুনির দ্বারা পরিষ্কৃত আটার রুটি খাওয়া চলবে না।

(৪) আর্ত-পীড়িত ও বিপন্ন মানুষের সেবায় সব সময় নিযুক্ত থাকতে হবে।

শুধু কি তাই?

তাঁর পদস্থ, নিম্নপদস্থ সব শ্রেণীর কর্মচারীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্যে তিনি রীতিমত তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। খলীফা এ কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন মুহম্মদ ইবনে মুসলিম-কে।

অন্যদিকে, খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত গ্রহণ করার পর পরই দেশ শাসনের জন্যে গঠন করেছিলেন দুটি পরামর্শ সভা। একটির নাম ছিল 'বিশেষ সভা', অন্যটির 'সাধারণ সভা'। খলীফা প্রায়শই 'বিশেষ সভার' পরামর্শ অনুসারে কাজকর্ম চালাতেন ঃ তবে জটিল কোন সমস্যা দেখা দিলে ডাকা হত 'সাধারণ সভা'। খলীফার গঠিত 'বিশেষ সভা'-র সদস্য ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীরা ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ। যেমন—হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ।

এতসব কিছুর পরও খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন গণতন্ত্রমনা।

সাধারণ মানুষের মতামতকে তিনি সব সময় যথেষ্ট মূল্য দিতেন। তাঁদের বক্তব্য সঠিক হলে হাসি মুখে তা মেনে নিতেন।

একদিনের ঘটনা।

'সাধারণ সভা' চলছে।

খলীফা স্বয়ং বয়ান করছেন ঃ 'হে রাসূল (সাঃ)-এর উম্মত সকল। এ কথা কি ঠিক যে আমি যদি নবীজির সুন্নত আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর রীতিনীতি মান্য করে কোন আদেশ করি তাহলে আপনারা কি তা মান্য করবেন?'

উপস্থিত সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন—'অবশ্যই, হে আমিরুল মু'মেনীন।'

এরপর খলীফা জানতে চাইলেন—'আর যদি তার বরখেলাপ করি, তবে কি করবেন?'

এবার কিন্তু সভার সদস্যরা সবাই নীরব ও নিশ্চুপ।

একজন আর একজনের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। কী উত্তর দেবেন এর?

www.nagorikpathagar.org

কেউ কোন জবাব দিলেন না দেখে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় ঐ প্রশ্ন করলেন।

এবার একটা গুঞ্জন উঠল সভার পেছন দিকে।

কে একজন তরুণ উঠে দাঁড়াল। হাতে তার উন্মুক্ত তলোয়ার।

খলীফা তরুণটির দিকে তাকালেন।

ঃ কিছু বলার আছে?

তরুণটি দৃপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল—আল্লাহ্ না করুক, যদি এমনই হয় তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে আপনার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।

সভার সদস্যরা সবাই থ'।

বলে কি ছেলেটা? এত বড় ঔদ্ধত্য? খলীফার মুখের ওপর কথা?

খলীফার দু'ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক তখন।

ঃ সাবাশ, হে তরুণ বন্ধু আমার।

বলেই কাছে চলে এলেন। বাহু পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন ঐ তরুণকে।

অনুরূপ আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

সেদিন ছিল শুক্রবার।

জুম্মার নামাজের দিন। হাজার হাজার মুসলমান জুম্মার নামাজে হাজির। আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত ইমামের আসনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে খুতবা পাঠ।

চারদিকে তাই পিন-পতন নিঃস্তব্ধতা।

মনে মনে সবাই জপ করছেন আল্লাহর নাম। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ সবাইর। মসজিদের অভ্যন্তর থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এক যুবক।

উপস্থিত জনতার দৃষ্টি এবার সেই দিকে।

কী ব্যাপার?

যুবকটি এবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। সবাই তাকে থামাতে চায়।

ঃ তুমি বস। বসে পড়। এক্ষুণি খুতবা শুরু হবে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা যুবক কিছুতেই বসতে চাইল না। চেঁচিয়ে বলল—আমার একটা কথা আছে। দয়া করে আপনারা শুনুন। হযরত ওমর (রাঃ) এবার যুবকটির দিকে ফিরে তাকালেন।

ঃ বলো, কি তোমার বক্তব্য?

যুবকটি মসজিদ ভর্তি লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল—উপস্থিত ভাইয়েরা আমার। মনে হয়, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, গতকাল আমরা বাইতুল মাল থেকে এক টুকরো করে কাপড় পেয়েছি। ঠিক কিনা?

মসজিদে উপস্থিত মুসল্লিরা যুবকটির কথায় সায় দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ঃ ঠিক। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

এবার যুবকটি স্বয়ং খলীফার প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখালেন।

ঃ ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন। খলীফা আজ যে নতুন জামা গায়ে দিয়ে এসেছেন তা কি ঐ এক টুকরো কাপড় দিয়ে বানানো সম্ভব?

লোকজনেরা একেবারে নিশ্চুপ এ কথা শুনে। পরে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন।

ঃ বলে কী ছোকড়া? খোদ্ খলীফার সামনে এমন কথা?

কেউ কোন কথা বলছে না আর। যুবকটিই বলে চলেছে।

ঃ আমার মনে হয় সম্ভব নয়। অন্তত ওটা বানাতে তিন টুকরো কাপড়ের দরকার পড়েছে। এ কথা ঠিক যে, তিনি আমাদের খলীফা। কিন্তু সে জন্যেই কি তিনি দু'টুকরো কাপড় বেশি নিয়েছেন?

খলীফা সব কথাই মনোযোগ সহকারে শুনলেন।

কিন্তু কিছু উত্তর দিলেন না। কেবল খানিকটা হাসলেন। ঐ যুবকটি কিন্তু তখনো বলে চলেছে।

ঃ আমি খলীফার কাছ থেকে এ প্রশ্নের সদুত্তর চাই। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত খলীফা সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উচিত হবে না তাঁর খুতবা শোনা এবং তাঁর কথা মান্য করা।

মসজিদে জুম্মার নামাজের জন্যে সমবেত মুসল্লিরা একেবারে হতবাক, বাকরুদ্ধ।

খলীফার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ এবার উঠে দাঁড়ালেন।

সমবেত জনমন্ডলীকে লক্ষ করে বললেন—আমি যদি খলীফার পক্ষে উত্তর দেই, হবে কি?

লোকজন ক্ষুব্ধ যুবকের দিকে তাকালেন।

যুবকটি তখন উত্তর দিল—হ্যাঁ, হবে।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ পিতা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিলেন।

এবার যুবকটির উদ্দেশ্যে বললেন—হে যুবক ভাইটি আমার, তুমি ঠিকই বলেছ। এ জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমাকে আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

উত্তরে যুবকটি বলল—করুন।

হযরত আবদুল্লাহ তখন জানতে চাইলেন—গতকাল বাইতুল মাল থেকে যখন কাপড় বন্টন করা হচ্ছিল, তখন লাইনে দাঁড়িয়ে আমিও আমার ভাগের কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করেছিলাম। তুমি কি দেখেছ?

www.nagorikpathagar.org

এবার হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল যুবকটি। হযরত আবদুল্লাহ্ তখন জানালেন—আব্বার পুরনো জামাটা গায়ে দেয়ার অযোগ্য হয়ে গেছে। তাঁর জামার দরকার। কিন্তু হওয়া চাই লম্বা। কাজেই আমার টুকরোটা তাঁকে দিয়েছি।

এরপর উঠে দাঁড়াল খলীফার ভৃত্য।

বলল—আমি কি কিছু বলতে পারি?

উপস্থিত মুসল্লিরা সম্মতি দিলেন। খলীফার ভৃত্য এবার অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে জানাল—আপনারা শুনে রাখুন। আমি নিজেও এক টুকরো কাপড় পেয়েছিলাম ভাগে। বহু অনুরোধ করে ঐ টুকরোটা আমি খলীফাকে দিয়েছি। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে খলীফার জামা।

এবার মসজিদের লোকজন পরস্পর কথাবার্তায় মসগুল হয়ে ওঠে।

যুবকটিও তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বেশ খুশি।

এবার সে উঠে দাঁড়াল।

খলীফাকে লক্ষ করে বলল—ওহে আমিরুল মু'মেনীন। আপনি এখন খুতবা পাঠ শুরু করুন।

অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারে এসে দাঁড়ালেন। উপস্থিত জনতার দিকে বিশেষভাবে তাকালেন।

ঃ হে রাসূল (সাঃ)-এর উম্মতেরা। খুতবা পাঠের আগে দু'একটা কথা বলতে চাই। পারি কি?

একবাক্যে সম্মতি দিলেন সবাই। শুরু করলেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

বললেন—আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, আমি বুঝতে পারলাম যে খলীফা ওমর (রাঃ)-কে শাসন করার এবং তার কাছে জবাব চাওয়ার মত লোকও বর্তমান আছে আমাদের ভেতর।

খলীফা যে কেবল সাধারণ মানুষদের মনোভাবকেই শ্রদ্ধা করতেন তাই নয়, সর্বসাধারণের প্রকৃত অবস্থা আর পারিবারিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে সারাদেশে ছদ্মবেশে লোক নিয়োগ করেছিলেন। তারা খলীফাকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন। সে মতে গৃহীত হত ব্যবস্থা।

স্বয়ং খলীফাও চুপচাপ বসে থাকতেন না।

খিলাফত গ্রহণের পর থেকেই তিনি নিজে সুযোগ মত রাত্রিবেলা শহর ও পল্লী এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন ছদ্মবেশে। গভীর রাতে মদীনার মহল্লায় মহল্লায় এবং অলিতে-গলিতে ছদ্মবেশে চলে যেতেন। নিঃস্ব, গরীব, অনাথ, ইয়াতীম ও বিপদাপন্নদের সংবাদ নিতেন।

সেদিন ছিল গভীর রাত।

www.nagorikpathagar.org

খলীফা হযরত ওমর তাঁর অভ্যেস মত বেরিয়ে পড়েছেন মদীনার এক বস্তি মহল্লায়। হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল একটা কুঁড়ে ঘরের দিকে। কাছাকাছি গেলেন তিনি। আড়াল থেকে দেখলেন, একজন মহিলা উনুনে পাতিল চড়িয়ে কী যেন রান্না করছেন। দুটি শিশু-সন্তান উনুনের পাশে খেলা করছে। মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞেস করছে—আর কতক্ষণ, মা? মহিলা উত্তর দিচ্ছে—আর একটু সবুর করো বাবা, হয়ে এল।

খলীফা দেখলেন শিশু সন্তান দুটির প্রশ্নের জবাবে মহিলা বারংবার ঐ একই উত্তর দিচ্ছেন।

সময়ও বেশ কেটে গেছে ততক্ষণে।

ব্যাপার কী? কৌতূহল হল খলীফার।

এবার তিনি আড়াল থেকে বাইরে বের হয়ে এলেন। মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার মা, আপনি দেখছি অনেকক্ষণ ধরে শিশু-সন্তান দুটিকে একই কথা বলে আসছেন। খাবার দিচ্ছেন না কেন?

মহিলাটি ভীষণ রকম দুঃখী মানুষ।

দুঃখে দুঃখে পাথর হয়ে গেছে তার মন ও হৃদয়। কথাও তাই কম বলে।

কী হবে মানুষকে দুঃখের কথা বলে? কে দেবে সাহায্য তাকে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

খলীফার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত উত্তর দিল মহিলাটি—বাপু, বলে আর কি লাভ? আপনি তো আর খলীফা ওমর নন্ যে, কিছু লাভ হবে আমার।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর গলায় এবার সহানুভূতির স্বর।

ঃ বলেই দেখুন না মা, আপনার জন্যে যদি কিছু করতে পারি।

এই বলে উনুনের পাতিলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

এ কী? পাতিলে তো খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই। শুধু পানি আর কয়েকটা পাথরের নুড়ি!

খলীফার আর বুঝতে বাকি রইল না কিছু।

মহিলাটির দু'চোখও ছলছল করে উঠল। বলল—বাচ্চাদের জন্যে আজ তিনদিন ধরে কোন খাবার যোগাড় করতে পারিনি। তাই ওদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এমন অভিনয় করছিলাম, বাপু! ওরা ঘুমিয়ে পড়লে নিস্তার পাব।....

হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর নিজেকে ধিক্কার দিলেন এ কথা শুনে।

ঃ হায় আল্লাহ, আমি কি জবাব দেব এখন তোমার কাছে? আমার রাজ্যে তোমার মানুষেরা অভুক্ত। আমি কি তাহলে যোগ্য খলীফা? রোজ কিয়ামতের দিন কি জবাব দেব আমি?

আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখ দিয়ে তাঁর পানি বের হয়ে এল।

www.nagorikpathagar.org

মহিলাটি তো অবাক এ ঘটনা দেখে। কী ব্যাপার? কে ইনি?

এর কোন জবাব নেই।

খলীফা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—মা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আর বাচ্চাদেরকেও ঘুমুতে দেবেন না। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি। দেখি, কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি কি না!

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) আর দেরি করলেন না।

মহিলাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন সরকারি খাদ্যগুদামে। সেখান থেকে এক বস্তা আটা আর কিছু চিনি নিজের কাঁধে তুলে ফিরে এলেন আবার।

এবার মহিলাটি কিংকর্তব্য বিমূঢ়।

সে ভেবেছিল, অমন ভাল ভাল কথা তো অনেক লোকই বলে। বিশ্বাস করা যায় ক'জনকে? কিন্তু এ কী দেখছে সে নিজের চোখের সামনে? এ-ও কী সম্ভব?

কিন্তু মহিলাটি যা ভাবেনি, বাস্তবে তা-ই হল সম্ভব।

খলীফা ওমর ভেবেছিলেন, এ মহিলার সন্তানেরা তো তারই প্রজা। তাদের দায়িত্ব তো খলীফার ওপরই ন্যস্ত। এ দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে। না হলে, রোজ কিয়ামতে কি করে তিনি নবী (সাঃ)-কে মুখ দেখাবেন। কী জবাব দেবেন আল্লাহর কাছে। নিজের মনে নিজেই ভাবলেন—

"মম অপরাধে ক্ষুধার শিশুরা কাঁদিয়াছে আজি, তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি।' চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুঃখিনীর আঙিনাতে।"

আটার বস্তা আর চিনির পোটলা অতঃপর নিচে নামিয়ে রাখলেন খলীফা।

ঃ মা, এই নাও। এতে কিছু আটা আর চিনি আছে। তোমার সন্তান দুটিকে রুটি বানিয়ে দাও।

মহিলাটি কথা মত তাই করল।

এবার স্বয়ং খলীফা বাচ্চা দুটিকে নিজের হাতে খাওয়ালেন। মহিলাটিও কিছু রুটি খেয়ে নিল। কিন্তু তার মনের ভেতর বারবার কেবলি খোঁচা দিচ্ছিল—কে এই লোকটা? এমন দয়ালু পরপোকারী? খোদ ফলীফাও বুঝি এমন হয় না।

হযরত ওমর (রাঃ) এবার খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

না, মহিলাটি কোনদিন ওমরকে দেখেনি। তাহলে ও কথা সে বলতো না।

কাজেই এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মা, একটা কথা বলো তো। তোমার এরূপ অবস্থার কথা কি খলীফা জানেন?

আমতা আমতা করেই উত্তর দিল মহিলাটি—হয়তো নয়। কারণ, তার এমন কেউ নেই যে খলীফাকে তার এ দুরবস্থার কথা জানাবে।

www.nagorikpathagar.org

খলীফা সান্ত্বনা দিলেন মহিলাটিকে।

ঃ থাক্, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমি গিয়ে তোমার কথা খলীফাকে জানাব, কেমন?

মহিলাটির কাছে খলীফার পরিচয় গোপনই থাকল। হযরত ওমর (রাঃ)-ও যথারীতি সেখান থেকে চলে গেলেন। তবে পরদিন থেকে ঐ দুঃখীনি মহিলাটির জন্যে বাইতুল মাল থেকে স্থায়ী সাহায্যের বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

এ রকম আরেকটি ঘটনা।

এক প্রবাসী কাফেলা এসে তাঁবু গেড়েছে মদীনার উপকণ্ঠে।

সেদিনও রাতের বেলা।

খলীফা হযরত ওমর ছদ্মবেশে বের হয়েছেন শহরের অবস্থা দেখতে নিজের চোখে। তাঁবুটির দিকে নজর গেল তাঁর। বিদেশীদের তাঁবু, তাই এর যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্যে নিজেই পাহারা দেয়ার মনস্থ করলেন।

রাত গভীর।

খলীফা লক্ষ করলেন, তাঁবুর ভেতরে জনৈকা স্ত্রীলোক। কোলে একটি শিশু। অনবরত সে কেঁদে চলেছে। কিন্তু জননী তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে না। তাই কান্নাও তার থামছে না।

অদ্ভুত ব্যাপার তো?

এবার খলীফা ওমর কৃত্রিম ধমকের সুরে জননীকে বললেন কোলের শিশুটির কান্না থামাতে। বলেই চলে গেলেন অন্যত্র। কিছুক্ষণ পর শুনলেন আবারও সেই শিশুটির কান্না। মা কিন্তু কিছুতেই তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে না।

ক্রুদ্ধ হলেন খলীফাতুল মুসলেমীন। উষ্ণ স্বরে মহিলাটিকে বললেন এবার।

ঃ তুমি কেমন মা, হে? তোমার শিশুটি অবিরত কাঁদছে, আর তুমি তাকে দুধ খাওয়াচ্ছ না? তুমি কি এ শিশুটিকে মেরে ফেলতে চাও?

অতঃপর মহিলটিও ক্ষেপে উঠল।

ঃ কে তুমি, হে? তুমি কি জানো যে খলীফা ফরমান জারি করেছেন কোন শিশু যতদিন স্তন না ছাড়বে ততদিন সে বাইতুল মাল থেকে ভাতা পাবে না? এ জন্যেই আমি জোর করে ওর দুধ খাওয়া বন্ধ করতে চাইছি।

খলীফা সব কিছু উপলব্ধি করতে পারলেন।

মুখে শুধু বললেন—খলীফা তো ভারি অন্যায় কাজ করেছেন তাহলে। না জানি এতে কত শিশুর কষ্ট হয়েছে।

ক্ষিপ্ত মহিলা এবার অনেকটা শান্ত হলেন।

খলীফা সে রাতের মত ফিরে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

পরদিন জারি করলেন নতুন ফরমান ঃ কোন শিশু যেদিন জন্মগ্রহণ করবে, সেদিন থেকেই তার জন্যে ভাতা বরাদ্দ করা হবে বাইতুল মাল থেকে। এছাড়া শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকবে ভাতার পরিমাণও সে অনুপাতে বাড়বে।

আসলে, এ রকমই প্রজা-হিতৈষী খলীফা ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

১৬

মুসলিম বিশ্বের অধীশ্বর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) শুধু কি শাসক হিসেবেই ছিলেন সার্থক ও সম্মানধারী? ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন তিনি? কেমন ছিল তাঁর জীবন-যাপন?....

ইসলাম-পূর্ব জীবনে যেমন ছিলেন উগ্র বদমেজাজী এবং ধর্ম বিদ্বেষী, ইসলাম পরবর্তীকালে কেমন ছিল তাঁর সেই জীবন? এক কথায় এর উত্তর দেয়া যায় না।

দোর্দন্ড প্রতাপশালী এই আমিরুল মু'মেনীন ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। খোদার ভয়ে তাঁর সিংহ হৃদয়ও সব সময় কাঁপতে থাকত।

জানা যায়, একদা তিনি বলেছিলেন—"আপনারা শুনে রাখুন, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ যদি ঘোষণা করেন যে সারা জগতের মানুষের ভেতর মাত্র একটি মানুষ দোজখে যাবে। আর বাকি সবাই যাবে বেহেশতে। ....তাহলে আমার ভয় হচ্ছে, ঐ একজন দোজখী বান্দা আমি ছাড়া আর কেউ নয়।"

তিনি সব সময় নিজেক পাপী ভাবতেন।

আল্লাহর একটি অধম ও নিকৃষ্ট বান্দা মনে করতেন নিজেকে। আর এ কারণে তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয়ের অন্ত ছিল না। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন তিনি। এতেও তৃপ্তি ছিল না তাঁর। তাই ইন্তেকালের দু'বছর আগ থেকেই শুরু করেছিলেন সারা বছর রোজা রাখা। প্রতি বছরই হজ্ব আদায় করতেন। নিজে ইমামতি করতেন আরাফাতের ময়দানে।

তাহলে কি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন তিনি?

না, মোটেই না।

বরং খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি অজু করার জন্যে উপায়ন্তর না পেয়ে একজন খ্রিষ্টান মহিলার কাছ থেকে পানি চেয়ে নিতে কোন রকম দ্বিধা করেননি। তিনি ছিলেন পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত।

শুধু কি তাই?

www.nagorikpathagar.org

মদীনার কবরস্থানের তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন কোন এক খ্রিষ্টানকে। এমনকি নিজের জন্যে রেখেছিলেন খ্রিষ্টান ভৃত্য পর্যন্ত।

আবার অন্যদিকে খলীফা ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ।

এক সময়কার ঘটনা।

কোন এক সময় রণক্ষেত্র থেকে গণিমতের মাল এনে পৌঁছেছে মদীনায়। খলীফা তা যথারীতি বন্টনের ব্যবস্থা করলেন। ঐ সময় রাসূল করিম (সাঃ)-এর বিধবা বিবি ও খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ) নিরতিশয় অর্থ কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। ভাবলেন, পিতার কাছে গিয়ে বিষয়টা খুলে বলা যাক।

এলেন হযরত হাফসা (রাঃ)।

কন্যাকে দেখে স্বভাবতই আনন্দিত হন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ কী ব্যাপার মা, ভাল আছো তো?

মুখখানা কেমন যেন বিষণ্ন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর। বললেন—একটা আরজি নিয়ে এসেছি আব্বা।

খলীফা ঈষৎ চমকিত হলেন।

ঃ আরজি? কি আরজি তোমার, মা?

অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন হযরত হাফসা—আব্বা, আমার বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা তো আপনার জানা আছে।

উত্তরে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) জানালেন—অবশ্যই জানি।

বিবি হাফসা (রাঃ) মাথা নিচু করে বললেন।

ঃ আমার অবস্থা বিবেচনা করে গনিমতের কিছু মাল আমাকে তো দিতে পারেন। আমিও তো এ দেশের লোক, আব্বা।

খলীফার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল।

মেয়ের করুণ অবস্থার কথা তিনি নিজেও জানেন। তাছাড়া তিনি তো উম্মুল মু'মেনীন—স্বয়ং রাসূলুল্লাহর বিবি। আজ রাসূলে খোদা ইহজগতে নেই। কিন্তু পিতা বর্তমান আছেন—যিনি স্বয়ং আমিরুল মু'মেনীন, সারা ইসলামী দুনিয়ার সম্রাট। অদৃষ্টের কী পরিহাস!

সেই কন্যা আজ দান গ্রহীতা হয়ে দন্ডায়মান সেই পিতার সামনে।

কিন্তু নিরূপায় পিতা।

ন্যায়নিষ্ঠ একজন শাসক তাঁর পক্ষে হয়ে কখনোই কন্যাকে গনিমতের মাল প্রদান সম্ভবপর নয়। সুস্পষ্ট ভাষায় তাই জানিয়ে দিলেন তিনি—মা আমার! তোমাকে বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ আল্লাহর রহমতে রাসূলুল্লাহ-র সাহার্য তুমি পেয়েছ। সবই তুমি বোঝ। তুমি আমার কন্যা বিধায় আমার সম্পত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

তোমার হক আছে। কিন্তু বাইতুল মালে তোমার কোন হক নেই। কেননা, এটা আমার সম্পত্তি নয়। তোমার জন্যে আমি অন্য কারও হক নষ্ট করতে পারি না।

পিতার মুখ থেকে এরূপ উত্তর শুনে বিবি হাফসা লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন।

খলীফা নিজেকে সব সময় একান্তভাবেই একজন সাধারণ মানুষ রূপেই কল্পনা করতেন। অহংকার, অহমিকা তাঁর হৃদয়ে কোন দিন দেখা যায়নি। রাসূল করিম (সাঃ) যে দশজন লোকের বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, ওমর (রাঃ) তাঁর একজন হয়েও দিনরাত নিজেকে পাপী মনে করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। ফলে তার চোখ সব সময়েই থাকত ভেজা।

শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, সমাজ জীবনেও তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উচুঁতে।

মক্কার কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই আভিজাত্য তাঁর ছিল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ নিয়ে গৌরব করলেও ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেন। সহজ সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সততা ও সরলতা সে সময়কার মানুষের মনে যথেষ্ট দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিল।

এছাড়া তিনি ছিলেন তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ।

সৎকাজের ব্যাপারে, সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে অন্যরা যে কথা মুখে আনতে সাহস পেত না, হযরত ওমর (রাঃ) তা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করতেন।

শুধু কি তাই?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও তাঁর জীবদ্দশায় দেখা গেছে ধর্মীয় বহু বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতামতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন।

খিলাফত লাভের পর হযরত ওমর (রাঃ) আরও হয়ে উঠলেন কোমল স্বভাবের মানুষ।

আরও ন্যায়নিষ্ঠ হলেন। হলেন আরও দায়িত্ববান এবং আল্লাহ ভীরু।

সে সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর উপঢৌকন আসত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পাঠাতেন রাজস্ব কর। কিন্তু তার একটা কানাকড়িও নিজের জন্যে ব্যবহার করতেন না খলীফা ওমর (রাঃ)। সব কিছুই যথাসময়ে জমা হয়ে যেত রাজকোষে। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি এ দিয়ে তৈরি করতে পারতেন প্রাসাদ-অট্টালিকা। নিজের জন্যে না হোক, অন্তত মুসলিম-দুনিয়ার রাজধানী মদীনাকে সাজাতে পারতেন জাঁকজমকপূর্ণ করে।

কিন্তু না, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর।

এ সবেরও প্রয়োজন মনে করেন নি তিনি। 'মসজিদে নববী'-কেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন রাজদরবার, সচিবালয় আর পরামর্শ-গৃহরূপে। এখানেই সম্পন্ন হত রাজকীয় সব আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ-বৈঠক এবং যাবতীয় আচার-বিচার।

www.nagorikpathagar.org

এখানেই মেঝেতে বিছানো খেজুর পাতার চাটাই।

স্বয়ং খলীফা বসতেন তাতে।

অন্যেরা তাঁকে ঘিরে বসত। এভাবেই নালিশের মীমাংসা করতেন তিনি। এমনকি দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাজা-বাদশা, সেনাপতি ও রাজদূতদের পর্যন্ত সাক্ষাৎ দান করতেন। বোঝার কোন উপায়ই থাকত না, কে আসল খলীফা? ছিন্ন বস্ত্র পাগড়ি, বারটা তালিযুক্ত তবে পরিচ্ছন্ন পিরহান, থাকত গায়ে। পায়ে থাকত ছেঁড়া জুতো। খলীফার এই ছিল পোশাক।

একবার পারস্য সেনাপতি হরমুজান এল মদীনায়।

সে ছিল পারস্যের নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর। মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলায় সেনাপতি করা হয়েছে তাকে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন তার প্রতিকূলে, তখন মুসলমানেরা তাকে অস্ত্র সংবরণের প্রস্তাব দিলেন। হরমুজান এই শর্তে অস্ত্র সংবরণ করলো যে, তাকে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেয়া হবে। আর সেখানে মুসলিম জগতের খলীফার সঙ্গে হবে তার সাক্ষাৎ। তখন তিনি যা ফয়সালা দেবেন, হরমুজান মেনে নেবে তা-ই।

যুদ্ধ থেমে গেল।

মহা সমারোহে হরমুজান রওয়ানা হল মদীনা অভিমুখে। সঙ্গে গণ্যমান্য কিছু অমাত্যবর্গ। এক সময় এসে উপস্থিত হল সে মদীনার উপকণ্ঠে। ভাবল, এবার তো একটু সাজগোজ করতে হয়। হাজার হোক পারস্য রাজ্যের সেনাপতি সে।

অতএব, মুকুট পরলো মাথায়।

গায়ে লাগাল দামি মখমলের পোশাক। কোমরে কারুকাজ করা তরবারি।

অতঃপর, এরূপ বেশে হরমুজান মসজিদে নববীর কাছাকাছি এল।

লোকজনদের জিজ্ঞেস করল—আমিরুল মু'মেনীনের সাক্ষাৎ কোথায় পাওয়া যাবে?

মদীনার লোকেরা আগন্তুককে ঠিক চিনতে পারল না। এ ছাড়া, এ লোকটা যে খলীফা সম্পর্কে কিছুই জানে না সে কথা টেরপেল তার কথাবার্তায়।

এক আরব বেদুইন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল।

হরমুজান তাকেও ঐ প্রশ্ন করল। সে তখন দেখিয়ে দিল মসজিদে নববী।

ঃ ওখানে যান। ঐ তো শুয়ে আছেন তিনি।

পারসিকদের ধারণা ছিল, যার দাপটে পৃথিবী কম্পমান তার দরবার নিশ্চয়ই হবে জাঁকজমকপূর্ণ, অমাত্যবর্গে ঠাসা। কিন্তু এ কী দেখছে হরমুজান?

মসজিদের প্রাঙ্গণে ধূলার শয্যায় শায়িত ঐ লোকটাই হযরত ওমর (রাঃ)?

আসলেও তাই। জীর্ণ কুটির আর ধূলির আসনই ছিল তাঁর সিংহাসন। শক্তির অহঙ্কার আর গর্ব তাকে নোয়াতে পারেনি, বরং বলদর্পীরাই তার কাছে মাথা নুইয়েছে। কবি তাই বলেন—

www.nagorikpathagar.org

..."তুমি পড়নিক নুয়ে,;
ঊর্ধ্বে যারা—পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।"

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যদিও জনশ্রুতি রয়েছে যে তিনি কিছুটা রুক্ষ মেজাজের মানুষ ছিলেন। তবে, এটা নিছক ভ্রান্ত ধারণা। অন্তত ইসলাম গ্রহণের পর তিনি অনেকটাই নরম হয়ে এসেছিলেন। আর খিলাফত গ্রহণের পর তো একেবারেই অন্য রকম। বিচার সভায় এসে অনেকে তার স্বভাব প্রকৃতির ভয়ে কিছু বলতে ইতস্তত করলে তিনি সহাস্যে বলেন—আপনারা যা কিছু বলতে চান, নির্ভয়ে বলুন। কারণ সব কিছু না জানলে বিচার-কাজে ত্রুটি হয়ে যেতে পারে।

কোন একদিন তো বিচার-সভার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেলেন।

ঃ 'হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা। আপনারা যতদিন পর্যন্ত রাসূলে করিম (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর ছায়াতলে ছিলেন, ততদিন আপনাদের ওপরে আমি হয়তো কিছু পরিমাণ কঠোরতা প্রদর্শন করেছি। কিন্তু এখন আমার নিজের ওপরই বর্তিয়েছে খিলাফতের ভার। কাজেই, এখন আর আপনাদের ওপর কঠোর হয়ে থাকা চলে না। তবে'.....

উপস্থিত লোকজন জানতে চাইল—তবে কি?

জলদগম্ভীর কণ্ঠ এবার খলীফার।

ঃ "তবে, একথাও জেনে রাখুন যে অত্যাচারী জালিমদের ওপর আমার কড়া ব্যবস্থা ও কঠোরতা বহাল থাকবে। ঐ ক্ষেত্রে আমি কোনদিন কোমল হব না।"

নিজের পুত্র আবু শামার ঘটনার কথা এখানে বলা যায়।

আপনার সন্তান-সন্ততিকে কোন্ বাবা-মা ভাল না বাসেন? খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-ও তাঁর সন্তান-সন্ততিকে সে রকমই ভালবাসতেন। পুত্র আবু শামার প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতার অন্ত ছিল না।

কিন্তু হলে হবে কী?

আবু শামার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

কঠোর সে অভিযোগ। ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়েছে স্বয়ং খলীফার পুত্রের বিরুদ্ধে। আর সেই বিচার-সভার বিচারকও স্বয়ং খলীফা।

আবু শামা তখন ভীষণ রকম অসুস্থ।

এ কথা ভেবে কেউ কেউ নালিশকারীকে তার অভিযোগ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। কিন্তু সে শুনতে চাইছে না কোন কথা। তারপর আবু শামাকে মার্জনা করে দেয়ার প্রস্তাবও করে কেউ কেউ। না, সেটাও পছন্দ নয় ফরিয়াদীর। তার ঐ এক কথা—'আমি খলীফার কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি।'

www.nagorikpathagar.org

আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) বিচার আসনে উপবিষ্ট।

তিনি আজ আর পিতা নন্ কারও। শুধুই বিচারক। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার পেতে হবে কঠোর সাজা। এখানে পিতা-পুত্র বলে কিছু নেই।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর হৃদয়ও ছিল কুসুমকোমল, অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রের মত কঠোর।

আবু শামার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হল।

খলীফা এর জন্যে শাস্তির হুকুম দিলেন।

আবু শামাকে দোররার কশাঘাতে মৃত্যুদন্ড। কী কঠোর এই সাজা!

কিন্তু কোন উপায় নেই।

যারা দোররা মারছে, তাদের হাতও কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে।

খলীফাতুল মুসলেমীন লক্ষ করলেন। না, এ হয় না। হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপোষ চলতে পারে না। এবার তিনি নিজে উঠে আসলেন। আপনার হাতে শুরু করলেন দোররা মারতে। কাকুতি মিনতি করে বলেছে আবু শামা। প্রাণ ভিক্ষা চাইছে।.....

সে তো হওয়ার নয়। শেষ পর্যন্ত খলীফার নির্দেশ মত চাবুকের আঘাতে প্রাণ হারালো আবু শামা।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ন্যায় বিচারের এই অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ অমর হয়ে আছে। পুত্র আবু শামার কবরের কাছে গেলে আজও যে কোন মানুষের ন্যায় বিচারক ওমর (রাঃ)-এর কথা মনে পড়বে। কবি তাই বলেছেন—

".....আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো
তোমারে সালাম করে।"

এমন যে মানুষটি, কেমন ছিল তার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন?

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত ওমর (রাঃ) জাঁকজমকহীন ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন কাটাতেন। খিলাফত লাভের পরেও তাঁর ঐ মনোভাব বজায় ছিল। তাই দোর্দন্ড প্রতাপশালী খলীফা হয়েও পার্থিব সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের কথা চিন্তা করেন নি।

বেশির ভাগ সময় শুকনো খেজুর ও খোরমা চিবিয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন তিনি।

এ ছাড়া জয়তুনের তেল দিয়ে খেতেন শুকনো রুটি। কখনো যদি সম্ভব হত একটু দুধ অথবা মধু। তবে ঘটনাক্রমে যদি কখনো জুটে যেত সামান্য একটু মাংস বা তরকারি, তবে সেই সময় দুধ বা মধু-স্পর্শ করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

ঃ একটু ভাল আহার করলে কি হয়?

কেউ কেউ মাঝে মধ্যে এরকম প্রশ্ন করত। এর উত্তরে মৃদু হাসতেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। তারপর ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে দিতেন—এত ভাল খাবার খেলে রোজ কিয়ামতে হিসেব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে, তা জানো?

ঘুমুতেন পাতার কুটিরে।

মেঝেতে বিছিয়ে রাখতেন খেজুর পাতার চাটাই। সে-ই ছিল তাঁর নিয়মিত শয্যা। অনেক সময় মসজিদের খালি মেঝের ওপর এলিয়ে দিতেন কর্মক্লান্ত শরীরখানা।

আর চলাফেরার নিয়ম কানুন?

তা-ও খুবই সহজ সরল। গন্তব্য বেশি দূর না হলে হেঁটেই যেতেন খলীফা। আর বেশি দূর হলে, সাহায্য নিতেন একটি উটের।

মোটকথা, খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর দৈনন্দিন জীবন-যাপনের এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত চিত্রলিপি।

আর তাঁর পরিবার-পরিজন? কি তাদের পরিচয়?

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম পূর্ব জীবনে ও ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী কাল মিলিয়ে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন জয়নব। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দীক্ষিত হয়েছিলেন 'ইসলাম' ধর্মে। তবে হিজরতের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন মক্কায়। বিবি জয়নবের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিল এক পুত্র, আর এক কন্যা।

পুত্রের নাম আবদুল্লাহ।

যখন হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আবদুল্লাহ (রাঃ)-ও ইসলামে দীক্ষিত হন। রাসূল করিম (সাঃ)-এর সঙ্গে বহু জিহাদে শরীক হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

কন্যার নাম ছিল হাফসা।

খুনাইছ ইবনে হুযায়ফার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার অদৃষ্টে। হুযায়ফা ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

কিন্তু মানুষের জীবনে কি শুধুই দুঃখ-দুর্দশা থাকে? সুখ-সোহাগ থাকে না? থাকে। রাতের অন্ধকারের পরে যেমন দিনের আলো দেখা যায়, তেমনি হাফসার জীবনেও আসে মহাসুখের শুভক্ষণ।

কি সেই শুভক্ষণ তাঁর জীবনে?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খুবই ইচ্ছে ছিল রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলার।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত নবীজি (সাঃ)-কে অনুরোধ জানালেন—বিধবা হাফসাকে শাদী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা!

নবীজি (সাঃ)-ও খুব পছন্দ করতেন ওমর (রাঃ)-কে।

তাঁর মনে পড়ে গেল, আল্লাহর দরবারে একদা তিনি মোনাজাত করেছিলেন আবু জেহেল কিংবা ওমর—যে কোন একজনকে 'ইসলাম'-এর পতাকাতলে হাজির করে দিতে। আল্লাহ্ সম্ভবত সেদিন পছন্দ করেছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কেই।

এসব ভেবে-চিন্তে রাসূল (সাঃ) তাঁর মত দিলেন।

ওমর-কন্যা হাফসা হয়ে গেলেন রাসূল (সাঃ)-এর বিবি উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা (রাঃ)।

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কারীবা।

উময়াতুল মাখযুমীর কন্যা কারীবা ইসলাম গ্রহণ করে নি। তবুও কিছুকাল ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী হিসেবে বর্তমান ছিল। কিন্তু 'হুদায়বিয়া'র সন্ধির পর মুসলমানদের জন্যে বিধর্মী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ হলে খলীফা তাকে মুক্তি দেন।

এরও অনেক কাল পরের কথা।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর তখন জীবন সায়াহ্নকাল।

এ সময়ে তাঁর ইচ্ছে হল, রাসূল (সাঃ)-এর বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ট একটা সম্পর্ক স্থাপন করার।

কী করা যায়?

ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, হযরত আলী (রাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন হয়?

কিন্তু শুধু খলীফা ওমর (রাঃ) ভাবলেই তো হবে না!

কী মতামত এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর?

যোগাযোগ হল এ বিষয়ে। কিন্তু, হযরত আলী প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দেন। খলীফা তবুও আশা ছাড়েন না।

একই অনুরোধ বারবার করতে থাকেন হযরত আলী (রাঃ)-কে। শেষ পর্যন্ত সম্মত হন হযরত আলী (রাঃ)। সপ্তম হিজরী সালে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

খলীফা ওমর নিজের সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ছিলেন সদয় ও সহৃদয় এবং স্নেহশীল। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর স্বজনপ্রীতি কখনও ছিল না। বহু যোগ্য ও দক্ষ আত্মীয়-স্বজনকেও তিনি রাষ্ট্রীয় পদে অনেক সময় অভিষিক্ত করেন নি। আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আরও তিন পুত্র

www.nagorikpathagar.org

ছিল। তাদের প্রতিও কখনোই তিনি পক্ষপাতমূলক কিছু করেননি। বরং আবু শামা-কে যে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন তা তো ইতিহাসের কালের পৃষ্ঠায় এখন লিখিত।

শুধু কি তাই?

ইন্তেকাল প্রাক-মুহূর্তে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে একটা অছিয়ত করে যান। এতে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি নির্দেশ দিয়ে যান—' আমার অবর্তমানে খলীফার পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে আমার পুত্র আবদুল্লাহ যেন প্রার্থী না হয়।'

অথচ, সে সময়কার প্রধান প্রধান সাহাবাদের মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খলীফা পদের জন্যে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ও উপযুক্ত।

খলীফার জীবন-বৈচিত্রের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের অবতারণা না করলেই নয়।

তিনি ছিলেন প্রখর মেধা সম্পন্ন একজন সুবক্তা।

বক্তৃতার ভাষা হত তাঁর জোরালো, তেজোব্যঞ্জক আর যুক্তিপূর্ণ। তবে বুঝতে কারও অসুবিধে হত না। সহজ ও প্রাঞ্জল ছিল ভঙ্গি। হাদিস, ফেকাহ, সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র থেকে কথা জুড়ে দিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। এমনকি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনায়াস উদ্ধৃতিও দিতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। এর ফলে হযরত ওমর (রাঃ) বক্তৃতা দিতে উঠলে সব শ্রেণীর শ্রোতারাই কিছু না কিছু খোরাক তাতে পেতেন।

এর ওপর আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় ছিল।

কবিতা রচনাতেও প্রচুর উৎসাহ ছিল তাঁর। তবে খুব একটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। কবি-সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলতেন তিনি।

নেতৃত্বের প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আনুগত্য।

খলীফা তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

কিন্তু নবীজি (সাঃ) জীবিত থাকাকালে হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন ইয়েমেনের গভর্ণর। মোয়াজ (রাঃ) ছিলেন আপনভোলা আর দানশীল। ঋণে তিনি ছিলেন জর্জরিত। বিষয়টা রাসূল (সাঃ) জানতেন। তাই তাঁকে গভর্ণর নিযুক্ত করার সময় বলে গিয়েছিলেন—'হে মোয়াজ, তুমি ঋণগ্রস্ত। কাজেই কেউ কোন উপঢৌকন যদি তোমাকে দেয়, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করো। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'

মোয়াজ (রাঃ) দু'বছর ইয়েমেনের গভর্ণর ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে ফিরে আসেন মদীনায়। এ সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন ত্রিশ বোঝা খাদ্য। এ সংবাদ পেলেন হযরত ওমর (রাঃ)। খলীফাকে পরামর্শ দিলেন—হে মান্যবর খলীফা। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মোয়াজ বহু খাদ্য সম্ভার নিয়ে ফিরে এসেছেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) এ কথা শুনে জানালেন—আমি জানি।

হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন—আমার একটা আরজি আছে এ ব্যাপারে।

গম্ভীর কণ্ঠ খলীফার।

ঃ কি আরজি?

না-খোশ গলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ আমার মনে হয়, এতটা ধন-সম্পদ তাঁর প্রাপ্য নয়। কাজেই, মোয়াজ যাতে তার সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে পারেন এমন ধন-সম্পদ রেখে বাকিটা বাইতুল মালে জমা দেওয়ার জন্যে তাঁকে বলা হোক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ সহজে নাকচ করা ঠিক হবে না। বিশেষত, তাঁকে খলীফা নিজেও প্রধান উপদেষ্টারূপে গণ্য করে থাকেন। অতএব, হযরত মোয়াজ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠানো হল।

খলীফার দরবারে এসে যথা সম্মানপূর্বক খলীফাকে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করলেন হযরত মোয়াজ (রাঃ)।

তারপর তাঁকে তলবের কারণ জানতে চাইলেন খলীফার কাছে।

আমিরুল মু'মেনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে সব খুলে বললেন।

এর উত্তরে হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বিনম্র কণ্ঠে খলীফার বরাবরে বললেন তাঁর কথা।

ঃ ইয়া আমিরুল মু'মেনীন। আপনি সম্ভবত জেনে থাকতে পারেন যে, ইয়েমেনে গভর্ণর নিযুক্তির সময় নিজের ইচ্ছায় কেউ যদি কোন উপঢৌকন দিতে চান তাহলে তা গ্রহণ করার জন্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। সে দিক থেকে বিবেচনা করে আমি যে ত্রিশ বোঝা খাদ্য সঙ্গে এনেছি, তা সম্পূর্ণ হালাল বলে আমি মনে করি।

অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন কথা হয়নি।

এর কিছুকাল পরের কথা।

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় হযরত মোয়াজ (রাঃ)-এর ব্যাপারটা খলীফার দৃষ্টিতে আনলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন—"তিনি স্বয়ং নবীজি

www.nagorikpathagar.org

(সাঃ)-এর মনোনীত শাসনকর্তা। তিনি যদি স্বেচ্ছায় তাঁর মাল-সামগ্রী নিয়ে আসেন, তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। আমি তাঁর একটি শস্যকণাতেও হাত দিতে পারব না।"

খলীফার সাফ জবাব শুনে এবার হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই গেলেন মোয়াজ (রাঃ)-এর কাছে।

মোয়াজ (রাঃ) সব কথা শুনলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে।

তারপর যেমন যেমন খলীফাকে বলেছিলেন, ঠিক তেমন কথাই বললেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে। অগত্যা হযরত ওমর (রাঃ) ফিরে এলেন নীরবে।

হযরত মোয়াজ (রাঃ) পরের রাতেই স্বপ্ন দেখলেন।

পানিতে ডুবে যাচ্ছেন তিনি। আর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে উদ্ধার করছেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মোয়াজ (রাঃ)।

এ রকম স্বপ্ন দেখলেন কেন তিনি হঠাৎ?

দারুণ ভাবনায় পড়লেন। অতঃপর ছুটে গেলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর বাড়িতে। স্বপ্নের কথা সব খুলে বললেন। আরও জানালেন—ভাই ওমর (রাঃ)। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। চলো ভাই, এবার খলীফার কাছে যাই।

এরপর মাল-সামগ্রী নিয়ে হযরত মোয়াজ (রাঃ) হাজির হলেন খলীফার কাছে। বিনীতভাবে সে সব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খলীফা বললেন—আপনার কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারব না। সবই আপনাকে দান করলাম।

মোয়াজ (রাঃ)ও খুব পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন।

কিছুতেই রাজি হলেন না খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)।

ঃ আমি জানি, যা আপনি করেছেন তার পেছনে আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর অনুমোদন ছিল। কাজেই, আমাকে আর ও বিষয়ে কিছু অনুরোধ করবেন না।

তখন হযরত ওমর (রাঃ) মুখ খুললেন।

ঃ দেখুন, আপনি ঐ সব সামগ্রী এখন রাখতে পারেন।

খলীফা আবু বকর এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দিকে।

একটু মুচকি হাসলেন ওমর (রাঃ)। খলীফাকে ইঙ্গিত করে বললেন—এ বিষয়টা এখন নেতা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত। আর আমি এটাই চাইছিলাম। আমাদের সবারই উচিত নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।

কিন্তু তারপরও মান-অভিমান চলতো দু'জনার।

একবারের ঘটনা। তখন রাসুল (সাঃ) জীবিত।

www.nagorikpathagar.org

কী একটা ব্যাপার নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর। হযরত আবু বকর ছিলেন নরম স্বভাবের মানুষ। তিনি পরক্ষণেই বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন—ভাই ওমর (রাঃ), আমাকে আপনি মাফ করে দেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) স্বভাবগত ভাবেই ছিলেন একটু রাগী।

অসম্মত হলেন তিনি।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ভাবলেন বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তাই তিনি গেলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ খুলে বললেন। সমস্ত কিছু শুনে নবীজি (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন—'হে আবু বকর (রাঃ)! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।'

এর কয়েকদিন পর।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।

না, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ঐ রকম আচরণ করা তার ঠিক হয়নি।

কাজেই, এর একটা বিহিত করা দরকার।

ছুটে গেলেন তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে। কিন্তু সেখানে তাঁর দেখা পেলেন না।

এবার হযরত ওমর (রাঃ) বিষয়টা নবীজি (সাঃ)-কে গোচরে আনার চিন্তা করলেন।

তাই ছুটে গেলেন মহানবী (সাঃ)-এর কাছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-কে দেখামাত্র রাসূল (সাঃ)-এর মুখ মন্ডলে ফুটে উঠল বিরক্তির ছাপ। কোন কথাও বললেন না তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে।

ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

তিনি সব কিছু বুঝতে পারলেন।

কী করা যায় এখন? রাসূল (সাঃ)-তো মনে মনে গোস্বা করেছেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওপর। সম্ভবত একদা যে কথা জানিয়েছিলেন তিনি, সে কারণেই! অজানা একটা ভয়ে আক্রান্ত হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

অতঃপর আর দেরি করলেন না।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। অনুনয়ের কণ্ঠ তাঁর।

ঃ হে আল্লাহর নবী (সাঃ)। সেদিন আপনাকে যে কথা বলেছিলাম, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। কারণ, সেদিন তাঁর চেয়ে আমার মেজাজই বেশি খারাপ হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সাঃ) বন্ধু আবু বকর (রাঃ)-এর কথা শুনে প্রীত হলেন।

তাঁর চোখে মুখে খুশির ঝিলিক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি তুলে ধরে বললেন—'হে ওমর (রাঃ)! বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ একটি উত্তম কাজ।'

এতে হযরত ওমর (রাঃ) বেশ একটু লজ্জিত হলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে মন কষাকষির ভাব দূর হওয়ায় তাকে প্রফুল্লই মনে হল।

মনের আঁধার কেটে গিয়ে আবার দুজনার ভেতর এক সময় গড়ে উঠত সহৃদয়তার ভাব।

এ রকমই একটা ঘটনার কথা।

মহানবী (সাঃ)-এর পরিচারিকা ছিলেন উম্মে আয়মন।

জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) মাঝে মধ্যে উম্মে আয়মনকে দেখতে যেতেন। উম্মে আয়মনও সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে অনেক দিন বেঁচে ছিল।

তারপর রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন।

নিঃসঙ্গ উম্মে আয়মন নবীজি (সাঃ)-এর কথা ভেবে একান্ত গোপনেই হয়তো ফেলতেন দীর্ঘশ্বাস। এল খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কাল।

হঠাৎ একদিন খলীফার মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের সেই সব কথা।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে নিভৃত আলাপে কথাটা উত্থাপন করলেন। বললেন—হে ওমর (রাঃ), আপনার কি মনে পড়ে যে রাসূল (সাঃ) মাঝে মধ্যে উম্মে আয়মনকে দেখতে যেতেন?

সায় দিলেন কথায় হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ কেন মনে পড়বে না? আমার স্পষ্ট মনে আছে।

এর উত্তরে খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন—তাহলে চলুন, আমরাও গিয়ে তাঁকে দেখে আসি।

প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন—এ তো উত্তম প্রস্তাব। তা' একদিন যাওয়া যায়।....

এর কিছুদিন পর।

আমিরুল মু'মেনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ)-কে নিয়ে উপস্থিত হলেন গিয়ে উম্মে আয়মনের বাড়িতে। উম্মে আয়মন তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে মনের আবেগ আর ধরে রাখতে পারল না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উভয়েই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে, আপনি কাঁদছেন কেন?

www.nagorikpathagar.org

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ।

উম্মে আয়মন এর কোন জবাব দিল না। অতঃপর চোখ মুছে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করল।

ঃ আপনাদের দু'জনকে এভাবে আমার বাড়িতে আসতে দেখে আমার মনটা কেঁদে উঠল। নবীজি (সাঃ)-এর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

এবার উম্মে আয়মনকে সান্ত্বনা দিলেন দু'জনই।

ঃ সেটাই তো স্বাভাবিক। নবীজি (সাঃ) তো প্রায়ই আপনার এখানে আসতেন।

এ কথা শুনে আবারও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে উম্মে আয়মনের দু'চোখ।

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আর তো অহী আসবে না কোনদিন।

এরূপ উত্তরে খলীফা ও হযরত ওমর (রাঃ) দু'জনার চোখই ছলছল করে ওঠে। একজন আরেকজনের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় যেন।

প্রকৃতপক্ষে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবন নানা দিক থেকে বিচিত্র ঘটনার আবর্তে এভাবে বর্ণাঢ্য।

১৭

ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পিতৃবৎসল খলীফা হিসেবে সারা ইসলামী দুনিয়ায় সুপরিচিত।

তাঁর নাম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)।

রাজ্যের সবাই তাকে পিতৃবৎসল খলীফা মনে করতেন। কোনদিন কারও প্রতি তাঁর ছিল না কোন রকম শত্রুতা। কাউকে ভয় করার প্রশ্নও তাই ছিল না তাঁর।

গভীর রাত।

একাকী চলেছেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

অনেক সময় সাহাবীরা বলতেন—হে আমিরুল মুমেনীন। এভাবে একাকী চলাফেরাটা কি ঠিক হচ্ছে?

অবাক হতেন খলীফা।

ঃ কেন? ভয় কিসের আমার? আমি তো মনে করি,আমার কোন শত্রু নেই।

লাটবহর নিয়ে চলাফেরা তিনি পছন্দ করতেন না।

দেহরক্ষীও ছিল না তাঁর।

আগে পিছে থাকত না কোন সৈন্য-সামন্ত।

অথচ, এমন লোকটিকে দেখেই সবাই কাঁপত থরথর করে।

শুধু কি মানুষ?

www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্ধৃত করে 'তিরমিজী' শরীফের হাদিসে বলা হয়েছে—'নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমি ওমর (রাঃ) থেকে পাপীষ্ঠ জ্বীন ও মানবরূপী শয়তানকে পলায়ন করতে দেখেছি।'

আরও মজার কথা।....

খলীফা হয়তো হেঁটে চলেছেন কোথাও।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

কিন্তু কোথায় পাবেন আশ্রয়?

কোন ভাবনা নেই। রাজপথের পাশেই বৃক্ষলতা আছে। তারই ছায়ায় শুয়ে পড়লেন খলীফা। দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নিজের কাছে একটি তরবারিও রাখতেন না তিনি।

এমন যে মানুষটি তিনি আজও ইসলামী জগতে এক অক্ষয় কীর্তির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

কি সেই কীর্তি?

পরিতাপের বিষয় এই যে, এটা অনেকেরই অজানা।

তখন ইসলামের শৈশব জমানা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে ইতোমধ্যে আল্লাহ্তায়ালা পাঠিয়েছেন ফরমান।

কিন্তু মুসলমানদের ঐ নামাজে শামিল করার পন্থা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বিধর্মী কাফেরদের ভয়ে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত গোপনে ডেকে ডেকে নামাজে অংশ নিতে বলা হত।

এর অনেক রকম অসুবিধা ছিল।

প্রথমত অনেকেই খবর পেতেন না। নামাজের সময় অতিবাহিত হচ্ছে কখন, কারও কারও অগোচরেই থেকে যেত তা। বিষয়টা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

এর কী কোন সমাধান আছে? সমাধান বের করা কী সম্ভব?

ভাবতে ভাবতেই মনে হল, নামাজের প্রাক্কালে প্রকাশ্যে যদি মুসলমানদের জামাতে শরীক হতে আহ্বান জানানো যায়, তাহলে কেমন হয়? সবাই 'ওয়াক্ত'-এর কথা জানতে ও শুনতে পারবে। সে মতে আসবে নামাজে যোগ দিতে।

একদিন তাঁর মনের কথা অন্যান্য সাহাবীদের কাছে ব্যক্ত করলেন।

সবাইর পছন্দ হল এ ধারণা। কিন্তু কথা ঐ একটাই।....

কাফেরদের অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা তাহলে বাড়বে আরেক ধাপ। ইতস্তত করলেন অনেকেই এ জন্যে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ধারনায় রইলেন অটল।

www.nagorikpathagar.org

নবীজি (সাঃ)-কে জানালেন তাঁর মনের কথা। শুনে কিছুটা চিন্তিত হলেন রাসূল (সাঃ)।

রাসূল (সাঃ)-এর সম্মতি পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যে আজান দেয়ার নিয়ম-কানুন তৈরি হল।

কিন্তু কে দেবেন এই আজান? সুমিষ্ট গলা কার আছে?

আলাপ-আলোচনার পর বাছাই করা হল হযরত বেলাল (রাঃ)-কে। ভারি মধুময় তাঁর কণ্ঠের স্বর। তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম 'মুয়াজ্জিন'।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহানে সর্বত্র আজান প্রচারিত হয়ে আসছে।

'আজান'-এর অর্থ আহ্বান বা সতর্কবাণী। এর মাধ্যমে মুমীন মুসলমানদের নামাজ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে মসজিদে জামাতে অংশীদার হওয়ার জন্যে জানানো হয়ে থাকে আহ্বান। আর ঐ আহ্বান শুনে প্রতিটি মুসলমানের মনে জাগ্রত হয় আকুলতার ভাব। কবি এ সম্পর্কে বলেছেন—

"কে ঐ শোনাল মোরে আজানের ধ্বনি?
আকুল হইল পরাণ, নাচিল ধমনী।
* * *
চারিধারে আজানের সুর
বাজিল কি সুমধুর"—

'মুয়াজ্জিন'-এর কণ্ঠে প্রতিনিয়ত সুললিত এরূপ আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কোটি মুসলমান ঐ আজান শুনে ব্যাকুল চিত্তে ধাবিত হন নামাজ আদায়ের জন্যে। কিন্তু ক'জন জানেন সেই পুন্য স্মৃতির কথা? এই আজানের পেছনে ইসলামের মহান খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবদানের পটভূমি?

বাস্তবিকই তা অনেকেই জানেন না।

এ রকম নানাবিধ কারণে হযরত রাসূলে করিম (সাঃ)-এর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত মর্যাদাশীল ও বুজুর্গ সাহাবীদের ভেতর হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন অতি উঁচু আসনের অধিকারী।

স্বয়ং নবীজি (সাঃ)-এর বয়ান থেকেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একদিনের ঘটনা।

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলছিলেন ঃ 'আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে, একটা কুয়োর সামনে আমি দন্ডায়মান। কিছুক্ষণ পর ঐ কুয়ো থেকে পানি ওঠাতে শুরু করলাম। কয়েক বালতি পানি ওঠালাম। এরপর আমার পাশেই ছিল আবু বকর। সে-ও ঐ বালতি দিয়ে কিছু পানি তুলল। কিন্তু শরীর তার দুর্বল থাকায় খুব একটা বেশি তুলতে পারল না।

www.nagorikpathagar.org

তারপর ঘটল আরও আশ্চর্য কাণ্ড!

ঐ বালতিটা হঠাৎ প্রকাণ্ড বালতিতে রূপ নিল। ওমর ছিল সেখানে। এবার সে হাতে নিল বালতিটা। তারপর অবলীলাক্রমে কয়েক বালতি পানি ওঠাল। সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে শক্তিশালী আমি আর কাউকে সেখানে দেখলাম না। অতঃপর তার ওঠানো পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম।'

এছাড়া, মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'আশয়াবায়ে মুবাশ্‌শারা'-দের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন নিজের জীবদ্দশাতেই।

ধর্মীয় জ্ঞান-ঐশ্বর্যের ব্যাপারেই কেবল নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবে পার্থিব ও সাংসারিক জীবন সম্পর্কেও তাঁর প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর সেটা হল কৃষি বা চাষাবাদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তাঁর সমসাময়িক অনেক সাহাবীর ভেতর তা ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) তখন মদীনায় চলে গেছেন হিজরত করে। সেখানে জনৈক মদীনাবাসীর কাছ থেকে বর্গা নিলেন কিছু জমি। মনোযোগ দিয়ে চাষাবাদ করলেন। আশানুরূপ ফসলও পাওয়া গেল। অর্ধেক বুঝিয়ে দিলেন জমির মালিককে, বাকিটা গ্রহণ করলেন নিজে।

আরও একটি ঘটনা।

তখন খয়বর যুদ্ধ শেষ। নবী করিম (সাঃ) সাহাবাদের ভেতর কিছু জমি বন্টন করে দিয়েছেন। ঐ সূত্রে হযরত ওমর (রাঃ)-ও একখন্ড ভাল জমি পেলেন। এরপর জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন আরও একখন্ড উৎকৃষ্ট উর্বর জমি। এগুলোতে তিনি নিজে চাষাবাদ শুরু করলেন। বেশ কিছুকাল এতে ভাল ফলন হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি তিনি এ জমিগুলোকে রূপান্তরিত করেছিলেন ফলের বাগানে। অতঃপর ইন্তেকালের আগে এই দু'খন্ড জমি জনহিতকর কাজে দান করে গেছেন।

বোঝা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন কর্মী পুরুষ।

নিষ্কর্মার মত বসে থাকা কখনোই তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কাজকর্ম ছাড়াও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ ইত্যাদিতে মন দিয়ে সময় কাটাতেন তিনি।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে খলীফা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

তাঁর দু'বছর তিন মাসের খিলাফতকালে বলতে গেলে হযরত ওমর (রাঃ)-ই ছিলেন তাঁর ডান হাত—প্রধান উপদেষ্টা। যখনই ডাক পড়েছে, ছুটে গেছেন খলীফার কাছে। খলীফাও অত্যন্ত বিশ্বস্ত মনে করে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে দিয়েছেন। বলা যায়, বরং এর মধ্য দিয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফার উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন।

শুধু কি তাই?

স্বয়ং নবীজি (সাঃ)-এর আমল থেকে শুরু করে আমিরুল মু'মেনীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছিল, হযরত ওমর (রাঃ) তার সবগুলোতেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তারপর এক সময় তিনি খলীফা নিযুক্ত হন।

তখনকার ঘটনা।

ইরাকের 'কাদসিয়ার যুদ্ধ' প্রস্তুতি চলছে।

হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হয়েও ঐ যুদ্ধে অংশ নেয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন।

ওদিকে খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁর মাথায়।

কী করা যায় এখন?

তিনি কি স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন? না কি মদীনায় অবস্থান করে তা পরিচালনা করবেন?

এ বিষয় মনস্থির করতে পারছিলেন না। অবশেষে 'সাধারণ পরিষদ' ও 'বিশেষ পরিষদের' সভা আহ্বান করলেন। উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—কি করণীয় আমার?

দীর্ঘ আলোচনা হল।

সদস্যরা একমত হতে পারলেন না। পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করলেন তাঁরা। 'সাধারণ পরিষদে' সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার। পক্ষান্তরে, বিশেষ পরিষদের সভার সদস্যরা মনে করলেন যে মদীনায় থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করাই খলীফার পক্ষে সমুচিত।

খলীফা এবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন।

তাঁর মনে উদয় হল খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কথা। সিরিয়া অভিযানের আনুপূর্বিক সব ঘটনা। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেনাদল পাঠিয়ে খলীফা অবস্থান নিয়েছিলেন মদীনায়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্যে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কেই মদীনায় রেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন হযরত ওসমান (রাঃ)-কে।

অতঃপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যাওয়ার বিশেষ পরিষদের সিদ্ধান্তকেই অনুমোদন করলেন তিনি।

মদীনায় থেকে ডুবে রইলেন খিলাফতের কাজে।

যুদ্ধের খবরাখবর রাখতেন প্রতি মুহূর্তে। দিতেন প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে, খিলাফত লাভের শুরু থেকেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের চাপ প্রচণ্ডভাবে পড়েছিল তাঁর ওপর। খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলের শেষ ভাগ থেকেই একদিকে যেমন মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন প্রসারিত হয়েছিল অনেক, তেমনি শাসনের কাজেরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল পরিধি।

ফলে সারা দিনে অবসর প্রায়ই পেতেন না।

আর রাত্রিবেলা?

বেশির ভাগই কাটত ইবাদত-বন্দেগীতে। ফাঁকে ফাঁকে সময় বের করে গভীর রাতে রাজ্যের নানা জায়গায় ছদ্মবেশে গোপনে গোপনে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের অবস্থা দেখতেন নিজের চোখে। শুনতেন নিজের কানে। পরে তাদের দুঃখ-কষ্ট আর অভাব-অনটনের ব্যবস্থা নিতেন।

এমনি এক রাতের ঘটনা।

বৃদ্ধ এক খ্রীষ্টান লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা।

অত্যন্ত দুর্বল শরীর। একটা গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে কোঁকাচ্ছে। লোকটাকে দেখে খলীফার মনে দয়ার সঞ্চার হল।

খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে তোমার? দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ কষ্ট তোমার। কিসের কষ্ট?

লোকটা কোন রকমে উত্তর দিল—বাপু, আমি সারা দিন লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করি। এ দুর্বল শরীরে কত আর সইবে, তুমিই বলো?

এবার জবাব দিলেন খলীফা—তাতো বটেই! কিন্তু তুমি এত কষ্ট করছ কেন এ দুর্বল শরীর নিয়ে? সাহায্য করার মত তোমার কি আর কেউই নেই?

দুঃখ ভারগ্রস্থ লোকটা এবার নিদারুণ আক্ষেপ করল।

ঃ কি আর বলবো, বলো। খলীফা আমাদের ওপর 'জিজিয়া' ধার্য করে রেখেছেন। ঐ কর শোধ করার মত আমার কেউ নেই। কারও থেকে যে সাহায্য নেব, এমন লোকও নেই আমার। উপায়ন্তর না দেখে ভিক্ষা করতে বের হয়েছি, বাপু।

খলীফাতুল মুসলেমীন খ্রিস্টান লোকটার কষ্ট দেখে মর্মাহত হলেন।

নিজেই কিছু টাকা দিলেন সাহায্য হিসেবে। তারপর বাইতুল মালের অধ্যক্ষকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যেন বৃদ্ধ আর দুর্বল লোকদের বাইতুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়।

আরও এক রাত্রির ঘটনা।

ছদ্মবেশে বের হয়েছেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

যাচ্ছিলেন এক বস্তির ভেতর দিয়ে। হঠাৎ একটা ঘর থেকে তাঁর কানে জনৈকা মহিলার অনুচ্চকণ্ঠ বিলাপের আওয়াজ এল। খবর নিয়ে তিনি জানতে

www.nagorikpathagar.org

পারলেন, ঐ তরুণী মহিলা স্বামীর জন্যে বিলাপ করছে। কারণ, তার স্বামী দীর্ঘদিন হল যুদ্ধ করতে বিদেশে অবস্থান করছে।

খলীফা ওমর (রাঃ) খুবই ব্যথিত হলেন।

সৈন্যদের এভাবে বিদেশে যুদ্ধে পাঠিয়ে কত না অভিশাপ তিনি কুড়াচ্ছেন!

না, এর একটা বিহিত করা দরকার।

ঘরে ফিরে এলেন হযরত ওমর (রাঃ)। কন্যা উম্মুল মু'মেনীন বিবি হাফসার সঙ্গে শলা পরামর্শ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই সুপারিশ মোতাবেক নির্দেশ জারি করা হল যে, কোন সৈনিককে চার মাসের বেশি একাধারে বিদেশে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখা যাবে না।

এ সব ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ইসলামের মহান খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) দিনে -রাতে ইসলাম ও খিলাফতের কাজে, প্রজা হিতৈষণার কর্মযজ্ঞে নিজেকে সব সময়ই ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর একথা সর্বদা স্মরণে ছিল, রাসূল (সাঃ) বলতেন ঃ 'কর্মের মাঝে লিপ্ত থাকাকেই বলে জীবন। আর কর্মনিষ্ঠা একটা ইবাদত।' বস্তুত, সারাজীবন খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ আদর্শকেই অনুসরণ করে চলেছেন।

১৮

আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পৃথিবীর আরও অনেক নবী ও রাসূলের মত অনেক ঐশী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তার বুজর্গ সাহাবাদের কেউ কেউও অনুরূপ কিছু কিছু ঐশী শক্তি পেয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রেও এরূপ কিছু 'মোজেজা' বা ঐশী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন রাসূলে করিম (সাঃ)-এর নিজ বংশোদ্ভুত, আত্মীয়তার সম্পর্ক-সূত্রে শ্বশুর এবং সম্মানিত বুজর্গ সাহাবাদের ভেতর সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। এ কারণে, তাঁরও কিছু কিছু ঐশী শক্তি থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বুজর্গীতে এবং ঐশী শক্তিতে এতটাই শক্তিশালী ছিলেন তিনি যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন উক্তি করেছিলেন—"হে ওমর! নিশ্চয়ই তোমাকে শয়তানও ভয় পেয়ে থাকে।'

সে যাইহোক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঐশী শক্তি সম্পর্কে প্রথমেই যেটির কথা উল্লেখ করা যায়, সেটি হচ্ছে এই যে তিনি যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে বলতেন—এটা এ রকম হবে, তখন তা সত্যই সেরূপ হত।

www.nagorikpathagar.org

একদিনের কথা।

কোন এক মজলিসে উপবিষ্ট খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

নানা রকম কথাবার্তা চলছে সেখানে। হঠাৎ একটা লোক তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি কিছুক্ষণ লোকটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন।

উপস্থিত সবাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে, হে আমিরুল মু'মেনীন?

খানিকটা চমকে উঠলেন খলীফা।

ঃ না, তেমন কিছু না। ঐ যে লোকটা গেল, ওকে দেখছিলাম।

সবিনয়ে জানতে চাইলেন সবাই—কে ঐ লোকটা?

যথেষ্ট গম্ভীর গলা খলীফার।

ঃ আমার ধারণা হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'-এর যুগে জ্যোতিষী ও গণক ছিল। এবং এখনও তা-ই।

লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসা হল।

বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই কথা বলল লোকটা—হে খলীফা, আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) বেশ কোমল কণ্ঠেই বললেন—হ্যাঁ।

আনত মুখেই লোকটা উত্তর ছিল—কিন্তু কেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

মৃদু হাসলেন খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ আরে ভাই, বলার জন্যেই তো ডাকা হয়েছে। না কি?

চুপচাপ কাটল কিছুটা সময়।

অতঃপর খলীফাই প্রসঙ্গটা তুললেন।

ঃ আমার মনে হয়, তুমি জাহেলিয়াতের যুগে জ্যোতিষী ও গণক ছিলে। ঠিক না?

অল্প সময়ের জন্যে মুখ তুলে তাকাল লোকটা। বলল—আপনার মত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

এর উত্তরে সরাসরি জানতে চাইলেন খলীফা।

ঃ সে কথা থাক্। তুমি এখন কী অবস্থায় আছ, তাই বলো।

লোকটা বলল—আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি 'অন্ধকার যুগে' একজন প্রসিদ্ধ গণক ছিলাম। এখনও ঐ মতবাদে বিশ্বাস করি।

স্মিত হাসি হেসে খলীফা লোকটাকে অতঃপর বিদায় করে দিলেন।

আরও একদিনের কথা।

হযরত ওমর (রাঃ) পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক লোকের সঙ্গে দেখা। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটাকে থামালেন। বললেন—তোমার নাম কি হে?

www.nagorikpathagar.org

লোকটা ঈষৎ বিরক্ত হল।

বলল—কি দরকার আপনার?

মোলায়েম কণ্ঠে হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন—দরকার তেমন নেই, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তরে উষ্মা প্রকাশ করে লোকটা বলল—আগুনের ফুলকি।

এবার খানিকটা চাপা হাসলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ বাহ্!বেশ নাম তো তোমার। আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি?

রীতিমত রেগে গেল লোকটা।

বলল—অগ্নিশিখা। এবার খুশি হয়েছেন তো?

হযরত ওমর (রাঃ) দমার পাত্র নন্।

পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—তা বাপু, তোমরা কোন্ গোত্রের লোক?

লোকটা এবার একেবারেই অগ্নিশর্মা। চটে গিয়ে গরম মাথায়ই উত্তর দিল—প্রজ্জ্বলন গোত্রের। আর কিছু জানার আছে?

হাসলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ আছে। আর একটা মাত্র প্রশ্ন। করবো?

লোকটা এবার হঠাৎ একটু যেন শান্ত হল। বলল—করুন, কী প্রশ্ন আপনার?

হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে লোকটাকে বললেন—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ঠিক কি না?

আনতমস্তকে মাটির দিকে তাকিয়েই বলল লোকটা—হ্যাঁ, ঠিক।

এবার উপদেশের ঢংয়ে বললেন হযরত ওমর (রাঃ)—তাহলে আমার কথায় রাগ করছ কেন, তুমি। আমি তো এমন কিছু জিজ্ঞেস করি নি যাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

লোকটা খুবই লজ্জিত হল।

বলল—আপনি কিছু মনে করবেন না। বলুন, কী আপনার শেষ প্রশ্ন?

অতিশয় মোলায়েম স্বরে জানতে চাইলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ তোমার বাসস্থান কোথায়?

এবার শান্ত মেজাজেই উত্তর দিল লোকটা—উত্তর মরুভূমিতে।

হযরত ওমর (রাঃ) আর হাসি থামাতে পারলেন না।

হাসতে হাসতেই বললেন—দ্যাখো, উত্তর মরুভূমি বেশ বড়সড়ো এলাকা। তাই জানতে চাইছিলাম, উত্তর মরুভূমির কোন এলাকায় তোমার বাসস্থান?

আবার হঠাৎ মাথা গরম হয়ে পড়ল লোকটার। বলল—শিখাময় এলাকায়।

বিস্ময় প্রকাশ করলেন হযরত ওমর (রাঃ)

www.nagorikpathagar.org

ঃ তাই নাকি? তাহলে তাড়াতাড়ি যাও, নিজ গোত্রের খবর লও গিয়ে। পুড়ে না সবাই ভস্ম হয়ে গেছে!

একথা শুনে অজানা এক আশংকায় আঁতকে উঠল লোকটা।

আর দেরি করল না সেখানে। দ্রুত নিজের বাসস্থানের দিকে ছুটল। গিয়ে দেখতে পেল—সত্যি, তার গোত্রের সবাই পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

১৯

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সারাটা জীবন ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শে উজ্জীবিত প্রাণ। এক সময় হযরত ওমর (রাঃ) আর রাসূল মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সে রকম কোন এক সময়ের কথা।

নবী করিম (সাঃ) সে সময় পুরো একমাস ধরে বিবিদের থেকে পৃথক অবস্থান করছিলেন। বেশ কিছুকাল ব্যাপারটা গোপন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর থাকল না। বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ল। সাহাবীরা এতে অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হলেন। নিজেদের ভেতর শুরু হল বলাবলি।

ঃ কি জানি বাপু, নবীজি (সাঃ) হয়তো বিবিদেরকে তালাক দিয়েই দিয়েছেন।

এ পর্যন্তই।. . .

আসলে, ঘটনাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল কেউ ছিলেন না।

হযরত ওমর (রাঃ) ভাবলেন, বিষয়টা সম্পর্কে যখন নানা কথা হচ্ছে তখন এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনাটা জানা দরকার। না হলে অদ্ভুত রকমের জল্পনা-কল্পনার জন্ম হতে পারে।

সুতরাং একদিন গেলেন রাসূল করিম (সাঃ)-এর বাড়িতে।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বারবার কড়া নেড়েও ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না।

কী করা যায় এখন?

নবীজি (সাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা করতেই হবে যে করেই হোক।

এবার অন্য একটা বুদ্ধি করলেন।

ভাবলেন, রাসূল (সাঃ) হয়ত মনে করতে পারেন কন্যা হাফসার খবর নিতে এসেছেন তিনি।

এ রকম মনে করে বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলেন।

ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি হয়ত ধারণা করেছেন যে, আমি আমার মেয়ে হাফসার ব্যাপারে কিছু অনুরোধ করতে এসেছি। কিন্তু আসলে তা নয়।'

www.nagorikpathagar.org

এরপরও কোন জবাব এল না ভেতর থেকে।

এখন কি করতে পারেন হযরত ওমর (রাঃ)? আর কি পথ আছে খোলা?

উপয়ান্তর না পেয়ে আরও চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন—'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আপনার নির্দেশ পেলে আমি নিজের হাতে হাফসা-কে হত্যা করতে পারি।'

হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ওমর (রাঃ)-এর মুখে এ রকম কথা? ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) ঘরের ভেতর ডেকে নিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে।

এবার দু'জন মুখোমুখি।

হযরত ওমর (রাঃ) সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলাম। কোন আপত্তি আছে?

নবীজি (সাঃ) বললেন—না, না। কোন আপত্তি নেই।

অতঃপর, হযরত রাসূল (সাঃ) লোকজনের মুখে শোনা বিভিন্ন রকম জল্পনা-কল্পনার কথা খুলে বললেন। রাসূল (সাঃ) মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন।

জানতে চাইলেন নবীজি (সাঃ)-এর কাছে।

ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি কি সত্যসত্যই আপনার বিবিদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন?

মৃদ হাসলেন নবীজি (সাঃ)।

ঃ না, কখনোই না।

শুনে খুশি হলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ যদি অনুমতি করেন তাহলে এ শুভ সংবাদটা সাহাবীদেরকে জানিয়ে দিতে চাই। কারণ, এ বিষয়ে কথা রটেছে।

রাসূল (সাঃ) সম্মতি দিলেন।

পরে, এ ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল। বন্ধু হিসেবে বন্ধুর কাজই করেছেন হযরত ওমর (রাঃ)!

এ বন্ধুত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময়।

চারদিকে রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর প্রচারিত হয়ে গেছে। সব মুসলিম নর-নারী গভীর শোকে বিমর্ষ। প্রিয় বন্ধুর ইন্তেকালে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন তাই হযরত ওমর (রাঃ)।

কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এল।

কিন্তু সবাই দেখল, মতিক্রম ঘটেছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

www.nagorikpathagar.org

উন্মুক্ত এক তরবারি তাঁর হাতে।

দিশেহারার মত চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন তখন তিনি।

ঃ 'আয় দেখি ব্যাটা, কে বলেছে নবীজি (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন? কার এত সাহস এ কথা বলার? যে বলবে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, আমি তাঁকে হত্যা করব।'

এমন দৃঢ় ও আন্তরিক যে বন্ধুত্ব, তাকে নবীজি (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই এভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন—"একথা নিশ্চয়ই সত্যি যে, আল্লাহতায়ালা ওমর (রাঃ)-এর মুখ ও অন্তরকে সত্যের ওপর সঞ্জীবিত রেখেছেন।"

একথা সব সময়ই মনে রাখতেন হযরত ওমর (রাঃ)।

এমনকি খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পরেও তিনি রাসূলুল্লাহর নির্দেশিত পথ ও দৃষ্টান্ত থেকে তিল পরিমাণেও বিচ্যুত হননি। সে রকম কথা ভাবতেও পারতেন না কখনো।

একবার।....

কয়েকজন শীর্ষ সাহাবা এসে ধরলেন উম্মুল মু'মেনীন বিবি হাফসাকে।

ঃ আপনার আব্বার কাছে আমাদের একটা অনুরোধের কথা জানাবেন।

বিবি হাফসা জানতে চাইলেন—কি ব্যাপারে?

সাহাবারা তখন সব কথা খুলে বললেন। খলীফা বাইতুল মাল থেকে যে ভাতা পান, সাহাবাদের মতে তা যথেষ্ট নয় বিধয় তারা ঐ ভাতার পরিমাণ আর একটু বাড়াতে চান। এতে খলীফার সম্মতির দরকার।

একথা শুনে বিবি হাফসা চিন্তিত হলেন।

বললেন—আপনাদের কথা আমি বলবো। তবে আমার মনে হয়, আব্বা এতে সম্মত হবেন না।

অতপর সময় করে কথাটা খলীফার কানে তুললেন বিবি হাফসা (রাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেহারায় ফুটে উঠল অসন্তুষ্টির ভাব। তিনি কন্যাকে বললেন—হে হাফসা, তুমি তো শুধু আমার কন্যা মাত্র নও। তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় এখন—তুমি রাসূল (সাঃ)-এর পত্নী, উম্মুল মু'মেনীন।

এমন সম্বোধনে লজ্জাবনত হলেন বিবি হাফসা।

বললেন—আমি যা-ই হই না কেন, আপনি কি আমার শ্রদ্ধাভাজন বাবা নন?

মৃদু হাসলেন খলীফা।

ঃ সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি নবী-পত্নী হিসেবে কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে করতে চাই।

হযরত হাফসা স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন।

ঃ বলুন আব্বাজান, কি জানতে চান আপনি?

www.nagorikpathagar.org

খলীফা আমিরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) জানতে চাইলেন—তোমার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে দামি পোশাক কি ছিল?

উত্তরে জানালেন হযরত হাফসা—দু'খানা সবুজ রঙের কাপড়। জুম্মার দিন অথবা কোন বিদেশী গণ্যমান্য মেহমান এলে নবীজি (সাঃ) তা পরতেন।

পাল্টা প্রশ্নের পালা।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন—রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন উৎকৃষ্ট খাবার খেতেন?

খলীফা-কন্যা হাফসা উত্তর দিলেন—আমরা প্রায়ই যবের রুটি খেতাম।

পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন হযরত ওমর (রাঃ)—তোমার ঘরে নবী (সাঃ)-এর কোন্ বিছানা ছিল উৎকৃষ্ট?

হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কণ্ঠ এবার প্রায় বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

বললেন তিনি—হে আমার প্রিয় আব্বাজান, দয়া করে আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

কিন্তু খলীফা নাছোড়বান্দা।

ঃ মা হাফসা। আর প্রশ্ন আমি করবোনা। শুধু যেটা করলাম, তার উত্তরটাই দাও।

বিবি হাফসার দু'চোখের কোণে তখন পানি জমে উঠেছে।

প্রায় ক্রন্দনরত অবস্থা তাঁর।

ঃ আব্বাজান আমার ঘরে একখানা পুরু কাপড় ছিল। গরমের দিনে সেটা চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম। আর শীতকালে অর্ধেক বিছিয়ে দিতাম, বাকি অর্ধেক গায়ে দিতাম।

এবার হেসে উঠলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ মা আমার। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, তোমার স্বামী ছিলেন আমার প্রিয় রাসূল (সাঃ)। আর সেই সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। আমি কি তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম কিছু করতে পারি?

আরও একটা ঘটনার কথা।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তখন ইসলামী দুনিয়ার দোর্দন্ড প্রতাপশালী নেতা।

কত রাজ-রাজড়ার প্রতিনিধি, রাজদূত আর অমাত্যবর্গ আসেন তাঁর সাক্ষাতের জন্যে। কিন্তু নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ভাবনা নেই খলীফার।

সেই চিরাচরিত পোশাক।

বারো তালিযুক্ত পিরহান, জীর্ণ পাগড়ি আর ছেঁড়া জুতো।

কোন কোন সময় শীর্ষ দু'একজন সাহাবী এতে মৃদু আপত্তি তুলতেন।

www.nagorikpathagar.org

ঃ হে আমিরুল মু'মেনীন। আপনার এ দীনহীন পোশাকে কি ইসলামী দুনিয়ার কোন বদনাম হতে পারে না? জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিতেন খলীফা ঃ না, আমি তা মনে করিনা। আপনারা ভুলে যাবেন না, আমার রাসূল (সাঃ)-ই আমার প্রিয় আদর্শ—অন্য কিছু নয়।

সে সময়েই একদা খলীফার ঘরে এলেন দুই নবী-সহধর্মিনী।

একজন হযরত আয়েশা (রাঃ), অন্যজন নিজেরই কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ)।

নানা প্রসঙ্গে আলাপ হল।

হতে হতেই প্রথঙ্গটা উঠে গেল খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবনযাত্রার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন—'আমিরুল মুমেনীন! আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আল্লাহতায়ালা আপনাকে আজ খলীফার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন?'

খলীফা বলে উঠলেন, 'নাউজুবিল্লাহ'!

অতঃপর বিনীতিভাবে হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন—হে আয়েশা (রাঃ)। আপনি যেমন রাসূলুল্লাহর প্রিয় পত্নী, তেমনি আমাদের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যাও বটে। নয় কি?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন হযরত আশেয়া (রাঃ)।

ঃ অবশ্যই।

এবার দু'চোখে জিজ্ঞাসা খলীফা ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ তাহলে বলুন, ঐ প্রশ্নটা কেন আপনার?

হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবার হযরত হাফসা (রাঃ)। তারপর দু'জন যুগ্মভাবে কথাটা ওঠালেন।

ঃ আমিরুল মু'মেনীন! আমরা জানি, আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কিছুই হয় না। আজ আপনি সারা দুনিয়ায় যে মর্যাদার আসনে আসীন, তা-ও পরম করুণাময়ের রহমতে। কিন্তু তারপরেও একটা কথা থেকে যায়।

আমিরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) জানতে চান—কি সে কথা?

দুই নবী-সহধর্মিনী সম্মিলিত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন দৃঢ়কণ্ঠে।

ঃ আপনার পদ-মর্যাদার কারণেই দেশ-বিদেশের নামী-দামি লোকেরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তাই আমরা মনে করি, আপনার জীবনযাত্রার মান একটু উন্নত হওয়া দরকার।

এ কথা শুনে মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হলেন খলীফা। কিন্তু মুখে প্রকাশ করলেন না।

www.nagorikpathagar.org

যথেষ্ট কোমল-কণ্ঠেই বললেন—এ সব কথা শুনে আমার দুঃখ হচ্ছে এ জন্যে যে, আল্লাহর রাসূলের সহধর্মিনী হয়ে আমাকে পার্থিব ভোগ বিলাস গ্রহণের উৎসাহ যোগানো হচ্ছে।

অতঃপর পৃথক পৃথকভাবে খলীফা কথা বললেন দু'জনার সঙ্গে।

ঃ হে আয়েশা। আপনি কি ভুলে গেলেন যে নবীজি (সাঃ)-এর একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছিল—যা তিনি দিনে ব্যবহার করতেন পিরহান হিসেবে, আর রাতে তা বিছিয়ে ঘুমুতেন?

কন্যা হাফসা-কে বললেন—মা, হাফসা। তুমি কি ভুলে গেছ সে রাতের কথা যখন তুমি বিছানার অর্ধেক দিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে ঢেকে দিয়েছিলে, আর বাকিটাতে তিনি নিদ্রিত ছিলেন?

বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন খলীফা ওমর (রাঃ)। বললেন—আমার রাসূল (সাঃ) আমার বন্ধুর দৃষ্টান্ত থেকে আমি কখনোই দূরে সরে যেতে পারবো না।

২০

হযরত (রাঃ) প্রবল পরাক্রমশালী খলীফা ছিলেন।

যেমন ছিল তাঁর ক্ষমতা, তেমন ছিল দয়া-মায়া।

আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবনে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এক সময়কার ঘটনা।

সাঈদ ইবনে ইয়ারবু নামে একজন সাহাবী ছিলেন।

যেমন ধর্মভীরু, তেমনি সৎ। জামাতে নামাজ আদায়ে কখনো অনুপস্থিত দেখা যায় না তাকে।

তখন বয়স হয়ে গেছে তাঁর।

হাঁটতে চলতেও পারেন না ঠিক মত।

খলীফা আমিরুল মু'মেনীন অনেকদিন ধরে লক্ষ করছেন জুম্মার দিনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবু জামাতে অনুপস্থিত থাকছেন। কী ব্যাপার? এমন তো হওয়ার কথা নয়।

নিজে বেরুলেন খোঁজ নিতে।

ঃ কী ভাই সাঈদ, অনেকদিন ধরে জুম্মার নামাজে আপনাকে দেখছিনা। কী ব্যাপার?

বৃদ্ধ সাঈদ ইবনে ইয়ারবু বললেন—হে খলীফাতুল মুসলেমীন, অন্য কোন ব্যাপার নয়। বয়স হয়ে গেছে, এখন আমি অন্ধ হয়ে গেছি। একাকী আর পথ চলতে পারি না।

www.nagorikpathagar.org

কথা শুনে খলীফা চিন্তিত হলেন।

পরে জানতে চাইলেন—আপনাকে মসজিদে পৌঁছে দিতে পারে, এমন কেউ নেই?

সাহাবা সাঈদ বললেন—না, আমিরুল মু'মেনীন। আমার কেউ নেই এমন।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর সাহাবা সাঈদ ইবনে ইয়াররুর জন্যে সাহায্যকারী একজন লোক রেখে দিলেন।

পরোপকারী এমন খলীফা কিন্তু নিজের বেলায় ঠিক উল্টো।

সে সময় আমিরুল মু'মেনীন কঠিন রোগে আক্রান্ত। সবাই তখন খলীফাকে মধু খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু টাকা-পয়সা কোথায়?

খলীফার ঘরে এমন টাকা পয়সা নেই যা দিয়ে মধু কিনতে পারেন।

কে একজন জানাল—বাইতুল মালে মজুদ আছে প্রচুর মধু।

আমিরুল মু'মেনীন এতে সম্মত হলেন না।

অনুমতি ছাড়া জনগণের সম্পত্তি ব্যবহার করা বিধিসম্মত নয়।

বহু পীড়াপীড়ি করেও কিছু হল না।

অপেক্ষা করতে হল শুক্রবার পর্যন্ত।

জুম্মার দিন। মসজিদে হাজার হাজার মুসলমানের সমাগম। সেখানে খলীফার অসুস্থতার কথা উঠল। মধু খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে একজন সাহাবা আনুপূর্বিক ঘটনা এবং বাইতুল মাল থেকে মধু নিতে খলীফার অসম্মতির কথা জানালেন।

অতঃপর জামাতে উপস্থিত নামাজীদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হল।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তখন মধু নিতে রাজি হলেন বাইতুল মাল থেকে।

এ সব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কিছু কীর্তির কথাও উল্লেখ করা যায়।

যেমন কোরআন শরীফ সংকলনের ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা।

এ কথা সবারই জানা যে, পবিত্র কোরআন একদিনে নাজিল হয়নি। মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পৃথক পৃথকভাবে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর নবী (সাঃ)-এ সব আয়াতের কথা সাহাবীদের বলতেন।

আর সাহাবীরা তখন তা মুখস্থ করে ফেলতেন। অংশবিশেষ মুখস্থকারীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে বেশ কিছু সাহাবী ছিলেন যাঁদের পুরোটাই মুখস্থ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে নবীজি (সাঃ) কাউকে ডেকে এগুলো নানাভাবে লিখিয়ে রাখতে বলতেন। যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এই লেখার কাজটি করতেন সে সময়ে।

ইয়ামামার যুদ্ধ তখন শেষ।

এই যুদ্ধে অনেক সাহাবা শাহাদত বরণ করেছিলেন। এঁদের অধিকাংশেরই সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে কোরআন মুখস্থ ছিল।

এ সময়ে খলীফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে এ সম্পর্কে কথা তুললেন।

ঃ হে আমিরুল মু'মেনীন। আপনার অনুমতি হলে একটা কথা বলতে চাই।

খলীফা উত্তর দিলেন—কি কথা?

হযরত ওমর (রাঃ) অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন—ইয়ামামার যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, তা তো আপনি জানেনই।

মাথা নাড়লেন খলীফা।

ঃ হ্যাঁ। অনেক নামকরা সাহাবাই শাহাদত বরণ করেছেন ঐ যুদ্ধে।

হযরত ওমর (রাঃ) জানালেন—তা ঠিকই। তবে আরও একটা মারাত্মক ক্ষতি আমাদের হয়েছে।

আমিরুল মু'মেনীন ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না।

বললেন—হে ওমর (রাঃ), আপনি কোন্ ব্যাপারে বলছেন?

বেশ গম্ভীর কণ্ঠ হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

ঃ আপনি একটু ভেবে দেখুন, ঐ যুদ্ধে আমাদের কোরআনে হাফেজ অনেক সাহাবা মৃত্যু বরণ করেছেন। এটা আমাদের জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীকৃতি জানালেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথায়।

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

এবার হযরত ওমর (রাঃ) খলীফাকে সতর্ক করে দিয়ে পুনরায় বললেন—কিন্তু আমিরুল মু'মেনীন, ইয়ামামার মত আরও অনেক যুদ্ধ মুসলমানদের করতে হতে পারে। ঠিক কি না?

খলীফার স্পষ্ট উত্তর—অবশ্যই।

ঃ তাহলে ইয়ামামার যুদ্ধের মত অন্যান্য যুদ্ধেও যদি এভাবে কোরআনে হাফেজ সাহাবারা শাহাদত বরণ করতে থাকেন তখন কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারটা দুরূহ হয়ে পড়বে না?

খলীফা এ ব্যাপারেও সম্মতি প্রকাশ করলেন।

www.nagorikpathagar.org

ঃ হ্যাঁ, এ কথাও ঠিক।

এমতাবস্থায় কোরআনের আয়াতগুলো সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে প্রস্তাব করলেন হযরত ওমর (রাঃ)। আমিরুল মু'মেনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রস্তাবটি ভাল উল্লেখ করেও কিছুটা ইতস্তত করলেন। ব্যাপারটা লক্ষ করলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ঃ আপনি কি ভাবছেন কিছু?

আমিরুল মু'মেনীন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিলেন।

এবার বললেন—মহানবী (সাঃ) যে কাজটি করেননি, সে কাজটা করা কি সংগত হবে?

বলেও, এ বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করলেন। তাঁর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-কে ডাকা হল একদিন।

তারপর তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সুপারিশের কথাও জানানো হল তাঁকে। প্রথমে ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে সম্মত হলেন। খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-কে কোরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিলেন।

ইসলামের এরূপ একটা মহান কাজে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রেরণা ও সুপারিশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে চিরকাল।

বর্তমান দুনিয়ায় যে মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন প্রচলিত, সর্বপ্রথম তার প্রবর্তনও করেন হযরত ওমর (রাঃ)।

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগেই তিনি খয়বর যুদ্ধের সূত্রে নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন একখন্ড জমি। পরে তিনি মদীনার জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আর এক প্রস্থ জমি। প্রথমে এসব জমিতে কৃষিকাজ করা হলেও পরে এ গুলোকে তৈরি করা হয় ফলের বাগান হিসেবে।

আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের কিছুকাল আগেকার কথা।

তিনি স্থির করলেন, তাঁর ঐ জমি দু'খন্ড জনহিতকর কাজের জন্যে দান করে যাবেন। কিন্তু সেখানে শর্ত আরোপ করেন যে, পরবর্তীকালে এগুলো কারও দান বা বিক্রি ইত্যাদির দ্বারা হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে না। ওয়ারিশ সূত্রে কেউ ভাগ বন্টন করেও নিতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

বরং এসব জমিতে যে সব ফসল উৎপন্ন হবে, তা ব্যয় করা হবে দীন-দুঃখী, দরিদ্র আত্মীয়, ক্রীতদাস, মুসাফির শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে। এ প্রথাই পরবর্তী সময়ে পরিণত হয় 'মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইন' রূপে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রেও খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কীর্তির কথা মুসলিম বিশ্বে আজও সুবিদিত।

সত্যি কথা বলতে কি, আমিরুল মু'মেনীন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানব-প্রেম, মহত্ত্ব ও ধর্ম ভীরুতার চিরন্তন প্রতীক। তিনি একাধারে এতগুণের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর তুলনা মেলা ভার। কবি তাই বলেছেন—

"ইসলাম—সে-ত পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর
'মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক ওমর'।"

২১

'খোলাফায়ে রাশেদিনে'র স্বর্ণযুগের স্রষ্টা ভুবন-জোরা খ্যাতিমান মহাবুভব প্রজাতিতৈষী এমন যে মহাপুরুষ ইসলামী দুনিয়ার অদ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)—তিনিও এক সময় ছিলেন ইসলামের পরম শত্রু আর ঘোরতর মুসলমান বিদ্বেষী।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

পরম আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় আর রাসূল মুহম্মদ (সাঃ)-এর আকুল মোনাজাতের বদৌলতে তাঁরই অলৌকিক শক্তির কুদরতে অ-মুসলিম ওমরের অন্তরে ঘটে গেল অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

শুধু কি তাই?

এমন আল্লাহ-রাসূল ভক্ত হয়ে গেলেন তিনি যার দৃষ্টান্ত মুসলিম ইতিহাসে কেবল তিনিই।

হযরত ওমর (রাঃ) তখন মুসলিম জাহানের খলীফা।

সে-সময়কার কথা।

কন্যা উম্মেহাতুল মুসলেমীন নবী-পত্নী বিবি হাফসার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাঁর।

নানা কথা বলতে বলতেই খলীফা নিজের সম্পর্কে বললেন ঃ "রাসূলে খোদা (সাঃ) নিজ জীবনে যে উজ্জ্বল আদর্শ এবং তাঁর মাপকাঠি রেখে গেছেন, আমি ওমর হুযুর (সাঃ)-এর সেই আদর্শের অনুসরণ করবো।"

www.nagorikpathagar.org

জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত তিনি তা পালনও করে গেছেন।

কিন্তু তারপরেও কথা আছে।

ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সারাটা জীবন তিনি অনুতাপ আর অনুশোচনার মর্মজ্বালায় ভুগেছেন। ইসলাম-পূর্ব আমলের কৃতকর্মের জন্যে আমিরুল মু'মেনীন এই হযরত ওমর (রাঃ)-ই পাপের ভয়ে দগ্ধ হয়েছেন অন্তরে। আল্লাহর দরবারে সে সময়কার গুনাহগারীর জন্যে নানা সময়ে রোদন করেছেন।

এমনি এক ঘটনার কথা।

দ্বাবিংশ হিজরী সন চলছে।

যথারীতি এ বছরও হজ্ব করে ফিরছিলেন মদীনায়।

পথিমধ্যে কাঁকর বিছানো মরু-প্রান্তরে মাথা এলিয়ে দিলেন খলীফাতুল মুসলেমীন।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন খলীফা।

দু'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে তাঁর বানের ধারার মত অশ্রু। তাতে ভিজে গেল তপ্ত বালুর স্তর।

আল্লাহর দরবারে হাত ওঠালেন খলীফা।

ঃ হায় আল্লাহ। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার পরপারে যাওয়ার সময় হয়েছে, আপনি আমার অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিন। হাশরের হিসাব-নিকাশ আমার জন্যে সহজ করে দিন। আমি আপনার কাছে অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। শুধু আমাকে দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন।'

কিন্তু কি করে তিনি ছেড়ে এলেন ঐ অতীত জীবন?

সে আরেক ইতিহাস।...

ওমর তখন ইসলাম তথা মুসলমানদের দুশমনীতে কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

তারপরই নবীজি (সাঃ)-এর সেই আকুল মোনাজাত ঃ আবু জেহেল কিংবা ওমর—যাকে তাঁর পছন্দ, আল্লাহ যেন তাকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেন।

এ দোয়ার কয়েকদিন পরই দেখা গেল তার ফল।

কি সেটা?

স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে বয়ান করেছেন ঃ

"একদা রাত্রিবেলা।

ঘর থেকে বেরুলাম আমি। উদ্দেশ্য ছিল খারাপ। ইসলামের নবী মুহম্মদ (সাঃ)-কে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করা। ঘুরতে ঘুরতে আমি কাবার দিকে গেলাম। দেখলাম রাসূল (সাঃ)-ও ঐদিকে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে আড়ালে চলে গেলাম আমি।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আমাকে দেখেছিলেন কিনা, জানি না। তবে আমি দেখলাম, নবীজি (সাঃ) মোড় নিয়ে কাবা'র ভেতরে ঢুকলেন। অতঃপর নামাজ শুরু করলেন তিনি।

নামাজের ভেতরেই রাসূল (সাঃ) তখন সূরা 'আল-হাক্কা' পড়ছিলেন।

মন দিয়ে শুনছিলাম তাঁর ঐ কিরাত পাঠ।

কী কাব্যময় ভাষ্য!

হৃদয়স্পর্শী তার বর্ণনা ভঙ্গি। অমন ধ্বনি ব্যঞ্জনাময় বাক্য আমি খুব কমই শুনেছি। এতে আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলাম।

মনে মনে ভাবলাম, খোদার কসম! লোকটা নিশ্চয়ই কবি।

ঠিক তখনি ঘটল আর একটি অভাবনীয় ঘটনা।

রাসূলে করিম (সাঃ) তখন অন্য আর একটি আয়াত পাঠ করতে শুরু করেছেন (যার অর্থ)—'এ কোন কবির কথা নয়—এ হচ্ছে সম্মানিত এক বার্তাবাহকের কালাম। কিন্তু তোমাদের ভেতর খুব কম লোকই (এর ওপর) ঈমান এনে থাকে।'

এ সময় হঠাৎ আমার মনে হল, ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো?

লোকটা কি গণক নাকি?

আমার মনের কথা জানলো কী করে?

এরপর আমার স্থির ধারণা হল, নিশ্চয়ই তিনি গণক।

পুনরায় ঘটল অবাক-করা কাণ্ড!

নবীজি (সাঃ) তখন আয়াত পাঠ করতে শুরু করেছেন (যার অর্থ)—'এ কোন গণকের কালাম নয়। এ-তো রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নাজেল হয়েছে। (কারণ) তোমরা খুব কমই নসিহত পেয়ে থাকো।' রাসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত সূরাটি পাঠ করলেন, আমার মনটাও কেমন যেন নড়ে চড়ে উঠল।

কেমন যেন একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা গেল আমার অন্তরে। তাহলে কি ইসলাম হৃদয়ে আসন তৈরি করতে শুরু করল?

এ সব ভাবনা ঝেড়ে ফেললাম।

নাহ্, এটা কি করে সম্ভব? চিরাচরিত পথেই আবার চলা শুরু।"

আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে প্রায়ই এ ঘটনা খোঁচাতে থাকে। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আল্লাহর ভয়ে তাঁর শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তবুও মোনাজাতে শুকরিয়া আদায় করেন প্রায়ই আল্লাহর দরবারে।

ঃ হে আমার পরোয়ারদেগার আল্লাহ। তোমার দয়া ও মহিমার শেষ নেই। তোমার কৃপাতেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার দিশা পেয়েছি আমি। অন্তত মুসলমান হয়ে মরতে পারছি। এ কী আমার কম সৌভাগ্য!...

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ রহমানুর রহীম।

অসীম তাঁর দয়া, অপার তাঁর মহিমা। তাঁর ইচ্ছের কথা মানুষের বুঝে ওঠা বেশ দুরূহ।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর মোনাজাত বুঝি কবুল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অতঃপর মাত্র এক বছর পরেই নেমে আসে তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।

একজন 'আশয়ারায়ে মুবাশ্‌শারা'-র জন্যে অবশ্যই তা সৌভাগ্যের ॥...

২২

ত্রয়োবিংশ হিজরী সনের কথা।

যিল-হজ্ব মাস।

আমিরুল মু'মেনীন খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্ব আদায় করে সবে ফিরে এসেছেন মদীনায়।

এর দু'একদিন পরের কথা।

মুগীরাহ ইবনে শা'বা-র গোলাম আবু লুলু দেখা করতে এসেছে খলীফার সঙ্গে।

খলীফা যথারীতি ডেকে পাঠালেন আবু লুলুকে।

ঃ কী ব্যাপার, কি খবর আবু লুলু?

যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল আবু লুলু।

ঃ হে খলীফা, আপনার কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছি।

বিস্মিত হলেন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

কী অভিযোগ নিয়ে এসেছে আবু লুলু?...

এমন কি হতে পারে?

যাই হোক, জিজ্ঞেস করলেন খলীফা—কি অভিযোগ তোমার আবু লুলু?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর আবু লুলু সখেদে উত্তর দিল—কি আর বলব খলীফাতুল মুসলেমীন! আপনি দয়া করে আমাকে আমার মুনিবের হাত থেকে বাঁচান।

কে এই আবু লুলু?

পরিচয় কি তার? কোথায় তার বাড়ি ঘর?

www.nagorikpathagar.org

আসলে আবু লুলু ছিল অগ্নিপূজক। বাড়ি তার পারস্যে। নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় সে। মুগীরাহ তখন তাকে খরিদ করে নেন গোলাম হিসেবে। এ কাজ করেই তার কেটে যায় দু'বছরের মত।

কিন্তু এখন মুগীরা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন—বল দেখি, কি ব্যাপার হয়েছে?

আবু লুলু প্রথমে আমতা আমতা করল।

পরে বলল—হে আমিরুল মু'মেনীন, আমার মুনীব আমার ওপর বেশি করে কর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন তা আমার ওপর হয়ে উঠেছে বোঝা। কি করি আমি এখন?

হযরত ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

পরে বললেন—তা করের পরিমাণটা কত?

মোটামুটি শান্তভাবেই উত্তর দিল আবু লুলু—দুই দিরহাম করে দৈনিক।

এবার আবু লুলুকে প্রশ্ন করলেন খলীফা।

ঃ এখন বলো তো লুলু, তোমার উপার্জনের পেশা বা ব্যবসা কি?

আবু লুলু নিজে নিজেই কিছুক্ষণ ভাবল।

কোন্‌টা বলি?

কর্মকারের কাজ? সুতারের কাজ? না, ছবি আঁকার কাজের কথা?

শেষ পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে সবগুলোর কথাই বলল সে।

ঃ আমি কর্মকারের কাজ করি, সুতারের কাজ করি। আবার কখনও কখনও ছবিও আঁকি।

এ কথা শুনে মৃদু হাসলেন খলীফাতুল মুসলেমীন।

বললেন—তাহলে তো, তোমার কর খুব একটা বেশি বলা যায় না।

খলীফার উত্তর শুনে খুশি হতে পারল না আবু লুলু।

ঃ কেন, এমন বলছেন কেন খলীফাতুল মুসলেমীন?

হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন—নানা কাজ তুমি করছ। আমার তো মনে হয়, তোমার আয় উপার্জনও ভাল।

আবু লুলু অনেকক্ষণ ঝিম ধরে থাকল।

ভাল-মন্দ বলল না কিছুই। তারপরে শুধু বলল—হে খলীফা, আপনার কাছে বহু আশা নিয়ে এসেছিলাম। তা বোধহয় আর পূরণ হল না।

www.nagorikpathagar.org

বিস্মিত হলেন খলীফা।

ঃ কেন? তোমার হতাশ হওয়ার তো কিছু দেখিনা আমি। এ ছাড়া শুনেছি, তুমি-নাকি 'হাওয়াই কল' বানাতে পার। সেখান থেকেও নিশ্চয়ই কিছু আয় হয়। তাই না?

ক্ষিপ্ত হল মনে মনে আবু লুলু।

তবে মুখে প্রকাশ করল না। খলীফার প্রশ্নের উত্তর দিল—হ্যাঁ, তা পারি বৈ কি!

আবু লুলুর অভিযোগের ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ দেখালেন না খলীফা। তবে হাওয়াই কল প্রসঙ্গে কথা ওঠালেন।

ঃ তো আবু লুলু, আমাকে একটা 'হাওয়াই কল' বানিয়ে দাও। যা দাম হয়, পাবে।

নিশ্চুপ রইল কিছুক্ষণ আবু লুলু।

খলীফার কাছে তার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হল না দেখে সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে গেল। কিন্তু বাইরে ক্রুদ্ধতার কোন ভাব দেখালো না। অতঃপর খলীফা নিজেই আবার বললেন—কি উত্তর দিলে না কিছু, আবু লুলু?

এবার কিন্তু আবু লুলুর দু'চোখে প্রতিহিংসার আগুন ঝিলিক দিয়ে গেল। তবে, খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর চোখে পড়ল না। তাই উচ্চ কণ্ঠে শোনা গেল আবু লুলুর।

ঃ হে খলীফা, আপনার জন্যে অবশ্যই একটা শানদার 'হাওয়াই কল' আমি বানাব।

হযরত ওমর (রাঃ) তখনো কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারেননি। তাই মোটামুটি খুশিই হলেন।

ঃ সত্যি বলছ, আবু লুলু?

অলক্ষ্যে ক্রুর হাসি হাসল মুগীরা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আবু লুলু।

ঃ হ্যাঁ, খলীফাতুল মুসলেমীন। এমন 'হাওয়াই কল' বানিয়ে দেব যার আলোচনায় সারা জগতবাসী হয়ে উঠবে মুখরিত।

কথাটা বলেই ত্রস্ত পায়ে স্থান ত্যাগ করল আবু লুলু।

গমন পথের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু খটকা লাগল খলীফার।

কিন্তু তা ক্ষণকাল মাত্র।

পরে এ বিষয়ে তিনি আর অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা করলেন না। কিংবা খলীফার মনেও কোন ভাবান্তর হল না।

এর পরের দিনের ঘটনা।

www.nagorikpathagar.org

খুব সকাল বেলা। রোজকার মত ফজরের নামাজ আদায় করতে খলীফা এসে উপস্থিত হয়েছেন মসজিদে। মুসল্লিরাও আসতে শুরু করেছেন। ভোরের আলো তখনো ফুটে বের হয়নি আকাশ জুড়ে। 'সুবেহ সাদেক' ই বলা যায়। আলো-আবছার ভেতরে আবু লুলুও এসে ঢুকেছে। সঙ্গে তার বিষ মাখানো একটা তরবারি। সংগোপনে ওঁৎ পেতে বসেছিল সে।

এদিকে মুসল্লিরা জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে গেছেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) যথারীতি সামনে এগিয়ে গেলেন। ইমামতি করার জন্যে দাঁড়ালেন গিয়ে যথাস্থানে। খলীফাতুল মুসলেমীন শুরু করলেন নামাজ। মুসল্লিরাও বাধলেন নিয়ত।

ঠিক তক্ষুণি বেরিয়ে এল ঘাতক আবু লুলুর শাণিত বিষাক্ত তরবারি।

পাষণ্ড পামর খলীফার ঘাড় থেকে নাভিমূল পর্যন্ত জায়াগা জুড়ে অতি দ্রুত একের পর এক ছ'টি আঘাত করল।

আমিরুল মু'মেনীন অনড়, অটল।

এতগুলো আঘাতের পরেও নামাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। অজস্র ধারায় তখন শরীর থেকে তাঁর রক্ত ঝরছে। এরপরই শুরু হল বিষ ক্রিয়া।

খলীফা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

সমস্ত শিরায় উপশিরায় তখন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে বিষ। কী করবেন এখন তিনি? কাছেই দন্ডায়মান ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। খলীফা তাঁকে টান দিয়ে ইমামের জায়গায় দাড় করিয়ে দিলেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন ঐ রকম গুরুতর আহত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পারলেন না।

অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করলেন।

অন্যদিকে, আবু লুলু দ্রুত পালাবার চেষ্টা করল মসজিদ থেকে। যে সামনে পড়ল, তাকেই অস্ত্রের আঘাত হানল।

কিন্তু তারপরেও কয়েকজন মুসল্লি প্রাণের মায়া ছেড়ে ধরে ফেলল আবু লুলুকে।

কী করবে এখন আবু লুলু?

আর পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই।

চারদিক থেকে মুসল্লিরা ঘিরে ফেলেছে তাকে। উপায়ন্তর না দেখে আবু লুলু নিজেই স্থির করে, আত্মহত্যাই এখন সঠিক কাজ। তাই সে করল।

www.nagorikpathagar.org

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে তখন নিয়ে আসা হয়েছে তাঁর ঘরে।

অন্যান্য মুসল্লিদের সহ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এলেন খলীফার গৃহে। নানা রকম সেবা যত্ন চলল। জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। আস্তে আস্তে দু'একটা কথা বলতে শুরু করলেন।

ঃ শুকরিয়া আল্লাহর, কোন মুসলমানের অস্ত্রে আমার শরীর আক্রান্ত হয় নি।

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—'আল হামদুল্লিাহ'।

অতঃপর ডাকা হল চিকিৎসক।

ক্ষতস্থানগুলোকে বেধে দেয়া হল যাতে রক্তক্ষরণটা বন্ধ হয়।

এরপর তাকে কিছুটা আঙুরের রস দেয়া হল। কিন্তু তা রক্তের সঙ্গে মিশে ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে এল পরক্ষণেই। বোঝা গেল, আর চেষ্টা করে লাভ নেই।

এমতাবস্থায়, মুসল্লিরা হত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

শুরু করলেন আহাজারি।

খলীফাতুল মুসলেমীন সবাইকে থামতে অনুরোধ জানালেন। দিলেন সান্ত্বনা।

ঃ হে আমার রাসূল (সাঃ)-এর উম্মত ভাইয়েরা। এ অবস্থায় কান্নাকাটি করাটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। চিকিৎসকেরা অযথা চেষ্টা করছেন। আমি তো জানি, আল্লাহ স্বয়ং আমাকে দাওয়াত পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এতক্ষণ যারা শোক-কাতর হয়ে কান্নাকাটি করছিলেন, এবার তারা আরও শোকার্ত হলেন।

এ কী কথা শুনছেন তাঁরা খলীফার মুখ থেকে?

অনেকেই অসহায়ের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন। উদভ্রান্ত একেকজন। খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) কিন্তু দৃঢ়চিত্ত। কন্যা বিবি হাফ্সাকে ডাকলেন কাছে।

ঃ মা হাফ্সা, তুমি এক্ষুণি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে যাও। গিয়ে বলো তাঁকে, হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কবরের পাশে আমি চির-বিশ্রামের একটু জায়গা প্রার্থনা করছি।

এ কথা শুনে অশ্রু সজল হয়ে ওঠে বিবি হাফসার দু'চোখ।

কিন্তু কী আছে করার? আল্লাহতায়ালার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম কে খন্ডাবে?

সুতরাং, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরায় গেলেন। খলীফার পক্ষ থেকে তাঁর আরজি পেশ করলেন। সব কথা শুনে তিনিও হলেন শোকাভিভূত।

বিধি হাফসাকে অনুমতি দিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কবরের পাশে খলীফাকে দাফন করার।

www.nagorikpathagar.org

বিবি হাফসা ফিরে এসে সব সংবাদ জানালেন।

খলীফা এ খবর পেয়ে বলে উঠলেন—'আল হামদুলিল্লাহ। এটাই ছিল আমার জীবনের বড় আশা।' বলেই আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন।

ঃ হে আমার আল্লাহ। তোমার কাছে আমার মত গুনাহগার আর কে আছে? তবুও, তুমি আমার এ আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ করো।

অতঃপর পুত্র আবদুল্লাহকে ডাকলেন।

পুত্র আবদুল্লাহ শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন অশ্রু সজল চোখে। খলীফাতুল মুসলেমীন অতিশয় সোহাগভরে ডাকলেন—বাবা আবদুল্লাহ, আমার হাতে সময় আর বেশি নেই। বিদায়ের আগে দু'টো কথা তোমাকে বলে যেতে চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কান্না বিজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইলেন—কি কথা?

আমিরুল মু'মেনীন আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন পুত্রকে।

ঃ প্রথম, আমার ইন্তেকালের পর আমাকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে দাফন করার আগে পুনরায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অনুমতি নেবে। দ্বিতীয়, আমার ইচ্ছে খলীফা পদে তুমি প্রার্থী হবে না।

উপস্থিত শোকগ্রস্ত সাহাবারা ইতোমধ্যেই সব কিছু বুঝে নিয়েছেন।

তাঁরা খলীফার কাছাকাছি এসে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন—হে আমিরুল মু'মেনীন। আপনার অবর্তমানে আমরা কা'কে খলীফা নির্বাচিত করতে পারি?

ক্ষীণ কণ্ঠ খলীফার তখন।

ঃ আমি এ ব্যাপারে কাউকে নিজের থেকে মনোনীত করবো না। তবে এ ব্যাপারে আমার দুটো অভিমত আছে।

সাহাবারা আরও নিকটবর্তী হলেন।

খলীফা যথেষ্ট জোর দিয়েই বললেন—প্রথমটা এই, আপনারা আমার পুত্র আবদুল্লাহকে এ পদে নির্বাচিত করার চেষ্টা করবেন না। আর, দ্বিতীয়টা...

বলেই কিছুক্ষণ থামলেন।

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তথাপি থেমে থেমে বলতে থাকলেন।

ঃ আপনাদের ভেতর অন্তত ছ'জন সাহাবী আছেন যাঁরা রাসূল করিম (সাঃ)-এর অত্যন্ত কাছের। বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদও তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে। এঁরা সবাই যোগ্য এবং বুজর্গ। তাঁদের থেকে যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচন করে নেবেন।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে কেটে গেল তিন দিন।

শয্যাশায়ী খলীফা পুত্র আবদুল্লাহকে আবারও ডাকলেন এরই মধ্যে। নিজের অছিয়তের কথা জানালেন।

ঃ হে পুত্র আমার। তুমি জানো কিনা জানি না, বাইতুল মালে আমার কিছু ঋণ আছে। মদীনায় আমার যে ফলের বাগান আছে তা বিক্রি করে ঋণের ঐ টাকা পরিশোধ করে দিও।

পুত্র এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) পরম স্বস্তি প্রকাশ করলেন।

অতঃপর এল চরম সেই ক্ষণ।

তেষট্টি বছর বয়স তখন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর।

সারা মুসলিম জাহানের লক্ষ মুসলমানদের অশ্রু-সাগরে ভাসিয়ে চিরতরে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ)। কেঁদে উঠল মদীনার আকাশ, বাতাস আর মরু-প্রান্তর। হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে কথিত আছে যে, 'হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইন্তেকালে জ্বীন জাতিও শোকাকিভূত হয়ে শোকগাথা গেয়ে রোদন করেছিল।' (ইন্নালিল্লাহি....রাজেউন)।

সব শেষ। ইন্তেকালের পরের দিন।...

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সমাহিত হলেন রওজা শরীফে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে। অনুষ্ঠিত হল বিশাল জানাজার নামাজ। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই নামাজে ইমামতি করেন। রোজ কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথমে রাসূল (সাঃ)-এর, পরে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এবং তারপরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবর উন্মুক্ত করা হবে।

❑

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org